প্রকাশনার ৮১ বছর
সাপ্তাহিক
প্রতিবেশী
সংখ্যা : ৪২ ◆ ২১ - ২৭ নভেম্বর, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ

খ্রিস্টরাজার মহাপর্ব

খ্রিস্টরাজা তোমারে প্রণাম করি

আমাদেরই মৃত প্রিয়জনেরা...

এসএসসি পরীক্ষার্থীগণ ভর্তি নিয়ে কি ভাবছে!

পুষ্প প্যাট্রেসিয়া গমেজ

জন্ম: ১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দ

মৃত্যু: ২৩ নভেম্বর ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

"মায়ের একধার দুধের দাম
কাটিয়া গায়ের চাম
পাপোস বানাইলেও ঋণের শোধ হবে না।
এমন দরদী ভবে কেউ হবে না
আমার মা মাগো।"

আসলেই মা তুমি আমাদের সত্যিকারে অনেক ঋণী করে চলে গেলে। তোমাকে আরো অনেক কিছু দেবার ছিল তার সময় আর পেলাম না। অনেকেই বলে ঈশ্বরের পরে কেউ যদি থাকে সে হলো মা। তুমি ছিলে আমাদের মধ্যমণি, তোমাকে ছাড়া কিছুই চিন্তা করিনি। প্রতি পদক্ষেপে তোমার কাছ থেকে আমরা উপদেশ নিয়েছি। তুমি অনেক অল্প বয়সে আমাদের বাবাকে হারিয়েছ। তবুও হাল ছাড়নি। তোমার আঁচল ছায়ায় আমাদের সব সময় আগলে রেখেছ। তোমার সবকিছু ছিল আমাদের ঘিরে। তোমার হাসিমাখা মুখ, শাসন, কথাঁ-বার্তা এবং হাটা-চলা এখনো চোখের সামনে ভাসে। মনে হয় তুমি আমাদের আশে-পাশেই আছ। তুমি উপরে ছিলে শক্ত আর ভিতরে ছিলে অনেক নরম মনের মানুষ। কখনও তুমি রাগ পুষে রাখনি। তুমি সবসময় বলতে সন্তানদের মানুষ করতে হলে মুখে শাসন আর অন্তরে মায়া রাখবি। তাহলেই সন্তান মানুষ হবে। মা তুমি যে সুন্দর ফুলের বাগান তৈরি করে গেছ সেই বাগানের ছোট ছোট ফুল গুলো শুধু তোমার কথা মনে করে বলে, বাবা, ঠাকু কোথায় চলে গেছে? ঠাকু কি আর আসবে না?

মাগো, তুমি যে আমাদের আদর্শ দেখিয়ে গেছো, তা যেন আমরা অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে পারি। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, যেন তিনি তোমাকে অনন্ত সুখ শান্তি দান করে এবং তার বাগানের সুন্দর ফুল করে রেখে দেন। তুমি স্বর্গ থেকে আমাদের জন্য প্রার্থনা কর আমরা যেন তোমার মত কর্তব্য পালন করে যেতে পারি।

শোকাহত পরিবারবর্গ,

ছেলে ও ছেলের বউ: অসীম-নীতু, বিপ্লব-অর্পণা, মিলন-বন্যা

মেয়ে ও মেয়ে জামাই: ডেনিস-রাণী

নাতী-নাতনী: পাপড়ি, রিয়া, বাঁধন, মেধা, রায়েন, ঐশ্বর্য ও রিমঝিম

আরএনডিএম সিস্টারদের পক্ষ থেকে বিশেষ আমন্ত্রণ

"তোমরা জগতের সর্বত্র যাও বিশ্বসৃষ্টির কাছে ঘোষণা কর মঙ্গলসমাচার"। (মার্ক - ১৬: ১৫)

স্নেহের বোনেরা,

তোমাদের প্রতি রইলো শুভেচ্ছা ও আশীর্বাদ। তোমরা নিশ্চয় নিজেদের জীবন আহ্বান নিয়ে ভাবছো। ঈশ্বরের সেই ভালোবাসার ঐশ আহ্বানে সাড়া দানে তোমাদের সহযোগিতা করতে আমরা আওয়ার লেডি অফ দ্য মিশনস্ (আরএনডিএম) সিস্টারগণ আগামী ২৯ নভেম্বর হতে ৬ ডিসেম্বর ২০২১ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত আর. এন. ডি. এম ট্রিনিটি ফরমেশন হাউজ মোহাম্মদপুরে **"এসো দেখে যাও"** কর্মসূচি গ্রহণ করতে যাচ্ছি। এই কর্মসূচিতে যোগদান করে ঐশ্ব আহ্বান আরো স্পষ্ট করে বুঝতে ও সেই আহ্বানে সাড়া দিতে আগ্রহী বোনেরা বিশেষ করে যারা এ বছর এসএসসি পরীক্ষা দিয়েছ বা তদুর্ধ্বে পড়াশুনা করছ সে সকল আগ্রহী বোনদের নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করার জন্য আহ্বান করছি।

আগমন : ২৯ নভেম্বর ২০২১ খ্রিস্টাব্দ
(ঢাকা, মোহাম্মদপুর, সকাল ৮টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত)

প্রস্থান : ৭ ডিসেম্বর ২০২১ খ্রিস্টাব্দ

রেজিস্ট্রেশন ফি : আলোচনা সাপেক্ষে গ্রহনযোগ্য ।

: যোগাযোগের ঠিকানা :

সিস্টার সাথী ফ্লোরেন্স কস্তা, আরএনডিএম (০১৭২২৭৫১২৬৫)
প্রযত্নে: ট্রিনিটি ফরমেশন হাউজ
গ্রীন হেরাল্ড ইন্টারন্যাশনাল স্কুল
২৪, আসাদ এভিনিউ, মোহাম্মদপুর, ঢাকা- ১২০৭

সিস্টার সুর্বনা লুসিয়া ক্রুশ আরএনডিএম (০১৬২০৫১৪৮৮৪)
সেন্ট স্কলাসটিকাস্ কনভেন্ট
৪১ ব্যান্ডেল রোড-৪০০০, পাথরঘাটা, চট্টগ্রাম

বিজ্ঞ/৩০৬/২০২১

সাপ্তাহিক
প্রতিবেশী

বর্ষ : ৮১, সংখ্যা : ৪২
২১ - ২৭ নভেম্বর, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ
৭ - ১৩ অগ্রহায়ণ, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ

সম্পাদক
ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

সম্পাদকীয় বোর্ড
ফাদার কমল কোড়াইয়া
মারলিন ক্লারা বাড়ৈ
থিওফিল নিশারন নকরেক

সহযোগিতায়
সুনীল পেরেরা
শুভ পাস্কাল পেরেরা
ডেভিড পিটার পালমা

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা
ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

প্রচ্ছদ ছবি
সংগৃহীত, ইন্টারনেট

সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন
মেরী তেরেজা বিশ্বাস
লিটন ইসাহাক আরিন্দা

বর্ণ বিন্যাস ও গ্রাফিক্স
দীপক সাংমা
নিশুতি রোজারিও
অংকুর আন্তনী গমেজ

মুদ্রণ : জেরী প্রিন্টিং
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫

চিঠিপত্র/বিজ্ঞাপন/গ্রাহক
চাঁদা/ লেখা পাঠাবার ঠিকানা
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫
E-mail :
wklypratibeshi@gmail.com
Visit: www.weekly.pratibeshi.org

সম্পাদক কর্তৃক খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র
৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষ্মীবাজার
ঢাকা-১১০০ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সম্পাদকীয়

ব্যতিক্রমী রাজা

বর্তমান প্রজন্মের রাজা সম্বন্ধে ধারণা পুঁথিগত। বিভিন্ন বই পড়ে বা সিনেমা-নাটক দেখে আমরা রাজা সম্বন্ধে যে ধারণা পেয়েছি তা হলো- রাজা হতে হলে তার ছোট বা বড় রাজ্য থাকতে হবে, প্রজা থাকতে হবে। আর ক্ষমতা, ধন-সম্পদ, সৈন্য-সামন্ত রাজার জৌলুসের প্রকাশ ঘটায়। যে যত বড় রাজ্য, সৈন্য-সামন্ত ও ধন-সম্পদের অধিকারী তিনি তত বেশি ক্ষমতাবান রাজা। ভোগ-বিলাস ও চাকচিক্যময়তা রাজাদের জীবনের আনুষাঙ্গিকতা। পৃথিবীর কোন কোন দেশে এখনও রাজার উপস্থিতি থাকলেও তা অনেকটা জৌলুসহীন। রাজারা সাধারণত তাদের প্রজাদের বা অধীনস্থদের মঙ্গল ও কল্যাণ করবেন তা প্রত্যাশা করা হয়। তবে ইতিহাসে দেখা যায়, বেশিরভাগ রাজা-বাদশা এমনকি জমিদারেরাও প্রজাদের শাসন করেছেন শোষণের মধ্যদিয়ে। শাসন-শোষণের মধ্যদিয়ে নিজেদের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে গরীব নিরীহ প্রজাদের ওপর চালিয়েছেন নির্যাতন আর নিজেরা মজেছেন আনন্দ আয়োজনে। সম্ভবত রাজারা নিজেদের মূল লক্ষ্য অর্থাৎ জনকল্যাণ করা থেকে বিচ্যুত হবার কারণেই রাজাদেরও অবলুপ্তি ঘটছে। বর্তমানে কোন কোন দেশে ক্ষয়িষ্ণু রাজাদের নামমাত্র উপস্থিতি আছে। বর্তমানে ধনীক বণিক/ব্যবসায়ী শ্রেণী রাজাদের স্থলে নিজেদেরকে উপনীত করে অরাজকতার রাজত্ব কায়েম করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। তারা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য গণমঙ্গলকে জলাঞ্জলি দিতে বিন্দুমাত্রও দ্বিধা করেন না। ঐতিহ্যগত রাজা ও নব্য রাজারা যদি স্থায়িত্ব পেতে চান তাহলে তাদেরকে সর্বাবস্থায় গণমঙ্গলকে প্রতিষ্ঠা করতে কাজ করতে হবে।

সর্বাবস্থায় মানুষের মঙ্গল সাধন করার মধ্যদিয়ে যিশুখ্রিস্ট সকলের সামনে একটি মহান আদর্শ। তাঁর ছিল না কোন ধন-সম্পদ বা ঐশ্বর্য। ছিল না ভোগ-বিলাসিতা ও চাকচিক্যময় জীবন-যাপন। তারপরও যিশুকে পৃথিবীব্যাপী খ্রিস্টবিশ্বাসীরা রাজা বলে অভিহিত করেন। কেননা যিশু ঈশ্বর পুত্র, তিনি স্বয়ং বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি। তাঁর দ্বারাই সৃষ্ট হয়েছে সব কিছু। ফলে স্বর্গ মর্তের রাজা তিনি। বাইবেলে উল্লেখ আছে, যাকোব বংশের উপর তিনি চিরকাল রাজত্ব করবেন, তাঁর রাজত্ব শেষ হবে না কোন দিন। রাজা দাউদের বংশের বলে তিনি রাজা। যদিও তাঁর জন্ম জীর্ণ গোশালায়। জীবনভর মানুষের মঙ্গল করেছেন যিশু। অসুস্থকে সুস্থ করেছেন এমনকি মৃতকেও জীবন ফিরিয়ে দিয়েছেন। এত অলৌকিক শক্তির অধিকারী হয়েও তিনি নিজেকে নমিত করেছেন, বলিকৃত হয়েছেন নিন্দিত ক্রুশকাষ্ঠে। তিনি বিশ্বের সর্বকালের দীনতম রাজা। ক্রুশকাষ্ঠ তাঁর রাজসিংহাসন, রাজমুকুট হলো কাঁটার মুকুট, সংবিধান হলো ভালবাসা ও ন্যায্যতা। তিনি প্রজাদের সমস্ত পাপের বোঝা বহন করে ক্রুশের ওপর জীবন বিসর্জন দিয়েছেন। দানের মধ্য দিয়েই তিনি ধন্য হয়েছেন ও মানুষের অন্তরের রাজা হয়েছেন। যিশু ব্যতিক্রমী রাজা। তিনি দেখিয়েছেন নম্রতা, ভালবাসা ও ক্ষমার মধ্যদিয়েও শাসন করা যায়।

দীক্ষাস্নানের মধ্যদিয়ে আমরা সকলেই তাঁর প্রেমের রাজ্যের প্রজা হয়েছি। যারা তাঁর রাজত্ব ও গৌরবের অংশীদার হতে পারবে। খ্রিস্টরাজার সাথে একাত্ম হয়ে আমরা সবাই রাজা হতে আহূত। রাজার সঙ্গে মিলতে হলে রাজার মত নম্র, বিনয়ী হতে হবে। রাজা ও প্রজায় মিলেই খ্রিস্টের এক দেহ। তাই খ্রিস্টরাজার সমস্ত আদেশ-নির্দেশ মেনে চলার প্রতিজ্ঞা নবায়ন করি। তাঁর যোগ্য প্রজা হতে হলে, সর্বস্ব ত্যাগ করে হতে হবে সেবক, হতে হবে শিশুর মত সহজ-সরল।

খ্রিস্টমণ্ডলীতে যিশুকে রাজা উপাধিতে ভূষিত করে খ্রিস্টানদের উপাসনা বর্ষের শেষ রবিবারে খ্রিস্টরাজার পর্ব উদ্‌যাপন করা হয়। যিশুখ্রিস্ট রাজা তবে পার্থিব জগতের মানদণ্ডে নয়। ক্ষমতা, সম্মান, ভোগ-বিলাসিতা, শাসন-শোষনের কোন স্থান নেই তাঁর রাজত্বে। তাঁর রাজত্ব পরিপূর্ণ দয়া-মমতা, বিনম্রতা-শ্রদ্ধা, ভক্তি-ভালবাসা, ক্ষমা ও ভ্রাতৃপ্রেমে। সকলেই তাঁর রাজত্বের অংশ হতে পারে যদি তারা দয়া-মমতা, বিনম্রতা-শ্রদ্ধা, ভক্তি-ভালবাসা, ক্ষমা ও ভ্রাতৃপ্রেম চর্চা করে৷ †

যে কেউ সত্যের মানুষ, সে আমার কথায় কান দেয়।
-(যোহন ১৮:৩৭)

অনলাইনে সাপ্তাহিক প্রতিবেশী পড়ুন s s s

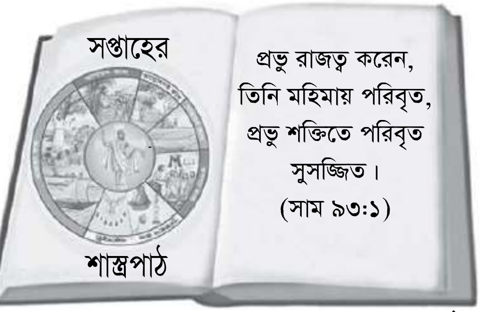

কাথলিক পঞ্জিকা অনুসারে সপ্তাহের বাণীপাঠ ও পার্বণসমূহ ২১ - ২৭ নভেম্বর, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ

২১ নভেম্বর, রবিবার
রাজাধিরাজ খ্রিস্টরাজার মহাপর্ব
দানিয়েল ৭: ১৩-১৪, সাম ৯৩: ১কখ, ১গ-২, ৫, প্রত্যাদেশ ১: ৫-৮, যোহন ১৮: ৩৩-৩৭

২২ নভেম্বর, সোমবার
সাধ্বী সিসিলিয়া, চিরকুমারী ও ধর্মশহীদ-এর স্মরণ দিবস
দানিয়েল ১: ১-৬, ৮-২০, সাম দানিয়েল ৩: ৫২-৫৬, লুক ২১:১-৪
অথবা: সাধু-সাধ্বীদের পর্বদিবসের বাণীবিতান:
প্রত্যাদেশ১৯: ১, ৫-৯ক, সাম ১৪৮: ১-২, ১১-১৪, যোহন ১২: ১-৮

২৩ নভেম্বর, মঙ্গলবার
দানিয়েল ২: ৩১-৪৫, সাম দানিয়েল ৩: ৫৭-৬১, লুক ২১: ৫-১১

২৪ নভেম্বর, বুধবার
সাধু এন্ড্রু দুয়াং-ল্যাক, যাজক এবং সঙ্গীগণ, ধর্মশহীদ-এর স্মরণ দিবস
দানিয়েল ৫: ১-৬, ১৩-১৪, ১৬-১৭, ২৩-২৮
সাম দানিয়েল ৩: ৬২-৬৭, লুক ২১: ১২-১৯
অথবা: সাধু-সাধ্বীদের পর্বদিবসের বাণীবিতান:
যাকোব ১: ২-৪, ১২, সাম ১৪৮: ১-২, ১১-১৪, মথি ১০: ১৭-২২

২৫ নভেম্বর, বৃহস্পতিবার
দানিয়েল ১৬: ১২-২৮, সাম দানিয়েল ৩: ৬৮-৭৪, লুক ২১: ২০-২৮

২৬ নভেম্বর, শুক্রবার
দানিয়েল ৭: ২-১৪, সাম দানিয়েল ৩: ৭৫-৮১, লুক ২১: ২৯-৩৩

২৭ নভেম্বর, শনিবার
মা মারীয়ার স্মরণে খ্রিস্টযাগ
দানিয়েল ৭: ১৫-২৭, সাম দানিয়েল ৩: ৮২-৮৭, লুক ২১: ৩৪-৩৬

প্রয়াত বিশপ, পুরোহিত, ব্রতধারী-ব্রতধারিণী

২১ নভেম্বর, রবিবার
+ ১৯৪৬ ফাদার ম্যাথিও কার্নস সিএসসি (ঢাকা)
+ ১৯৮০ ফাদার ফ্রান্সেস্কো ভিল্লা পিমে (দিনাজপুর)
+ ১৯৮৭ ফাদার এডওয়ার্ড ওয়েটেজাল সিএসসি (ঢাকা)
+ ১৯৮৭ সিস্টার এ্যান পল সিএসসি (ঢাকা)
+ ২০১৩ ফাদার জুলিয়ান রোজারিও (রাজশাহী)

২২ নভেম্বর, সোমবার
+ ১৯৪৯ ফাদার জিন দে মনটিনি সিএসসি (ঢাকা)
+ ১৯৯৫ সিস্টার আসুন্তা কাররারা পিমে

২৩ নভেম্বর, মঙ্গলবার
+ ১৯১৫ ফাদার পিটার এলট্যাফেন সিএসসি

২৪ নভেম্বর, বুধবার
+ ১৯৪৩ ফাদার মাইকেল ম্যানগ্যান সিএসসি (ঢাকা)
+ ১৯৭১ সিস্টার মেরী জন ফ্রান্সিস পিসিপিএ
+ ১৯৭৯ বিশপ আম্ব্রোজিও গালবিয়াত্তি পিমে (দিনাজপুর)

২৫ নভেম্বর, বৃহস্পতিবার
+ ১৯০৯ সিস্টার এম. ফিলিপ আরএনডিএম (চট্টগ্রাম)
+ ১৯৯২ ফাদার এলিয়াস রিবেরু (ঢাকা)
+ ২০০৩ ফাদার মরিচ ডি'ক্রুশ সিএসসি (চট্টগ্রাম)

২৬ নভেম্বর, শুক্রবার
+ ২০০৫ ফাদার সিল্‌ভানো জেন্নারি এসএক্স (খুলনা)
+ ২০০৯ সিস্টার মেরী রীতা এসএমআরএ (ঢাকা)

২৭ নভেম্বর, শনিবার
+ ১৮৯২ মন্সিনিয়র আন্তনীয় মারিয়েত্তি পিমে (ঢাকা)
+ ১৯৯৯ ফাদার সেবাষ্টিয়ানো টেডেসকো এসএক্স (চট্টগ্রাম)

অফুরন্ত ধন্যবাদ ফাদার আবেল বি. রোজারিওকে

গত ১০-১৬ অক্টোবর, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ, সাপ্তাহিক প্রতিবেশীর ছোটদের আসরে ফাদার আবেল বি. রোজারিওর লিখিত "এক প্যাকেট তাস" লেখাটা আমার কাছে এক অলৌকিক বিষয়েরই মতো মনে হয়। তাস খেলায় আনন্দ, তৃপ্তি, অবসর সময় কাটানোর সুবর্ণ সুযোগ এবং আনন্দ বিনোদন ছাড়াও তাসের মাধ্যমে যে ধ্যান প্রার্থনা করা যায় সে কৌশলটাই ফাদার বর্ণনা করেছেন। আমার জীবনে, এ ৭৫ বছর বয়সের মধ্যে এমন লেখা বাংলাদেশের কোন পত্র-পত্রিকায় বা ম্যাগাজিনে দেখতে পাইনি।

একটি পূর্ণ তাসের প্যাকেটে থাকে ৫২টি তাস। আর ৫২টি সপ্তাহে হয় এক বছর। এই ৫২টি তাস দিয়ে ফাদার পবিত্র বাইবেলের অনেক কিছু প্রকাশ করেছেন। প্রথমত A তাসে ঈশ্বর এক ও অদ্বিতীয়। তিনিই সমস্ত কিছুর সৃষ্টিকর্তা। তারপর পবিত্র বাইবেলের ২টা অংশ আছে পুরাতন সন্ধি ও নতুন সন্ধি। এক ঈশ্বরে তিন ব্যক্তি পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মা অর্থাৎ পবিত্র ত্রিত্ব। তিন ব্যক্তিতে এক ঈশ্বর। রয়েছে মঙ্গলসমাচার রচয়িতা চার মহান সাধু ব্যক্তি– মথি, মার্ক, লুক ও যোহন। তারপর স্মরণ করিয়ে দেয় ৫ জন বুদ্ধিমতি কুমারী ও ৫ জন নির্বোধ কুমারীকে। বুদ্ধিমতি কুমারীরা প্রদীপের সাথে তেল আনলো আর নির্বোধ কুমারীরা সঙ্গে তেল আনলো না। এরপর ৬ দিনে ঈশ্বর বিশ্বজগৎ সৃষ্টি করলেন। রয়েছে যিশুখ্রিস্ট মানব জাতির কল্যাণে ৭টা সাক্রামেন্ত স্থাপন করলেন। রয়েছে মহাপ্লাবনের কথা, নোহের জাহাজে মাত্র ৮ জন ব্যক্তি প্রাণে বেঁচে গেলেন। তারপর যিশু ১০ জন কুষ্ঠরোগীকে সুস্থ করলেন। কিন্তু এদের মধ্যে মাত্র একজন ফিরে এসে যিশুকে ধন্যবাদ দিল। প্রবক্তা মোশী পর্বতে ৪০ দিনরাত কাটিয়ে ঈশ্বরের কাছ থেকে ২টা প্রস্তর ফলকে দশ আজ্ঞা (ঈশ্বরের ১০ আজ্ঞা) পেলেন। রাজা তাসে প্রভু যিশুখ্রিস্ট হলেন আমাদের রাজা, স্বর্গমর্তের রাজাধিরাজ। রাণী তাসে মা-মারীয়াকে বিভিন্নভাবে সম্মান প্রদর্শন করি যথা, ফাতেমা রাণী, লুর্দের রাণী ও জপমালা রাণী। জ্যাক তাসে বুঝায় স্বর্গবাহিনীর প্রতীক অর্থাৎ স্বর্গের অগণিত দূতবাহিনী। জোকার তাস হলো শয়তান, অপদূতের প্রতীক। পবিত্র বাইবেলে লেখা আছে যিশু বহুবার অপদূত তাড়িয়েছেন।

আমার মতে, ফাদার আবেল বি. রোজারিও বিশ্ববিখ্যাত লেখক না হলেও তার এ ক্ষুদ্রতম লেখাটায় তিনি বিখ্যাত। একমাত্র নিগুঢ়তত্ত্ব ধ্যানে তা বোঝা সম্ভব। ফাদারকে জানাই অফুরন্ত ধন্যবাদ ও আমার আন্তরিক অভিনন্দন। ফাদার আমার বাবা, আমার ভাই এবং আমার বন্ধু। ভুল হলে ক্ষমা চাই।

- মাস্টার সুবল

খ্রিস্টরাজা-তোমারে প্রণাম করি

ব্রাদার সিলভেস্টার মৃধা সিএসসি

ভূমিকা: রাজার সম্মানে গাধার পিঠে চড়ে জেরুসালেমের দিকে যাত্রা ঈশ্বরেরই গৌরবগাঁথা ঘটনা। গায়ের চাদর, খেঁজুরের ও গাছের ডাল রাস্তায় বিছিয়ে জাগতিক রাজার পদমর্যাদা অক্ষুন্ন রাখতেই এই পথযাত্রা। যাত্রার বাহন হচ্ছে গাধার বাচ্চা। গাধা হল নম্র ও শান্ত পশু এবং গরীবের বাহন। যিশু এই নম্র ও শান্ত পশুর উপর চড়ে জেরুসালেমে প্রবেশ করে নিজেকে নম্র ও শান্ত মশীহ বলে পরিচয় দেন *(লুক ১৯:৩৫)*। এই সময়ে জনতার চিৎকার তিনি গ্রহণ করেন কারণ তা দ্বারা ঘোষণা করা হয় যে, তিনিই সেই প্রতিশ্রুত ও বহুদিনের প্রতীক্ষিত মশীহ *(লুক ১৯:৩৮)*।

খ্রিস্টরাজ সামনে এগিয়ে চলেছেন আর সমগ্র রাস্তায় আনন্দচিত্তে জোর গলায় ঈশ্বরের প্রশংসা করে সকলে বলতে লাগলেন,

"যিনি প্রভুর নামে আসছেন,
যিনি রাজা, তিনি ধন্য;
স্বর্গলোকে শান্তি! উর্ধ্বলোকে গৌরব।"

আমরাও সমস্বরে প্রভুর স্তুতিবাদ করে বলি -

"খ্রিস্টরাজা তোমারে প্রণাম করি,
তুমি পবিত্র ঈশ্ব-নন্দন তোমারে প্রণাম করি।"

যিশুর রাজাসন ও রাজত্ব নিয়ে জেরা: পিলাত যিশুকে প্রশ্ন করলেন, "তুমি কী ইহুদীদের রাজা?" যিশু উত্তর দিলেন, "আপনি তাই বলেছেন।" *(লুক ২৩:৩)* যোহন সুসমাচারে আরো স্পষ্ট করে যিশু যে রাজা সে সম্বন্ধে উল্লেখ করেছেন। তখন পিলাত আবার শাসক ভবনে প্রবেশ করে যিশুকে কাছে ডেকে বললেন, "তুমি কী ইহুদীদের রাজা?" যিশু উত্তর দিলেন, "আপনি কী নিজে থেকেই একথা বলছেন, না অন্যেরা আমার বিষয়ে আপনাকে বলেছে?" *(যোহন ১৮:১৩-৩৪)*। পিলাত আবার যিশুকে জিজ্ঞেস করলেন,"তাহলে তুমি কী রাজা?" যিশু উত্তর দিলেন, "আপনিই তো বলেছেন আমি রাজা। সত্যের বিষয়ে যেন সাক্ষ্য দিতে পারি এজন্যই আমি জন্মেছি, এ জন্যেই জগতে এসেছি। যে কেউ সত্যের মানুষ, সে আমার কথায় কান দেয়।" পিলাত তাকে বললেন,"সত্য! তা আবার কী?" *(যোহন ১৮:৩৭)*

রাজার উপাধি নিয়ে যত জেরাই করা হোক না কেন; যিশু জগতের চেয়ে ঐশরাজ্যের রাজার পরিচয় পরোক্ষভাবে বোঝাবার চেষ্টা করেছেন। এমন সময় অবশ্য আসবে যখন সব ভুল চিন্তা ও সিদ্ধান্ত অসত্য বলে প্রমাণিত হবে। এখানে আর একটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য যে, পিলাত তখন বিচারাসনে বসে আছেন, সেই সময় তাঁর স্ত্রী বলে পাঠালেন: "তুমি ওই ধার্মিক মানুষটির কোন ব্যাপারেই থেকো না, আমি তো আজ ওকে নিয়ে একটা স্বপ্ন দেখে খুবই কষ্ট পেয়েছি *(মথি ২৭:১৯)*।"

সত্যের পক্ষে সাক্ষী দিতে রাজার অধিরাজ তিনি। মাত্র এ কথার মর্মার্থ আমরা যদি বুঝতে পারি, তাহলে খ্রিস্টরাজ যে কেমন রাজা ছিলেন তা আরো স্পষ্ট হয়ে উঠবে। পিলাতের শেষ কীর্তি- পিলাত একটি দোষনামাও লিখিয়ে রেখেছিলেন, তাঁর নির্দেশে ক্রুশের উপর সেটি টাঙিয়ে দেওয়া হল। তাতে লেখা ছিল, "নাজারেথের যিশু- ইহুদীদের রাজা।" রাজা শব্দের প্রতিবাদ উঠল, "ইহুদীদের রাজা কথাটা না লিখে আপনি বরং লিখুন; এই লোকটা বলেছিল: আমি ইহুদীদের রাজা।" কিন্তু পিলাত উত্তর দিলেন, "যা লিখেছি, লিখেছি *(যোহন ১৯:১৯-২২)*" একদিকে নীতিতে পিলাত সত্যের পক্ষেই ছিলেন। কিন্তু সমাজের প্রধানদের ও সমাজনেতাদের চাপে পরে বাধ্য হয়ে যিশুকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত এবং শেষে যিশুকে ক্রুশে মৃত্যুবরণ করতে হল।

রাজা দায়ুদের রাজা প্রীতি: সামসঙ্গীত-মালা রচয়িতার রাজা দায়ুদ তাঁর দৃষ্টিতে রাজার ভূমিকায় যিনি আসিন হবেন, তাঁর হতে হবে অনুরূপ ভূমিকায় অধিষ্ঠিত:

পরমেশ্বর রাজাকে তোমার সুবিচার
রাজপুত্রকে তোমার ধর্মময়তা প্রদান কর,
তিনি জাতির দীন দুঃখীদের পক্ষে বিচার করবেন,
করবেন নিঃস্ব মানুষের সন্তানদের পরিত্রাণ,
অত্যাচারীকে কিন্তু চূর্ণ করবেন।
তাঁর জীবনকালে ধর্মময়তা হবে প্রস্ফুটিত,
চন্দ্র যতদিন না বিলীন হয়,
ততদিন মহাশান্তি হবে বিরাজিত।
সকল রাজা তাঁর উদ্দেশে প্রণিপাত করবেন,
তাঁকে সেবা করবে সকল দেশ।
তিনি দীনহীন ও নিঃস্বের প্রতি দয়া করবেন,
ত্রাণ করবেন নিঃস্বদের প্রাণ।
শোষণ আর হিংসার কবল থেকে তাদের মুক্ত করবেন,
তাঁর দৃষ্টিতে তাদের রক্ত হবে মূল্যবান।
তাঁর নাম বিরাজ করুক চিরকাল।
সূর্যের সামনে চিরস্থায়ী থাকুক সেই নাম,
তবেই সেই নামে সকল দেশ হবে আশিসধন্য,
তারা তাকে সুখী বলবে।
ধন্য প্রভু ঈশ্বর, ইস্রায়েলের পরমেশ্বর,
তিনিই আশ্চর্য কর্মকীর্তির একমাত্র সাধক।
ধন্য তাঁর গৌরবময় নাম চিরকাল;
সমস্ত পৃথিবী তাঁর গৌরবে পরিপূর্ণ হোক।
আমেন, আমেন। *(সাম ৭২:১,৪,৭,১১,১৩-১৪,১৭-১৯)*

খ্রিস্টরাজার নম্রতার বহিঃপ্রকাশ: তোমাদের মনোভাব তেমনটি হওয়া উচিত, যেমটি খ্রিস্ট যিশুর নিজেরই ছিল। তিনি তো স্বরূপে ঈশ্বর হয়েও ঈশ্বরের সঙ্গে তার সমতুল্যতাকে আঁকড়ে থাকতে চাইলেন না; বরং নিজেকে তিনি রিক্ত করলেন; দাসের স্বরূপ গ্রহণ করে তিনি মানুষের মতো হয়েই জন্ম নিলেন। আকারে প্রকারে মানুষের মতো হয়ে তিনি নিজেকে আরও নমিত করলেন, চরম আনুগত্য দেখিয়ে তিনি মৃত্যু এমনকি ক্রুশেই মৃত্যু মেনে নিলেন। তাই ঈশ্বর তাঁকে সব কিছুর উপরে উন্নীত করলেন, তাঁকে দিলেন সেই নাম, সকল নামের শ্রেষ্ঠ যে নাম, যেন যিশুর নামে আনত হয় প্রতিটি জানু - স্বর্গে, মর্ত্যে ও পাতালে - প্রতিটি জিহ্বা যেন এই সত্য ঘোষণা করে: যিশু খ্রিস্ট স্বয়ং প্রভু, আর এতেই যেন প্রকাশিত হয় পিতা ঈশ্বরের মহিমা *(ফিলিপ্পীয় ২:৫-১১)*।

যিশুর নম্রতার কয়েকটি দৃষ্টান্ত:

১। "আমি আপনা হতে কিছুই করতে পারি না- আমার বিচার ন্যায্য; কেননা আমি আপন ইচ্ছা পূর্ণ করতে চেষ্টা করি না।" *(যোহন ৫:৩০)*
২। "আমি মনুষ্যদের হতে গৌরব গ্রহণ করি না।" *(যোহন ৫:৪১)*
৩। "আমার ইচ্ছা সাধন করতে আমি স্বর্গ হতে নেমে আসি নাই।" *(যোহন ৬:৩৮)*
৪। "আমি আপনার গৌরব অন্বেষণ করি না।" *(যোহন ৮:৫০)*
৫। "আমি তোমাদের যে সকল কথা বলি তা নিজ হতে বলি না।" *(যোহন ১৪:১০)*
৬। "তোমরা যে বাক্য শুনতে পাচ্ছ তা আমার নয়।" *(যোহন ১৪:২৪)*
৭। "পুত্র নিজ হতে কিছুই করেননি।" *(যোহন ৫:১৯)*
৮। "আমার উপদেশ আমার নহে।" *(যোহন ৭:১৬)*
৯। "আমি আপনা হতে আসি নাই।" *(যোহন ৭:২৮)*

আমাদের দৈনন্দিন জীবনে নম্রতার শিক্ষা: "যদি কেউ বলে আমি ঈশ্বরকে ভালবাসি, আর আপন ভাইকে ঘৃণা করে; সে মিথ্যাবাদী। কেননা, যাকে দেখেছে; আপনার সেই ভাইকে যে ভালবাসি, সে ঈশ্বরকে ভালবাসতে পারে না *(যোহন ৮:২০)*।"

- ✓ পরস্পরের প্রতি সম্মান প্রদর্শন
- ✓ নিজেদের বুদ্ধিচাতুর্যে জ্ঞানী হয়ো না
- ✓ ভালবাসা অহংকার করে না, স্ফীত হয় না, স্বার্থচিন্তা করে না, রাগ করে না।
- ✓ ভালবাসা দ্বারা একে অপরের দাস হও, পরস্পরের প্রতি ঈর্ষার দ্বারা ও উত্তেজনার দ্বারা বৃথা বাহ্য আড়ম্বরের দাসত্ব কর না
- ✓ অতএব নিরীহ ও নতভাবে দীর্ঘ সহিষ্ণুতার সহিত একে অপরের ভার বহনপূর্বক ভালবাসায় অবস্থান কর
- ✓ দলাদলি ও বাহ্য আড়ম্বরের দ্বারা পচিলিত না হয়ে মনের নম্রতায় প্রত্যেককে অধিক সম্মান প্রদর্শনপূর্বক আচরণ কর
- ✓ অতএব, তোমরা করুণার চিত্ত, মধুর ভাব, নম্রতা, মৃদুতা ও সহিষ্ণুতা পরিধান কর। পরস্পর সহনশীল হও এবং যদি কারো দোষ দিবার কারণ থাকে; তবে পরস্পর ক্ষমা কর। প্রভু তোমাদের যেমন ক্ষমা করেছেন তোমরাও তেমনই কর।

উপসংহার: রাজার রাজা অবিনশ্বর যিনি, তিনি স্বয়ং প্রভু যিশু খ্রিস্ট। বিনম্রতার চরম মূল্য দিয়ে যিনি নিঃস্ব হয়ে পরিশেষে ক্রুশে মৃত্যুবরণ করেছেন, তাঁকেই ঈশ্বর গৌরবের আসনে অধিষ্ঠিত করেছেন। আমাদের যিনি ভালবাসেন, আপন রক্তমূল্যে তিনি আমাদের সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত করেছেন। আমাদের যিনি করে তুলেছেন তাঁর ঈশ্বর ও পিতার সেবায় নিবেদিত একটি রাজবংশ, একটি যাজক সমাজ, কীর্তিত হোক তাঁর মহিমা ও পরাক্রম কালে-কালান্তরে। আহা, তাই হোক..."আমিই আলফা, আমিই ওমেগা।" একথা বলেছেন স্বয়ং প্রভু পরমেশ্বর, যিনি আছেন, যিনি ছিলেন, যিনি আসছেন, সেই সর্বনিয়ন্তা যিনি। *(প্রত্যাদেশ:১:৫-৮)*।

গীতিকারের সুরের মূর্চ্ছনায় রাজাধিরাজ অধিশ্বর যিনি তাঁর সমন্ধে গানের সুর বেজে ওঠে:

১। তুমি তো রাজা জন্ম দ্বারা
হে যীশু, ঈশ্বরের পুত্র।
তোমার রাজ্য হোক জগৎ সারা
সব বাঁধো দিয়ে প্রেমসূত্র।

২। তুমি তো রাজা বিজয় দ্বারা
কালবারিতে ছিঁড়ি শৃঙ্খল।

৩। তুমি তো রাজা মণ্ডলীতে
তুমিই, যীশু, বল দেও তারে।

৪। তুমি তো রাজা রুটিকাতে
আপনাকে করছ বিতরণ।

৫। তুমি রাজা হও মোর অন্তরে
হে যীশু, লও মোর সমস্ত। (গীতাবলী - ৩৮৫) ৯০

অনন্ত জীবনের পথ হলো মৃত্যু

সাগর এস গমেজ

মরণ সাগর পারে তোমরা অমর, তোমাদের স্মরি;

মানুষ জন্ম নিলে তাকে মরতে হবেই। জন্ম মৃত্যু এই দুটি বিষয় চির বাস্তব। এই দু'টিকে আমরা প্রবেশদ্বার হিসেবে আখ্যায়িত করতে পারি। কারণ মানুষ যখন জন্ম নেয়, তখন সে জগতে জন্ম গ্রহণ করে এবং যখন মৃত্যুবরণ করে, তখন সে পরকালে জন্মগ্রহণ করে। জগতের প্রবেশের জন্য আমাদের অবশ্যই জন্মগ্রহণ করতে হবে আর পরকালে জন্মগ্রহণ করতে হলে অবশ্যই মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে হবে।

যিশু বললেন, "আমি পুনরুত্থান, আমি জীবন। কেউ যদি আমার উপর বিশ্বাস রাখে তবে সে মারা গেলেও জীবিতই থাকবে *(যোহন ১১:২৫)*।" অর্থাৎ আমাদের অনন্ত রাজ্যে প্রবেশের জন্য যিশুর সহায়তা লাগবেই। যিশুর সহায়তা ছাড়া আমরা কেউ অনন্ত রাজ্যে পৌঁছাতে পারব না। তাই যখন আমাদের এই জগতে জন্ম হয় তখন জগতে খ্রিস্টের অনুগামী হয়ে খ্রিস্টের দেখানো পথে চলতে হয়। খ্রিস্টীয় শিক্ষা অনুসারে মৃত্যু (জীবনের পরিণতি অথবা দেহ থেকে আত্মা পৃথক হওয়া) আমাদের পাপের শাস্তি হিসেবে ধরা হয়। একই সাথে বিশ্বাস বলে মৃত্যুর শক্তি চিরস্থায়ী নয়, বরং এটা মহা গৌরবে খ্রিস্টের পুনরুত্থান নতুন ও শ্বাশত জীবনের দাবি রাখে।

মৃত্যু হল এমন একটি বিষয় যেখানে সবাইকে সমান করে তোলে। অর্থাৎ ধনী-গরীব, ছোট-বড়, জাতি-বিজাতি সবাইকে এক করে। এ থেকে বোঝা যায় যে, পৃথিবীতে যে যতই ধনী বা গরীব, ছোট বা বড় হই না কেন আমরা সবাই সমান। আমাদের সবাইকে একদিন মৃত্যুবরণ করতে হবে।

আমরা অনেকেই মৃত্যু নিয়ে ভাবি না বা ভাবতে চাই না। অনেকে আবার মৃত্যুকে ভয় পাই এবং অনেকে আবার মৃত্যুর আশায় থাকি। এই মৃত্যুকে মাথায় রেখে আবার অনেকে ভাল ও পবিত্র জীবন যাপন করে থাকে। তাই অনেকে বলে থাকে আমরা যদি দিনে একবার মৃত্যুর কথা চিন্তা করি তাহলে আমাদের জীবনে অনেক রেষা-রেষি, বিভেদ, ঈর্ষা, পরশ্রীকাতরতা, অপবিত্রতা ও নোংরামি বাদ দিতে সক্ষম হবো। তাই প্রতিদিনই একবার মৃত্যুর চিন্তা করা ভালো। যারা মৃত্যুর কথা ভাবে বা চিন্তা করে ভয় পায়, আসলে তারা মৃত্যুকে ভয় পায়। এজন্যেই যে তারা তাদের জাগতিক মায়া ও ধন-দৌলত ছাড়তে চায়না। অনেকেই মনে করে মৃত্যুতেই সব কিছুর সমাপ্তি। কিন্তু কাথলিক মণ্ডলীর বিশ্বাস অনুযায়ী মৃত্যু হল অনন্ত জীবনের প্রবেশ পথ। অর্থাৎ আমরা বিশ্বাস করি মৃত্যুর পর আমরা খ্রিস্টের মাধ্যমে আর এক জীবনে প্রবেশ করব। যিশু নিজেই বলেছেন, "আমি পথ, সত্য ও জীবন। আমার পথ অনুসরণ না করে গেলে কেউ পিতার কাছে যেতে পারবে না *(যোহন ১৪:৬)*।" তাই আমাদের অনন্ত জীবনের সন্ধানে যাবার জন্য প্রতিনিয়ত খ্রিস্টের সাথে একাত্ম থেকে তার সাথে মৃত্যুবরণ করতে হবে। যাতে করে সেই শেষ দিনে তারই মহিমায় মহিমান্বিত হয়ে নব জীবনের স্বাদ পেতে পারি। তাই পরিশেষে কবি কৃষ্ণ চন্দ্র মজুমদারের কবিতার দুটি চরণ বলত চাই

"ওহে মৃত্যু! তুমি মোরে কি দেখাও ভয়;
ও ভয়ে কম্পিত নয় আমার হৃদয়।"

কৃতজ্ঞতা স্বীকার
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী (২০০৫-২০১৮)

মৃত্যু: সে তো নবজীবন

দুলেন্দ্র ডানিয়েল গমেজ

ঈশ্বর তাঁর মনের মাধুর্য দিয়ে আমাদের সৃষ্টি করেছেন। শুধু সৃষ্টিই করেননি, দিয়েছেন এক অপূর্ব জীবন। আর এই মানব জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ হচ্ছে জন্ম-মৃত্যু। এই পৃথিবীতে একবার জন্মগ্রহণ করলে মৃত্যুকে আমাদের বরণ করে নিতেই হবে। পৃথিবীতে আমাদের জীবনটা খুবই ক্ষণস্থায়ী। কারণ মৃত্যু বা মরণ এমনই এক সত্য যা আমাদের সবাইকে একদিন বরণ করে নিতে হবে। ছিন্ন করতে হবে জগতের মায়া ও ভালবাসার বন্ধন। মানব জীবনে এ যেন এক অমোঘ অনিবার্য সত্য। এই রহস্যময় সত্য আমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেয় যে, আত্মা বিমুক্ত হওয়ার পর দেহ গলে মাটি হয়ে যাবে। তাই কবি গুরু বলেছেন, "জন্মিলে মরিতে হইবে, অমর কে কোথায় কবে"। এটাই মৃত্যু সম্পর্কে স্বতঃসিদ্ধ। ঈশ্বর আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন তাকে জানতে, মানতে, ভালবাসতে এবং অনন্তকাল তাঁর সাথে সুখী হতে। মৃত্যু ছাড়া অনন্ত জীবনের অর্থাৎ নবজীবনে উত্তরণের বিকল্প কোনো পথ নেই। একমাত্র মৃত্যুই আমাদেরকে নবজীবনে প্রবেশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। ক্ষুদ্রপুষ্প সাধ্বী তেরেজা তাঁর মৃত্যুশয্যায় বলেছিলেন, "আমি মরছি না, আমি নবজীবনে প্রবেশ করছি।" মৃত্যু জীবনের শেষ নয় একটি বিশেষ অধ্যায়ের শুরু মাত্র। যেমন শিশুর মৃত্যুতেই কিশোরের জন্ম, গুটিপোকার মৃত্যুতেই প্রজাপতির নিষ্ক্রমণ, শস্যকনার মৃত্যুতেই পূর্ণ প্রস্ফুটিত শস্য মঞ্জুরীর উদ্ভব, তেমনিভাবে পার্থিব মৃত্যুতেই নবজীবনে প্রবেশ। খ্রিস্টবিশ্বাসীদের কাছে মৃত্যু হল নবজীবনের দ্বার এবং সূচনা মাত্র। কারণ আমাদের বিশ্বাস হল "খ্রিস্টের পুনরুত্থানে নবজীবন।" মৃত্যু মানে ধ্বংস নয় সে তো জীবনের রূপান্তর। এক অবস্থা থেকে আরেক অবস্থায় গমন। নশ্বর থেকে অবিনশ্বরের দিকে যাত্রা। মৃত্যু থেকে অনন্ত জীবনের উদ্দেশে যাত্রা। আর এর মাধ্যমে পার্থিব জীবন হতে অনন্ত জীবনের সূচনা ঘটে। অনন্ত রাজ্য অর্থাৎ নবজীবনের প্রত্যাশা নিয়েই এ জগতে বেশিরভাগ মানুষ বাস করে। কারণ অনন্ত জীবন সে তো পিতার রাজ্যে বসবাস করা। অন্যদিকে অনন্ত জীবন যদি না থাকত তাহলে মানুষের জাগতিক জীবনের কোনো অর্থ বা উদ্দেশ্যই থাকত না। তখন মৃত্যু জীবনের শেষ কথা, সমূহ অবলুপ্তি হত। আমাদের কাছে মৃত্যু হচ্ছে মহিমান্বিত বিষয় (Death is glorious.) কারণ আমাদের মুক্তিদাতা যিশু খ্রিস্ট মৃত্যুকে জয় করেছেন। আমাদের জীবনের পরম ও চরম লক্ষ্য হলো অনন্ত বা নতুন জীবনের অংশীদার হওয়া। আর এই মৃত্যুই হচ্ছে আনন্দের ও নতুন জীবনের প্রবেশ পথ। তাই আভিলার সাধ্বী তেরেজা ঈশ্বরের সঙ্গে অনন্তকাল বাস করতে চেয়ে বলেছিলেন, "আমি ঈশ্বরকে দেখতে চাই। তাঁকে দেখার জন্য আমাকে মরতেই হবে।" আমাদের জন্য মৃত্যুর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক রয়েছে। কারণ মৃত্যুর দ্বারা আমরা খ্রিস্টের সাথে মৃত্যুবরণ করি, আবার তাঁরই সাথে পুনরুত্থানের আনন্দ লাভ করি। এ প্রসঙ্গে আন্তিয়োকের সাধু ইগ্নাসিউস বলেছেন, "আমার জন্য সমস্ত পৃথিবীর উপর কর্তৃত্ব করার চেয়ে বরং খ্রিস্ট যিশুতে মৃত্যুবরণে করা আরও শ্রেয়। মৃত্যুই একমাত্র পথ যে পথ আমাদেরকে পিতার রাজ্যে যেতে সাহায্য করে। ইহা জীবন থেকে নবজীবনে যাবার একমাত্র দরজা হচ্ছে মৃত্যু। মৃত্যুর মতো এত স্নিগ্ধ ও সুন্দর কিছুই নেই বোধ হয়। কারণ মৃত্যু হচ্ছে অনন্ত জীবনের সিংহদ্বার। তবুও আমরা মৃত্যুকে ভয় পাই। খ্রিস্টবিশ্বাসীদের মৃত্যুতে ভয়ের কিছুই নেই। কারণ যিশু বলেছেন, "তিনি তো মৃতদের ঈশ্বর নন, জীবিতদেরই ঈশ্বর"*(মার্ক ১২: ২৭)*। অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন, "মৃত্যুকে আমার মধুর মনে হচ্ছে। আজ আমি মরণে ভয় করিনে"। এই পৃথিবীতে আমরা সবাই প্রবাসীর মত জীবন যাপন করছি। এ জগৎ সংসারে যা কিছু আছে, সব কিছুই ফেলে রেখে একদিন আমাদের প্রত্যেককে পাড়ি দিতে হবে। কারণ মৃত্যু হল মানুষের ইহ জীবনের সমাপ্তি এবং ঈশ্বরের অনুগ্রহে অনন্ত জীবনের সূচনা। প্রত্যেক খ্রিস্টবিশ্বাসীদের দৃঢ় বিশ্বাস ও আশা যে, খ্রিস্ট ক্রুশে মৃত্যুবরণ করার পর যেমন পুনরুত্থান ও নবজীবন আনায়ন করেছেন। তেমনি আমরাও মৃত্যুর পর তাঁর পুনরুত্থানের সহভাগি হবো। আমাদের হৃদয়ে সেই বিশ্বাস ও আশা দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর করার জন্য সাধু পল বলেছেন, " আসলে আমার কাছে বেঁচে থাকার মানেই খ্রিস্ট আর মরে যাওয়া সে তো একটা লাভ *(ফিলিপ্পীয় ১ : ২১)*। তাই এই নভেম্বর মাসে মাতা মণ্ডলী আমাদেরকে আহ্বান করেন যেন আমারা আমাদের মৃত্যু ও পুনরুত্থান নিয়ে চিন্তা ও ধ্যান করি। পার্থিব জীবন যাত্রা সমন্ধে সচেতন হই এবং মৃত্যুর চিন্তা প্রতিদিন মনে সযত্নে লালন- পালন করি। মৃত্যু নামক রহস্যময় সত্যকে গ্রহণ করার মাধ্যমে আমরা যেন নবজীবনে প্রবেশ করতে পারি। তাই মৃত্যুকে বরণ করার জন্যে আমাদের সর্বদা প্রস্তুত থাকা দরকার॥

কৃতজ্ঞতা স্বীকার:

১. পবিত্র বাইবেল
২. সাপ্তাহিক প্রতিবেশী, সংখ্যা: ৪২
৩. রবীন্দ্র রচনাবলী

বাংলাদেশ খ্রীষ্টান ছাত্রাবাস

৯৯,আসাদগেট, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭
মোবাইল : ০১৭১১-২৪৪৩৯৬

ছাত্র ভর্তির বিজ্ঞপ্তি

২০২১-২২ খ্রিস্টাব্দে এসএসসি/এইচএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ খ্রিস্টান ছাত্রদের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, বাংলাদেশ খ্রীষ্টান ছাত্রাবাসে (আসাদগেট হোস্টেল) ভর্তির জন্য কিছু সংখ্যক আসন খালি আছে। ভর্তি থেকে ইচ্ছুক ছাত্রদের আগামী ১০ নভেম্বর-৩০ নভেম্বর, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ সকাল ০৮টা থেকে রাত ০৮টা পর্যন্ত ভর্তির ফর্ম সংগ্রহ করতে ও ভর্তি সংক্রান্ত সকল তথ্য হোস্টেল অফিস থেকে জেনে নিতে/ সংগ্রহ করতে বলা হচ্ছে।

ধন্যবাদান্তে,

সাইমন গমেজ
সেক্রেটারী, ম্যানেজিং কমিটি
বাংলাদেশ খ্রীষ্টান ছাত্রাবাস
মোবা: ০১৭১১-২৪৪৩৯৬

ভর্তির জন্য দরকার:
১) এসএসসি/এইচএসসি পরীক্ষার মার্কসীট/নম্বরপত্র
২) পাল-পুরোহিতের সার্টিফিকেট
৩) ৩ কপি ছবি
৪) কলেজে ভর্তির রসিদ এবং কলেজের আইডি কার্ড
৫) জামানত ও ভর্তিসহ মাসিক বেতন ।

বিজ্ঞ/৩২৭/২১

প্রয়াত ফাদার লেনার্ডের জীবনের গল্প

ফাদার আলবাট রোজারিও

আমি যখন 'সাপ্তাহিক প্রতিবিশীতে' ফাদার লেনার্ড সম্পর্কে লিখতে বসেছি তার মৃত্যুর তখন ২৫ দিন পার হয়ে গেছে। প্রিয় ফাদার লেনার্ডের আমাদের ছেড়ে এই চলে যাওয়াটা আমরা এখনো মেনে নিতে পারছি না। কারণ তার চলে যাওয়ার জন্য মন প্রস্তুত ছিল না। এভাবেই চোখের সামনে দিয়ে পরিচিত প্রিয় মুখগুলো চলে যাচ্ছে যা সত্যিই কষ্টকর। তাদের স্মৃতিকণাগুলো বিষাক্ত কীটের মতো আমাদের দংশন করে।

১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ১৯ জুলাই দারিদ্রে অভিশপ্ত ও আক্রান্ত নিঃস্ব পরিবারে তার জন্ম। তার গ্রামের বাড়ী হাসনাবাদ ধর্মপল্লীর হাসনাবাদ গ্রামের পটুর বাড়ী। পিতার নাম স্বর্গীয় হারান রোজারিও এবং মা স্বর্গীয়া সুজান্না গমেজ। তারা পাঁচ ভাই দুই বোন। তার স্থান ছিল তৃতীয়। ভোরে জেগে ওঠা থেকে রাতে ঘুমোতে যাওয়ার আগ পর্যন্ত দরিদ্র পরিবারের সাংসারিক প্রয়োজনীয় সমস্ত কাজগুলি বড় তিন ভাইকেই করতে হতো। কারণ তাদের মা প্রায়ই অসুস্থ থাকতেন বলে সাংসারিক কাজকর্মগুলো করতে পারতেন না। কিন্তু তার মা ছিলেন অনেক ধর্মভীরু। প্রতিদিনই কিশোর বালক লেনার্ডকে নিয়ে খ্রিস্টযাগে যোগদান করতেন। সাপ্তাহিক দিনে উপাসনায় তার মা গান পরিচালনা করতেন। লেনার্ড বেদিতে যাজকের পাশে সেবক হতেন।

সন্ধ্যাবেলা সবাইকে নিয়ে পারিবারিক জপমালা প্রার্থানা করার ব্যাপারে তাদের কখনো ভুল হতো না। ছেলেবেলায় লেনার্ড খ্রিস্টযাগ খেলা বড়ই পছন্দ করতেন। ঢেঁকির উপরে বেদী সাজিয়ে এবং মাটির পাত্র টোপাকে পানপাত্র হিসেবে ব্যবহার করে ও শতছিদ্র ছেঁড়া বস্তা বা চটকে যাজকীয় পোষাক বানিয়ে তিনি খ্রিস্টযাগ উৎসর্গের খেলা খেলতেন। তার আচরণ দেখে পরিবারের সবাই বুঝতে পেরেছিলেন সে অবশ্যই ভবিষ্যতে যাজক হবে। মা, মাসীরা এ ব্যাপারে তাকে উৎসাহিত করতেন এবং কিভাবে তাকে সেমিনারীতে পাঠানো যায় সেজন্য স্থানীয় পাল-পুরোহিতের সাথে যোগাযোগ করতেন। কিন্তু বাঁধা আসে প্রবাসে সামান্য বেতনে চাকুরীরত বাবার কাছ থেকে। লেনার্ড সেমিনারীতে যাবে এ কথা জানতে পেরে বাড়ীতে চিঠি লিখে পাঠান, "আমার অন্য ৬ ছেলে-মেয়ে পরিবারে খেতে পেলে এই ছেলেও পাবে।" পরে অবশ্য অন্যদের পীড়াপীড়িতে তিনি রাজী হন।

১৯৬১ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসের প্রথম সাপ্তায় তিনি যখন ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্র তখন বান্দুরা ক্ষুদ্রপুষ্প সেমিনারীতে যোগদান করেন। তখন বান্দুরা সেমিনারীর পরিচালক ছিলেন ফাদার উইলিয়াম ইভান্স সিএসসি। সেমিনারীতে তিনি প্রায়ই অসুস্থ থাকতেন। তার একটা কঠিন রোগ ছিল। পায়খানার রাস্তা দিয়ে সব সময় রক্ত পরত। তাকে নিয়ে তার মা খুবই দুঃচিন্তাগ্রস্থ ছিলেন। একদিন সেমিনারীতে দেখতে এসে মা ফাদার ইভান্সকে অনুরোধ করলেন লেনার্ডের রোগমুক্তির জন্য প্রার্থনা করতে। পরিবারের সবাইকে নিয়ে ফাদার ইভান্স তার মাথার উপর হাত রেখে খুবই মনোযোগের সাথে প্রার্থনা করলেন। তার পর থেকেই লেনার্ডের এই রোগ আর দেখা যায়নি। বান্দুরা সেমিনারীতে সেমিনারীর প্রতিপালিকা সাধ্বী তেরেজার পর্বদিনে লেনার্ড সুন্দর নাটক করতেন। তিনি অনেক সুন্দর করে গান ও নাটক পরিচালনা করতে পারতেন। ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দে বান্দুরা হলি ক্রস উচ্চ বিদ্যালয় থেকে মেট্রিক পরীক্ষা দিয়ে দ্বিতীয় বিভাগে পাশ করেন। এরপর ঢাকার নটরডেম কলেজে এসে ভর্তি হন। ১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দে আই এ-তেও দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হন। এভাবে ক্রমান্বয়ে গঠন-প্রাশিক্ষণ পর্যায়গুলো বিভিন্ন স্তরের সেমিনারীতে ১৮ বছর ধরে সমাপ্ত করে শেষে ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দের ৮ অক্টোবর যাজক পদে অভিষিক্ত হন। তখন তার বয়স ছিল ৩০ বছর। অভিষেকে তিনি এত খুশি হয়েছিলেন যে পরদিন ধন্যবাদ খ্রিস্টযাগের শুরুতেই বলেন, "আজকের এ খ্রিস্টযাগ ঈশ্বর ও তাঁর জনগণের কাছে আমার কৃতজ্ঞতার খ্রিস্টযাগ, আজকের এ খ্রিস্টযাগ আমার ধন্যবাদের খ্রিস্টযাগ।" দুঃখের সাথে তিনি এ খ্রিস্টযাগে প্রয়াত, বর্তমানে ঈশ্বরের সেবক আর্চবিশপ গাঙ্গুলী ও ফাদার আন্তনীর কথা স্মরণ করেন। বনানী সেমিনারীর বয়স যখন ৫ বৎসর তখন তিনি এখানে শিক্ষাপ্রাপ্ত বনানীর প্রথম ফসল যাজকরূপে অভিষিক্ত হন। পরবর্তী যাজকগণ আমরা হলাম তার অগ্রপথিক। বনানী সেমিনারীতে সবাই তাকে শ্রদ্ধাভরে বড়ভাই বলে ডাকতেন। সেমিনারীতে তিনি ছিলেন সঙ্গীত পিপাসু। তার পরিচালনায় ভুল সুর হলে ১৪ বার সঠিকটা গাইতে হত। সুর সঠিক হওয়া চাই। স্বরলিপি অনুসারে হওয়া চাই।

যাজক হিসেবে তার প্রথম কর্মক্ষেত্র হলো ময়মনসিংহের মরিয়মনগর ধর্মপল্লীতে। সহকারী যাজকরূপে এখানে তিনি ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর থেকে ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দের ফ্রেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত ছিলেন। এরপর তার নিয়োগ হয় সহকারী পুরোহিত ও প্রধান শিক্ষক হিসেবে বালুচরা ধর্মপল্লীতে। বালুচরায় তিনি ১৯৮১ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত ছিলেন। প্রথম পালক পুরোহিত হিসেবে তিনি প্রথম দায়িত্ব পান ভালুকাপাড়া ধর্মপল্লীতে। ১৯৮১ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত ছিলেন। একই সাথে তিনি ভালুকাপাড়া উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন।

ভালুকাপাড়ায় তেতালা বিশিষ্ট উচ্চ বিদ্যালয় ভবনটি নির্মণে তিনি অনেক পরিশ্রম করেছেন। তার অক্লান্ত পরিশ্রমে এই ভবনটি নির্মিত হয়েছিল। ভালকাপাড়া পালকীয় পরিষদ গঠনও তার অবিস্মরণীয় সৃষ্টি। আমি তখন ভালুকাপাড়া ধর্মপল্লীতে পালকীয় অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য ছিলাম। নিজের চোখে সব কিছু দেখেছি। প্রয়োজনের সাথে সঙ্গতি রেখে গঠিত হয়েছিল এই পরিষদ। যারা পালকীয় পরিষদে নির্বাচিত হয়ে এসেছিলেন তাদের মধ্যেও অনেক অনুপ্রেরণা ও উৎসাহ দেখেছি। ধর্মপল্লীর পরিকল্পনাগুলোকে কিভাবে নিঃস্বার্থ পরিশ্রম করে উদারভাবে সময় দিয়ে সফল করা যায় সে বিষয়ে তাদের প্রচুর তৎপরতা ছিল।

এভাবেই তিনি পর্যায়ক্রমে রাণীখং, বিড়ইডাকুনী, এবং ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের নাগরী, মাউসাইদ, বান্দুরা সেমিনারী ও পানজোরায় দায়িত্ব পেয়ে দৃঢ় প্রত্যয় ও বিশ্বাস নিয়ে মহা আনন্দে ও জ্বলন্ত আগ্রহে পালকীয় সেবাকাজ সম্পাদন করেছেন। ময়মনসিংহ থাকাকালীণ তাকে ধর্মপ্রদেশের গানের দল পরিচালনা ও প্রস্তুত করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। তিনি কখনো মটর সাইকেল, কখনো বাই-সাইকেল আবার কখনো পায়ে হেঁটে প্রচুর পরিশ্রম করে ৮০ জনের একটি সম্মিলিত দল গঠন করেছিলেন এবং তাদের প্রস্তুত ও পরিচালনা করেছিলেন। মাউসাইদের একটি শক্তিশালী গানের দল তিনিই গঠন করেছিলেন যে দলটির প্রশংসা অনেকেই করে থাকে। নীতিতে তিনি ছিলেন অটল।

ফাদার লেনার্ডের কয়েকটি স্বপ্ন ছিল। দরিদ্র পরিবারে তার জন্ম। দারিদ্রের ছায়ায় মানুষ হয়েছেন। তাই তাদের জন্য কাজ করা এবং দারিদ্র বিমোচন করা ছিল তার একটা স্বপ্ন। সেই লক্ষ্যেই তিনি তার পালকীয় কাজ পরিচালনা করেছেন।

তিনি চেয়েছেন সহজ-সরল, নিরব ও ধ্যান-প্রার্থনার জীবন। তার জীবনটা ছিল সাধনাপূর্ণ জীবনযাপন। তিনি মনে করতেন আশ্রমিক জীবন–নিরবতা, ধ্যান প্রার্থনার সাধনা– এ পথই প্রকৃত ও অনন্ত সম্পদশালী হয়ে ওঠার পথ। তিনি গভীরভাবে আধ্যাত্মিক, বাউল-আবেশ ও যিশুবেশের পুরোহিত। তিনি ছিলেন প্রকৃত পালক যিশুর অনুসরণে, একজন নীতিবান ও প্রাবক্তিক ব্যক্তিত্বের মানুষ। তার আধ্যাত্মিকতা প্রকাশ পেত তার রচিত উপাসনা সঙ্গীতে।

তিনি দেশীয় ও দেশীয় প্রক্রিয়ায় অনুষ্ঠাদি করতে ভালবাসতেন ও পছন্দ করতেন এবং তা প্রয়োগ করতে চেষ্টা করতেন। কারণ তিনি মনে করতেন আমাদের কৃষ্টিজাত পদ্ধতিতে খ্রিস্টযাগ, সাক্রামেন্ত ও অন্যান্য উপাসনা উৎসবের মধ্যেই পাওয়া যাবে প্রকৃত ও পরম তৃপ্তি। এতে সবাইকে কাছে আনতে সহায়তা করবে। তাই তার একান্ত ইচ্ছা ছিল উপাসনায় দেশীয়করণের। তিনি মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন উপাসনা সঙ্গীত ঈশ্বরের উপস্থিতির একটা সহায়ক অস্ত্র।

পরিশেষে আমরা বলতে পারি ফাদার লেনার্ড ছিলেন একজন যাজক, পালক, ও সাধক। জীবন দৃষ্টান্তে তিনি এখন আছেন শান্তি, মহাশান্তির মাঝে। যাজক হিসেবে তার অবদান আমরা ভুলব না কোনদিন। ফাদার লেনার্ডের জন্য আমরা ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেই। ঈশ্বর যেন তাঁর এই সেবককে একটা ভালো জায়গায় স্থান দেন॥ ৯০

প্রিয় ফাদার আলফ্রেড গমেজ- এর উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি

ফাদার প্রশান্ত থিওটোনিয়াস রিবেরু

মানব জীবনের অমোঘ অনিবার্য সত্য হচ্ছে মৃত্যু। 'জন্মিলে মরিতে হবে, অমর কে কোথা কবে'-এটাই স্বতঃসিদ্ধ। অনন্তজীবনের জন্যই ঈশ্বর আমাদের সৃষ্টি করেছেন, জগতে পাঠিয়েছেন। মানুষের জীবন যতই দীর্ঘ বা হ্রস্ব হোক-একদিন তা শেষ হবেই এবং তারজন্য খুলে যাবে অনন্ত জীবনের দ্বার।

মৃত্যুর মাধুরীতে জীবনের গ্লানি মুছে জগত - পিতার ক্রোড়ে আশ্রয় পাওয়াই তো জীবনের পরম স্বার্থকতা।

কাজ আরম্ভ করা থেকে মৃত্যুর চিন্তা যিশুর মনে ছিল এবং এই পৃথিবীতে তার আগমনের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তা আবশ্যক মনে করেছেন। কাফার্নাউম সমাজগৃহে লোকেরা একত্র হয়ে তাকে রাজা করতে চেয়েছিল-তিনি তাদের বললেন, "এ জগতের জন্য আমার মৃত্যুই আবশ্যক।"

"মানব পুত্রের মহিমা লাভের সময় হয়েছে। সত্য সত্যই বলছি, গমের দানা যদি মাটিতে পড়ে না মরে, তবে একটিই থাকে, কিন্তু যদি মরে, তবে অনেক ফসল উৎপন্ন করে *(যোহন ১২:২৪)।*"

ঈশ্বর থেকেই সবকিছুর উদ্ভব, আবার ঈশ্বরের অভিমুখে সৃষ্টির অনন্তযাত্রা মৃত্যুর মধ্যদিয়ে।

- টেনিসন

মৃত্যুর মধ্যদিয়ে জীবন ঈশ্বরের সমীপবর্তী হয়। স্বর্গ ও মর্তের মধ্যে মৃত্যু যোগসূত্র।

- অক্ষয়কুমারঃ

আমরা এমনই যে প্রিয় ব্যক্তির মৃত্যুর পর তার গুণগুলো স্পষ্ট হয়ে ওঠে। মনে হয়, এটাও মৃত্যুর একটি ইতিবাচক ও প্রত্যাশার দিক যা আমাদেরকে চেতনা দেয় এবং ব্যক্তির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও ভালবাসার অর্ঘ্য।

ফাদার আলফ্রেড একটি আদর্শ খ্রিস্টীয় পরিবারের সন্তান। তিনি একজন আদর্শ যাজক; যিশুর অষ্টকল্যাণবাণীর মত শিক্ষাদানও নিজ জীবনে প্রয়োগ।

- খ্রিস্টবিশ্বাসি ও সাক্রামেন্তের প্রতি অগাধ ভক্তি--
- প্রার্থনাময় ও ধর্মের প্রতি অনুরাগী, সত্যবাদি
- সরল মনা, খোলাখুলি স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে কোনকিছু বলা, লুকানোর কিছু নেই।
- সময়ানুবর্তী ও দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতনতা। সকাল থেকে রাত অবধি নিয়ম পালন, কৃতজ্ঞতাবোধ ও প্রত্যাশী মণ্ডলীর জন্য যা তিনি পাননি।
- অন্যদের প্রশংসা করা এবং সমালোচনা না করা, অনুযোগ না করা
- জাগতিক জিনিসপত্রের প্রতি অনীহা। যা' তার আছে, তা' তিনি সহভাগিতা করেন।
- তিনি কর্মঠ, নিরলস, বিচক্ষণ, দয়ালু ও প্রত্যুৎপন্নমতি। তিনি কর্তব্যনিষ্ঠ ও সময়নিষ্ঠ। কোন সময় ক্লান্তি বা অসুস্থতার অজুহাতে কর্তব্যকাজ অবহেলা করেন না। পিতৃত্বে ভরা ভালবাসা, সুপরামর্শ ও শাসন-সোহাগ, সাধারণ জনগণের সাথে একাত্মতা। মানবীয় দুর্বলতাকে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখেন-তিনি অন্যকে বিশ্বাস করেন-কর্তব্যনিষ্ঠা, সততা ও যোগ্যতার মূল্য দেন।
- নিরহঙ্কার, কোন উচ্চাশা রেখে কাজ করেননি।

ফাদারদের প্রতি ও মণ্ডলীর কর্তৃপক্ষের প্রতি তার অগাধ শ্রদ্ধাবোধ, ভালবাসা ও স্নেহ সবাইকে তিনি দেন উদারভাবে, প্রতিদানে কিছুই প্রত্যাশা করেন না, কিছু নেননা।

গান, কীর্তন, মানুষকে বিমল আনন্দদান, হাসি। যাজক হওয়ার জন্য অদম্য মনোবল ও ইচ্ছা।

- আমি ২৬ জন সহকারি যাজকের সাথে কাজ করেছি। তিনিও একজন, একমাত্র তাকেই ২বার সহকারি রূপে আমি পেয়েছি নাগরী ধর্মপল্লীতে। ২য় বারে তাকে চেয়ে নিয়েছি আর্চবিশপের কাছে। ফাদারের সামনে ২টি অপশন ছিল-১) কোন ১টি ধর্মপল্লীতে পালক-পুরোহিত, ২)আমার সহকারিরূপে নাগরীতে। তিনি ২য়টি বেছে নিয়েছেন। অনেক দায়িত্বশীল ও হিসাবী। নাগরীতে ধর্মপল্লীর পর্বে এবং নভেনা ও সাধু আন্তনীর পর্বের নভেনার সময় আমাকে ছাড়াও ভালভাবে ম্যানেজ করেছেন। তাকে অনেকবার বদলী করা হয়-মনে হয়, তাকেই সবচেয়ে বেশি বদল করা হয়। এতে বিরক্ত হননি-গ্রহণ করেছেন। তার স্বাস্থ্য ভাল, ওষুধ খেতে দেখিনি। কিন্তু হঠাৎ এমন হবে বিশ্বাস হয়নি। কাউকে কষ্ট দিলেন না।

পড়াশুনায় তত ভাল ছিলেন না, কিন্তু অনেক নম্র-ভদ্র ছিলেন। ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দে বান্দুরা সেমিনারীতে যান। রমনা সেমিনারীতে আমরা একসাথে ছিলাম, বিশেষতঃ ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে তিনি সেমিনারীয়ানদের মুরুব্বি হিসাবে কাজ করেন। বনানীতে শেষের দিকে আমার সহপাঠী হন। আমি ও মজেস তাকে পড়াশুনায় সাহায্য করতাম। পবিত্র ক্রুশ সংঘে যোগ দিয়েছিলেন। কোন কারণে বাদ পড়েন। তাকে ধর্মপ্রদেশীয় যাজক হিসাবে গ্রহণ করার প্রশ্ন হলে সব যাজকগণই একবাক্যে তাকে গ্রহণ করার সম্মতি দেন। এর ১ বছরের মধ্যেই তাকে অভিষিক্ত করা হয়। ২৯ জানুয়ারি ১৯৮১ খ্রিস্টাব্দে (তিনি ও পরিমল পেরেরা) তুমিলিয়াতে যাজকপদে অভিষিক্ত হন।

ফুটবল, ভলিবল ও বাস্কেটবল মোটামুটি ভাল খেলতেন। মজেস, আমি ও আলফ্রেড একদলে খেলতাম। প্রায়ই আমরা জয়লাভ করতাম। একবার মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব আমাদের সাথে বাস্কেটবলে হেরে যায়। সেই ক্লাব আমাদেরকে দলে নেয়ার জন্য প্রানপণ চেষ্টা করে। মজেস গেস্ট প্লেয়ার হিসাবে কিছু সময়ের জন্য অন্য দলে খেলে স্টেডিয়ামে। আমরা যাইনি। ছুটিতে গেলেও মজেস বিভিন্ন ক্লাবের সাথে ফুটবল, ভলিবল ও বাস্কেটবল প্রতিযোগিতা নিত। আমরা ৩ জনই একই দলে খেলতাম। সাথে প্রায় ক্ষেত্রে ফ্রান্সিস পালমাও থাকতেন।

পালকীয় কাজে রোগীবাড়ী যাওয়ার বিষয় কখনও তাকে বলতে হয়নি। নাগরীতে এদিক থেকে আমি খুবই স্বাচ্ছন্দে ছিলাম। বড়শিতে মাছ মারার সখ- কিন্তু পালকীয় দায়িত্ব পালনে কোন অবহেলা করেননি। সকাল ৪ টায় উঠে যোগ ব্যায়াম, স্নান, ধ্যান-প্রার্থনা, খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ প্রতিদিনের নিয়মিত তার কাজ। সাশ্রয়ী মনোভাবাপন্ন - কিছুই অপচয় করতেন না। কর্মচারিদেরও যত্ন নিতেন, বুঝাতেন । উপদেশ সংক্ষিপ্ত কিন্তু সারবস্তুতে পূর্ণ। লোকেরা পছন্দ করত। একটু 'কড়া' ছিলেন বলে, ছেলেমেয়েরা সমীহ করত। কোন পক্ষপাতিত্ব ছিল না। বয়সে বড় হলেও আমার সিদ্ধান্ত ও কথা মেনে নিতেন, সেভাবে কাজ করতেন। গোপনীয়তা বজায় লাখতেন। তারসাথে আমি অনেককিছু সহভাগিতা করতে পারতাম-কোনদিন ভুলেও কাউকে কিছু প্রকাশ করেননি। আমি তার কাছে কৃতজ্ঞ।

ফাদার আলফ্রেড মহৎ হয়েছেন চরিত্র-মাধুর্যে, কাজে, কর্তব্যে, পরিশ্রম, ধৈর্য, সহৃদয়তায়। তিনি মানুষের হৃদয়কে বুঝতে চেষ্টা করেন। আমি শিখেছি তার কাছে বিনয়ী হতে, সময়ানুবর্তী হতে। প্রার্থনার সময় করে নিতেন। ধন্যবাদ ফাদার আলফ্রেড আপনাকে।

এত মানুষকে স্বর্গে নিয়েছেন তিনি। নিশ্চয় তারা স্বর্গদ্বারে দাঁড়িয়ে ফাদারকে স্বাগত জানাচ্ছেন।

ঈশ্বর ও মানবপ্রেমে পূর্ণ তিনি। ঈশ্বরের দেওয়া মোহরের যথার্থ ব্যবহার ও কাজে লাগিয়ে সবার কাছে হয়েছেন অতি প্রিয়, আদর্শ ও মহান। তিনি মূল্যবান সম্পদ ও দান- তা যেন কোনভাবে আমাদের হাত থেকে ফস্কে পড়ে না যায়-সেদিকে আমাদের খেয়াল রাখতে হবে।

ফাদার আলফ্রেডের প্রতি শ্রদ্ধা, কৃতজ্ঞতা ও ভালবাসা। স্বর্গ থেকে আমাদের জন্য প্রার্থনা করুন। আমেন। ৯

ফাদার ইভান্স আমাদেরই একজন

সিস্টার যমুনা এম গমেজ সিএসসি

নদীর নাম ইছামতি। ইচ্ছামত হয়তো তার চলার গতি। তাই তো তার এই নাম। আর এই ইছামতির নদীর তীরে গড়ে উঠা খ্রিস্টান জন বসতির সেবা করতে একজন এসেছিলেন রূপকথার সেই সাত সমুদ্র তের নদী পার হয়ে। যার সম্পর্কে অনেক গল্প শুনে অল্প অল্প করে জানার সুযোগ হয়েছিল । যদিও বা সুযোগ হয়নি তাঁকে চোখে দেখার। যারা তাঁকে দেখেছেন তারা বলেন তিনি ছিলেন, ধর্মনিষ্ঠ দায়িত্ববান, আত্ননিবেদিত একজন সাধারণ যাজক কিন্তু তাঁর আত্মত্যাগ এবং কর্তব্যনিষ্ঠা তাকে করেছে অসাধারণ। তিনি হয়েছেন আমাদের গর্ব করার মতো একজন অনুকরণীয় ব্যক্তিত্ব। হ্যাঁ আমি যে মানুষটার কথা বলছি তিনি প্রভুযিশুকে ভালোবেসে ছিলেন। সঁপে ছিলেন তাঁরই নামে জীবন। তাঁরই কথা দেশে দেশান্তরে প্রচার করতে ঘর, চেনা পরিবেশ, আত্মীয় পরিজন ত্যাগ করেছিলেন। এসেছিলেন পদ্মা, মেঘনা, যমুনা নদীর দেশ আমাদেরই বাংলাদেশে। তাঁর প্রথম প্রৈরিতিক কাজের ক্ষেত্র ছিল ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের একটি ছোট ধর্মপল্লী। 'পবিত্র আত্মার ধর্মপল্লী' তুইতাল। এখানেই বাংলা ভাষা, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য রীতিনীতি সব শেখার প্রথম প্রয়াশ। ধীরে ধীরে তিনি হয়ে উঠলেন আমাদেরই একজন। আমি যাঁর কথা বলছি তিনি হলেন শ্রদ্ধেয় ফাদার শহীদ উইলিয়াম পি. ইভান্স সিএসসি। তিনি একজন খ্রিস্টপ্রেমী, আত্মত্যাগী ভালবাসাপূর্ণ হৃদয়ের অধিকারী একজন হলি ক্রস মিশনারী। যিনি খ্রিস্টকে ভালবেসে, পরাধীন একটি দেশে এসেছিলেন খ্রিস্টের স্বাধীনতার বাণী নিয়ে। তিনি ছিলেন মানবপ্রেমী, পরোপকারী একজন সজ্জন।

শহীদ ফাদার উইলিয়াম পি ইভান্স সিএসসি। তার কর্মময় জীবন যাপন করেছিলেন তুইতাল, গোল্লা, তুমিলিয়া, লক্ষ্মীবাজার, বান্দুরা সেমিনারীসহ বাংলাদেশের নানা জায়গায়। এই প্রতিটি কর্মক্ষেত্রেই তিনি হয়ে ওঠেছিলেন 'আমাদেরই একজন'। জীবন সাক্ষ্য রেখেছিলেন একজন আত্মত্যাগী আলোকিত মানুষ হিসেবে।

এই আত্মত্যাগী মানুষটার প্রৈরিতিক কাজের শুরুটা হয়েছিল তুইতাল ধর্মপল্লীতে আর যবানিকাপাত হয়েছিল অনাঙ্ক্ষিত ভাবে গোল্লা ধর্মপল্লীতে। সময়টা ছিল ১৯৬৭ থেকে ১৯৭১। এ সময়ই তিনি পালকীয় সেবাদানরত ছিলেন 'সাধু ফ্রান্সিস জেভিয়ার ধর্মপল্লী' গোল্লায় পালক হিসেবে। কে জানত এই দায়িত্বই এই বিশ্বস্ত সেবকের শেষ কর্মক্ষেত্র! নিবেদিত এই মানুষটি তাঁর পালকীয় সেবাদানের লক্ষ্যেই ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে নভেম্বর ১৩ ইছামতি নদীর উপর দিয়ে নৌপথে বক্সনগর উপ-ধর্মপল্লীতে আসার পথেই ঘটে বিপত্তি। চলছে মুক্তিযুদ্ধ। পরিবেশ থম-থমে। লোকজনের তেমন আনা গোনা নেই। এমনই একটি প্রকৃতির শান্ত, মৌন পরিবেশ অথচ মনের মধ্যে অজানা শঙ্কা নিয়েই হয়তো ফাদার সেদিনের যাত্রা শুরু করেছিলেন। তাঁর বিশ্বস্ত মোহন মাঝিকে নিয়ে। আজানা শঙ্কাই বাস্তবে রূপ পায় যখন নৌকাটি নবাবগঞ্জ এলাকায় পৌঁছে। নজরে পড়ে যান পাক সেনাবাহিনীর, তারাই নৌকাটি পাড়ে ভিড়ানোর আদেশ দেন। নৌকাটি পাড়ে ভিড়লে তারা ফাদারকে নিয়ে নানা রকম প্রশ্ন করে হয়তো এটা শুধু মাত্র তাদের কৌতুহল মেটানোর জন্যই আর দু পক্ষের ভাষার (উর্দু বনাম ইংরেজি/ বাংলা) বোধগমতার অক্ষমতাই ঐ দিনের অঘটনের কারণ। আবার এও শোনা যায় যে ফাদার গোপনে মুক্তি যোদ্ধাদের সাহায্য সহযোগিতা করেছেন যার খবর পাক সেনা ও রাজাকারদের কাছে ছিল। ঘটনা দুঃখজনক অবশ্যই। তবে এটাই সত্য, তিনি আমাদের দেশকে ভালবেসেছেন, ভালবেসেছিলেন মানুষদের। তিনি পূর্ণভাবেই চেয়েছিলেন এ দেশ স্বাধীন হোক। এ দেশের মানুষ যেন পায় মুক্তির পরম আনন্দ। এটাই কাল হল। তাইতো পাক সেনাদের গুলির আঘাতে ক্ষত বিক্ষত হল সুঠাম দেহ আর আঘাতে মলিন হল তাঁর সৌম্য চেহারা। তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। রঞ্জিত হয় বাংলার মাটির একজন বিশ্বস্ত, খাঁটি দেশ প্রেমিকের রক্তে। পুরস্কার হিসেবে তিনি আরো পান বেয়নেট বহু খোঁচা। যা শরীরকে করেছিল বিকৃত কিন্তু পবিত্রতার গরিমাকে তা ম্লান করতে পেরেছিল কী? এর পরেই এই পবিত্র দেহের ঠাঁই হয় ইছামতির কোলে। ইছামতির গতিময়তা তাকে ভাসিয়ে নিয়ে গেছে অনেক দূরে যাতে প্রকাশিত হয় তাঁর মহান আত্মত্যাগ। যে দেহ পেয়েছিল পাক সেনাদের নিষ্ঠুর বর্বরতা তা সাধারণ মানুষদের জন্য হয়ে উঠল ভক্তির ও সম্মানের মণিকোঠা। শুনেছিলাম তাঁর মৃত্যু গৌরবান্বিত করেছিল আমাদের ধর্মীয় একতাতাকে। যিনি পবিত্র, যার চিন্তা, কাজ, প্রার্থনা সবই ছিল এ দেশের মানুষের জন্য, মানুষদের মঙ্গলের জন্যে। সেই মানুষটা কী মানুষের ভালবাসা ও উদ্বেগ ও ভালবাসার কারণ হবেন না। তার পরিচিতি এলাকায় থাকবে না। হ্যাঁ-তাই তার মৃতদেহটা যেখানে পাওয়া গেছে সেখানে খ্রিস্টানদের বসতি নেই। কিন্তু অন্য ধর্মের মানুষের সহায়তায় তাকে গোল্লা ধর্মপল্লীতে আনা হয়। ঐ সময়ে তাঁর মৃত্যুটা ছিল একটা হাহাকার, একটা দীর্ঘশ্বাস কিন্তু যুদ্ধের সেই রক্তক্ষয়ী বৈরী পরিবেশেই হয়ে উঠেছিল সকল ধর্মের এক মিলন মেলা। আত্মত্যাগী, নিবেদিত শহিদ ফাদার ইভান্স ঘুমিয়ে আছেন ইছামতির তীরে গোল্লা ধর্মপল্লীতে। আজ এই মহান আত্মত্যাগী মহা মানবকে জানাই আমার অন্তর থেকে নমস্কার ও কৃতজ্ঞতা। বাংলার স্বাধীনতার পতাকায় তাঁর রক্তের মূল্য চিরঅম্লান হয়ে আছে থাকবে॥ ৯

English Medium Coaching
Cambridge, Edexcel
Only at tk 1000 per month
Class - 4 to 6
Rawton De Costa
Monipuripara
01931232843
01777338869
বিজ্ঞ/৩২৫/২১

চলে যাওয়া মানেই প্রস্থান নয়

প্রয়াত সিস্টার মেরী জেভিয়ার গমেজ পিসিপিএ-এর স্মরণে

মার্টিন সৌরভ গমেজ (অভি)

"সারা জনম তোমারই নাম বলে বলে,
প্রভু, তোমার কাছে যাবো চলে।"

গীতাবলির এই গানটির সাথে প্রিয় এই সিস্টারের জীবনের অনেকাংশেই মিল রয়েছে। সিস্টার জেভিয়ার ছিলেন যুদ্ধ সমাজের একজন সাহসী মিশনারী, তিনি ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে ২ জানুয়ারি আঠারো গ্রামের বক্সনগর গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। পিতা আন্তনী গমেজ এবং মাতা প্রয়াত আন্তনীয়া গমেজের ৩ পুত্র ৩ কন্যার মধ্যে তিনি ছিলেন সবার ছোট ও আদরের। ছোটবেলা থেকেই তার সিস্টার হওয়ার প্রবল ইচ্ছা ছিল। সিস্টার হতে চেয়েছিলেন ক্ষুদ্রপুষ্প সাধ্বী তেরেজার মত বদ্ধী সমাজে। যেখানে নির্জনে এবং কোলাহল মুক্ত এক ভক্তিপূর্ণ পরিবেশের মধ্যে এক মনে এক ধ্যানে যিশুর আরাধনা করতে পারবেন। মানুষের জন্য প্রায়শ্চিত্ত ও ত্যাগ করতে পারবেন সন্ন্যাসব্রতিনী হওয়ার ইচ্ছা ছিল বলে ছোট থেকেই বিলাসিতা ও সাজগোজের ব্যাপারগুলো এড়িয়ে চলতেন। তার বাবা-মা ছিলেন খুবই ধর্মপ্রাণ মানুষ। প্রায় প্রতিদিনই সুন্দর একটা বেদী তৈরি করে সকাল-সন্ধ্যা তারা সকলে মিলেই প্রার্থনা করতেন। যদিও তারা দরিদ্র ছিলেন তথাপি তার বাব-মার হৃদয় ছিল উদার। গ্রামের কোন অতিথী বা ফাদার, সিস্টার আসলে তারা তাদের যত্ন নিতেন। সেই ফাদার, সিস্টারদের দেখে তার মনে আরও প্রবলভাবে সিস্টার হওয়ার আকাঙ্ক্ষা জেগে উঠল। পরিবারের আর্থিক সমস্যার কারণে তার পড়াশোনার খরচ তার কাকা ফাদার আন্তনী সাহায্য করেছিলেন। SSC পাশ করার পর তিনি তার আহ্বান পূরণ করার জন্য নিজ মিশনে কর্মরত আরএনডিএম সিস্টারদের সাথে যোগাযোগ করে আরএনডিএম সিস্টারদের প্রধান হাউজ চট্টগ্রামের পাথরঘাটাতে যোগদান করেন। কিন্তু সেটাতো আরাধ্য সাক্রামেন্তের আবদ্ধ সমাজ নয়। তবুও সেখানে তার দিনগুলো ভালই কাটছিল। সবার ভালোবাসা এবং সমর্থনে তিনি সেখানে একজন জুনিয়র সিস্টার হিসেবে ব্রত গ্রহণ করেন। তিনি একজন আরএনডিএম সিস্টার হলেও তার মন পড়ে থাকত সর্বদা সেই মনাষ্টারিতে। একদিন তিনি তার স্বপ্নের মনাষ্টারির সন্ধান খুঁজে পান। কেননা তার গ্রাম বক্সনগর থেকে তার তিন বোন সেই সম্প্রদায়ে যোগ দিয়েছেন। তারপর তিনিও একদিন সিদ্ধান্ত নিলেন মনাষ্টারিতে চলে যাবেন। কারণ ছোটবেলা থেকেই তার সেই ইচ্ছাশক্তি ছিল। অনেকেই তাকে ভয় দেখাতে লাগল। তারা বললো, তুমি সেখানে থাকতে পারবে না। সেখানে অন্ধকার ঘর, কতো কঠিন নিয়ম-কানুন ইত্যাদি। তবুও তিনি সাহস নিয়ে তার মনের ইচ্ছাটা চট্টগ্রাম ধর্মপ্রদেশের বিশপ যোয়াকিমের কাছে প্রকাশ করলেন। আর বিশপ খুশি হয়ে তাকে মনাষ্টারিতে আসতে সাহায্য করলেন। তারপর আরএনডিএম সম্প্রদায়ের মাদারের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে মনাষ্টারি কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করে ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের ৬ জানুয়ারি আরএনডিএম সিস্টারদের পোশাক নিয়েই ময়মনসিংহের মনাষ্টারিতে প্রবেশ করেন। সেই আবদ্ধ সমাজের সিস্টার হতে। তখন তার জীবনে আনন্দের বন্যা বয়েগিয়েছিল তার পুণ্য হৃদয়ে,

আর বলেছিলেন পিতা ঈশ্বরের দয়া যে কিভাবে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে শেষ পর্যন্ত তাকে তার মধুময় গৃহে নিয়ে আসলেন। আর বলেছিলেন এখন আমার আর কোন অভাব নেই, আপত্তি নেই। কেননা তার মনের সব ইচ্ছাই ঈশ্বর পূর্ণ করেছেন। তখন তার নাম আগ্নেস থেকে রাখা হয় সিস্টার মেরী জেভিয়ার গমেজ। সিস্টার মেরী জেভিয়ার গমেজ মনাষ্টারিকে অনেক ভালোবেসেছেন। মনাষ্টারিই ছিল তার প্রিয় বাড়ি। সিস্টার মেরী জেভিয়ার গমেজ ব্যক্তি জীবনে ছিলেন গভীর প্রার্থনার মানুষ। আমার খুব কাছ থেকে দেখার সৌভাগ্য হয়েছে তাকে। তিনি সম্পর্কে আমার পিশিমা হন। পরিবারের সাথে আমি যখন মনষ্টারিতে ঘুরতে যেতাম তিনি তখন বিভিন্ন পিঠা, পায়েস তৈরি করে আমাদের পরিবেশন করতেন। শুধু তিনি নয় মনাষ্টারির প্রতিটি সিস্টারই খুবই মিশুক স্বভাবের। সিস্টার মেরী মার্গারেট যিনি বাইরে কাজ করতেন, বলা যায় তিনি আমার ভালো বন্ধু হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি আমাদের তাদের ভাটিকেশরের বিভিন্ন প্রদর্শনীর জায়গা ঘুরে দেখিয়েছেন। ময়মনসিংহের অনেক ফাদার, ব্রাদার ও সিস্টারদের সাথে তখন আমাদের নতুন পরিচয় হয়। হঠাৎ দেখা মিলে আমাদের বক্সনগরের সন্তান সিস্টার মেরী বেলী রেগো এসএসএমআই তিনি একজন সালেসিয়ান সিস্টার। সেখানে তিনি জুনিয়র সিস্টার হিসেবে ছিলেন। একদিন তিনিও আমাদের নিমন্ত্রণ করেন। তাদের কনভেন্টে. এবং আমরাও সেখানে যাই। এভাবেই আমাদের দুইদিন কেটে যায়। ময়মনসিংহ থেকে বিদায় নেওয়ার সময় ও বের হওয়ার আগে মাদারের সাথে দেখা করায় মাদার অনেক অনেক প্রীতিউপহার দেন আমাদের। সেখানে ছিল বিভিন্ন ধর্মীয় বই, প্রার্থনার বই, মালা, যিশুর ছবি ইত্যাদি। প্রত্যেকটি উপহারই তাদের ভালোবাসা প্রকাশ করেছে। এবং সেই উপহারগুলো সেই সময় থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত কাজে লেগে যাচ্ছে। বের হওয়ার সময় সিস্টার জেভিয়ারের মনটা ভারাক্রান্ত হয়েছিল। আর বারবার বলছিলেন, "তোমাদের আগমনে আমি সত্যিই অনেক আনন্দিত হয়েছি, সুযোগ হলেই এসে দেখে যেও আমাকে।" তারপর আমার হাতে বড় এক ব্যাগের মধ্যে খ্রিস্টপ্রসাদ তৈরির যে বাকি অংশ থাকে সেই টুকরোগুলো দিয়েছিলেন। এটি আমার কাছে নতুন কিছু নয়। প্রায়ই পাঠাতেন এভাবেই। সেখান থেকে বিদায় নেই ঢাকার উদ্দেশে। আমি ঈশ্বরকে অশেষ ধন্যবাদ জানাই আমি এবং আমার পরিবারকে এতো সুন্দর একটি সুযোগ দেওয়ার জন্য। যতদিন সেখানে ছিলাম মা বলেছিলেন, ততদিন আমরা স্বর্গে বাস করছিলাম। সত্যিই মনাষ্টারি যেন স্বর্গসুখ। আর হবেই না কেন যেখানে পবিত্র সাক্রামেন্ত থাকেন সেখানেতো স্বয়ং খ্রিস্ট নিজে উপস্থিত থাকেন। আর সেই সাক্রামেন্তকে ঘিরে চব্বিশ ঘন্টাই হয় তার আরাধনা ও প্রার্থনা। প্রত্যেক সিস্টার পালাক্রমে দলীয়ভাবে এই প্রার্থনায় অংশগ্রহণ করে থাকেন। আশ্রমের বাইরে তারা প্রবেশ করেন না এবং আমরা সাধারণ জনগণও সেখানে প্রবেশ করতে পারিনা। যদিও অতিথীদের জন্য আলাদা ব্যবস্থা রয়েছে। দুইজন সিস্টার বাইরে কাজ করে থাকেন। স্বনামধন্য এই বদ্ধ সমাজের সিস্টারগণ গুপ্তভাবে মণ্ডলীতে বসবাস করলেও সমাজে তাদের স্থান উর্ধ্বে। খ্রিস্টের দেহ এবং রক্ত যাকে আমরা রুটি এবং দ্রাক্ষারস বলে থাকি এই রুটি এবং দ্রাক্ষারস তৈরি হয় এই সম্প্রদায়ের সিস্টারদেরই পুণ্য হাত দিয়ে। এছাড়াও যাজকদের পুণ্য অভিষিক্ত বস্ত্র থেকে শুরু করে বেদীর পুণ্য কাপড় পর্যন্ত তারা তৈরি করে থাকেন। তাদের ব্রতীয় জীবনের একটি

নির্দিষ্ট সময় আসলে তারা বাইরে প্রবেশের বিশেষ ছুটি পেয়ে থাকেন। যা সিস্টার মেরী জেভিয়ার গমেজ-এর বেলায়ও হয়েছিল। দীর্ঘ ৫০ বছর পরে যা তিনি উপভোগ করেছিলেন। এক সপ্তাহের এক বিশেষ ছুটি আর এই ছুটিতেই তিনি তার জন্মস্থান বক্সনগরে ছুটে আসেন। হয়তো এটাই ছিল তার জীবনে আনন্দিত দিনের মধ্যে একটি সুদীর্ঘ ৫০টি বছর পরে নিজের গ্রামের মানুষদের সাথে এক হওয়া তাদের সাথে থাকা পুরোনো কত শত স্মৃতি সব ভেসে ওঠা সত্যি তা অনাবিল আনন্দ। সিস্টার জেভিয়ার এবং সিস্টার মার্গারেট তারা দুইজন আসেন এবং ৩ - ৪ দিন তারা এই গ্রামে অবস্থান করেন। এই সময়ে আঠারো গ্রামের পুণ্যস্থান আমাদের মালিকান্দা কবরস্থানসহ আঠারো গ্রামের প্রত্যেকটি মিশনে এবং বক্সনগরের প্রায় প্রত্যেকটি বাড়িতে পরিদর্শন করেন। এটি ২০১৮ এর ফেব্রুয়ারি মাস ছিল। সিস্টারের এই সুযোগ দানের জন্য মনাষ্টারির মাদার এবং পিতাঈশ্বরকে আমি অশেষ ধন্যবাদ জানাই। তাকে ঘিরে এটিই আমাদের জীবনে তার শেষ সান্ত্বনা। সিস্টার জেভিয়ার গমেজ-এর সাথে আমাদের প্রায়ই যোগাযোগ হতো আশ্রমের মোবাইলের মাধ্যমে। আমাদের উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি আমাদের জন্য অনেক প্রার্থনা করেছেন, এবং আমরা সেইসব প্রার্থনার ফলও পেয়েছি। আজ হারিয়ে গেল একজন প্রার্থনার মানুষ। প্রতি বড়দিনে তিনি আমাদের জন্য সুদূর ময়মনসিংহ থেকে বড়দিন কার্ড এবং চিঠি পাঠাতে ভুলতেন না। আমরাও কাউকে পেলে কিছু না কিছু পাঠাতাম। এবারের বড়দিনে আমাদের দিদি সিস্টার মেরী বেলী রেগো যখন বাৎসরিক ছুটিতে আসেন তখন মায়ের হাতে তৈরি পিঠা আর বড়দিনের কেক মাধ্যমে সিস্টার মেরী জেভিয়ার গমেজ কে পাঠানো হয়। কে জানে এটাই হবে শেষবারের মতো? অনেকদিন যাবৎ তিনি পায়ে ফোঁড়ার সমস্যায় ভুগছিলেন। তার ইচ্ছা ছিল তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে তার প্রিয় বক্সনগরে আরেকবার পদার্পণ করবেন। আমাদের সাথে তিনি বিষয়টা সহভাগিতাও করেছিলেন এবং চট্টগ্রামের পাথরঘাটা যেখানে প্রথম জীবনে আরএনডিএম সিস্টার হয়ে কাজ করেছিলেন সেখানেও তার একবার শেষ পরিদর্শনের ইচ্ছা ছিল। কিন্তু পিতা ঈশ্বরতো আগে থেকেই সব স্থির করে রেখেছেন। তার পায়ের সমস্যা থেকে তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়েছিলেন কিন্তু অন্যসব জটিল রোগ তাকে ঘিরে বসেছিল। ৯ আগস্ট তিনি শারীরিকভাবে অসুস্থ হন এবং ডাক্তারের চিকিৎসাধীন অবস্থায় থাকেন। এরপর ২৫ আগস্ট দুপুর ১টার সময় ব্রেইনস্ট্রোক করেন। ঐ দিনই মনাষ্টারির চ্যাপেলেই ফাদার পিটার রেমার সাথে ডিকন প্রদীপ স্রং তাকে অন্তিম লেপন সংস্কার প্রদান করেন। এছাড়াও মনাষ্টারির অনেক সিস্টারই পাশে ছিলেন, সেবা দিয়েছেন। আর এখানে যার কথা না বললেই নয় সে হলো সিস্টার মেরী ডমিনিকা পিসিপিএ। তার কাছে সিস্টার জেভিয়ার শেষ অনেক কথাই বলেছেন এবং প্রার্থনার মধ্যদিয়ে সিস্টার মেরী ডমিনিকা পিসিপিএ মরণাপন্ন সিস্টার মেরী জেভিয়ার গমেজ পিসিপিএ কে ঈশ্বরের কাছে তুলে দেওয়ার জন্য প্রস্তুত করছিলেন। এভাবেই ঐদিন রাত ৯ ঘটিকায় ঈশ্বরের ডাকে সারা দিয়ে সিস্টার মেরী জেভিয়ার গমেজ ৭২ বছর বয়সে জীবনের সমাপ্তি ঘটায়। পরেরদিন অর্থাৎ ২৬ আগস্ট সকাল ৯টায় মনাষ্টারি কবরস্থানে তাকে সমাধিস্থ করা হয়। ২৯ আগস্ট রবিবার বক্সনগরে রবীবাসরীয় খ্রিস্টযাগের পর সিস্টার মেরী জেভিয়ার গমেজ-এর স্মরণে এক বিশেষ স্মৃতিচারণ অনুষ্ঠান করা হয়। এমন একজন সাহসী মিশনারীকে হারিয়ে সত্যিই আমরা দরিদ্র হয়ে পড়লাম। আমাদের মণ্ডলীতে অসংখ্য ফাদার-সিস্টারের প্রয়োজন রয়েছে। একজন ফাদার বা সিস্টার হওয়া চারটি খানি কথা নয়। পিতা ঈশ্বর যাকে মনোনীত করেন, দীর্ঘ ত্যাগ তিতীক্ষা নানান বাধা প্রতিক্ষার পর তারাই টিকে থাকতে পেরে ঈশ্বরকে খুব কাছ থেকে উপলব্ধি করতে পারেন। বর্তমানে এই আহ্বানও দিন দিন কমে যাচ্ছে। সুতরাং এদের সংখ্যাও কমে যাচ্ছে। তাই মণ্ডলীতে একজন ফাদার বা সিস্টারকে হারানো মানেই খ্রিস্টমণ্ডলীর বিরাট ক্ষতি। মহামারি কোভিড-১৯ এ আমরা অনেক মিশনারীদের হারিয়েছি। সিস্টার মেরী জেভিয়ার গমেজ পিসিপিএ ও তাদের মধ্যে একজন। তাই আজকে তাদেরকে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি। আমরা প্রার্থনা করি সিস্টার মেরী জেভিয়ার গমেজ পিসিপিএ-এর মতো এমন আরও অনেক সাহসী সিস্টার যেন পাই॥

আঠারগ্রাম কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ

রেজি: নং: ৩৭৫/১৯৮২

তেজগাঁও চার্চ কমিউনিটি সেন্টার, ০৯ তেজকুনী পাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫

৩৪তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা আঠারগ্রাম কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ এর সম্মানিত সকল সদস্য/সদস্যাদের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, আগামী ১০ ডিসেম্বর, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ রোজ শুক্রবার তেজগাঁও চার্চ কমিউনিটি সেন্টারে অত্র সমিতির ৩৪তম বার্ষিক সাধারণ সভা সকাল ১০টায় অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থিত থেকে যথাযথ স্বাস্থ্যবিধি মেনে সক্রিয় অংশগ্রহণের জন্য সদস্য/সদস্যাদের বিশেষভাবে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

ধন্যবাদান্তে,

জন পিরিজ
চেয়ারম্যান
আঠারগ্রাম কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ

আইরিন ডি ক্রুজ
সেক্রেটারী
আঠারগ্রাম কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ

বিপ্র/৩১৬/২১

ফসল কেটে আনার সময়ে, নবান্ন উৎসবে আশীর্বাদ পদ্ধতি

ফাদার লুইস সুশীল

(পূর্ব প্রকাশের পর)

ঙ-উপদেশ বা অনুধ্যান (ঐশবাণীর মর্মভাষ্য)

(উপরোক্ত পাঠগুলির ব্যাখ্যার আলোকে উদ্‌যাপনকারী দিনের তাৎপর্য ও উপলক্ষ্য বিষয়ে উপস্থিত ভক্তদের কিছু কথা বলেন- যেন তারা তাদের বিশ্বাস দ্বারা উদ্‌যাপনের অর্থ বুঝতে পারেন- একই সাথে প্রথমে যে ভূমিকা দেয়া আছে সেটাও দেখা যেতে পারে।)

নবান্ন: নবান্ন [সংস্কৃত. নব+অন্ন] হল নতুন অন্ন। দুধ, নতুন গুড়, নারিকেল, কলা প্রভৃতির সঙ্গে নতুন আতপ চাল খাওয়ার বিখ্যাত বার্ষিক সংস্কার বিশেষ। হেমন্তকালে বা হৈমন্তী ধান (নতুন) কাটার পর অগ্রহায়ণ মাসে নতুন অন্ন খাওয়ার পার্বণ বা উৎসব। আমন ধান দেশের প্রধান ফসল, তাই ফসলের পরে এ উৎসব আনন্দ উদ্দীপনার মধ্যদিয়ে সম্পন্ন হয়। নবান্ন উৎসব গ্রাম বাংলায় এক সর্বজনীন পর্ব। এটা ঈশ্বরবিশ্বাসী, যারা তাঁর সৃজনশীল ক্ষমতা, দূরদর্শিতা ও সদয় তত্ত্বাবধান স্বীকার ক'রে তাদের সবার সাথে উদ্‌যাপন করা যেতে পারে।

দেশের হিন্দুসমাজসহ অনেকে ঘটা ক'রে এ ক্রিয়া উদ্‌যাপন ক'রে থাকেন। তবে উৎপন্ন ফসলে 'নবান্ন' জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সব বাংলাদেশীর জনপ্রিয় উৎসব। সেদিক থেকে দেশের খ্রিস্টান ও বিভিন্ন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সদস্যরাও ঘটা করে এটি পালন করে থাকেন তাদের চিন্তা, চেতনা রীতি ও ঐতিহ্য অনুসারে। এটি অগ্রহায়ণ মাসে অনুষ্ঠিত হবার কারণ হতে পারে পূর্বকালে এ মাস হতে বর্ষ গণনার প্রথা ছিল। আর সেদিক থেকে এ ফসল ছিল নববর্ষের প্রথম শস্য বা উৎপাদন। ফসল হল মানুষের আনন্দের এক পবিত্র উৎস। এর মাধ্যমে মানুষ স্রষ্টাকেও উপলব্ধি করতে পারে, তাঁর নৈকট্য পেতে পারে। নতুন ফসল ঘিরে মানুষের মনে, পরিবারে কত আশা-আকাঙ্ক্ষা, আবেগ, আমেজ, স্বপ্ন, কল্পনা, হিসাব-নিকাশ!

ঈশ্বরের কাছে নতুন ফসলের প্রতীকী উৎসর্গ হল এ দানের জন্য তাঁকে প্রশংসা করা, এ ঐতিহ্যটি ধরে রাখতে হবে। এটা আমাদের ঈশ্বরের দয়ার কৃতজ্ঞতার ঋণ স্মরণ করায় যে, এই ঐতিহ্য পুরাতন নিয়মেও পাওয়া যায়।

বিভিন্ন ঋতুতে কৃষক নানা ধরনের বীজ বোনে, পাকা ফসল ঘরে তোলে। "অন্নের আর পণ্যের ফসল পেয়ে বাঙালির ঘরে ঘরে আনন্দের সাড়া পড়ে।" গ্রাম বাংলায় ফসলের আশীর্বাদ ও প্রথম ফল নিবেদন উপযুক্তভাবে নবান্ন উৎসবে করা হয়। এটি গ্রামাঞ্চলে একটি ঐতিহ্যবাহী পারিবারিক উৎসব। আগে বোনা ধান এখন কাটা হয়, প্রথম আঁটিগুলি নতুন কারা চালের সাথে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দানের জন্য উৎসর্গ করা হয়, একটি প্রার্থনার সাথে যেন নিরাপদে ফসল তোলা/সংগ্রহ শেষ হয়। খ্রিস্টান সমাজ তাদের ভাই কৃষকদের সাথে এই উৎসব উদ্‌যাপন করতে যোগ দেন এবং বাইবেলীয় চেতনায় তা খ্রিস্টের ধন্যবাদের (ইউখারিস্ট) সঙ্গে যুক্ত ক'রে তাকে তার পরম/চূড়ান্ত উদ্দেশ্য দেয়।

ফসল সংগ্রহের পরে উপযুক্ত কোন দিনে ধন্যবাদের এ উৎসব উদ্‌যাপন করা যেতে পারে। ঈশ্বরের জনগণের জন্য এটা খুবই উপযুক্ত প্রকৃতির সব দান ও তাঁর দয়ার জন্য তাঁকে প্রকাশ্যে কৃতজ্ঞতা নিবেদন করা। পৃথিবীর উৎপাদিত প্রচুর ফসল হল তিনি যে যিশুর *(এফে. ১:৩-১০)* মাধ্যমে তার জনগণের উপর অনেক আশীর্বাদ বর্ষণ করতে চান তার একটি দৃশ্যমান চিহ্ন। তিনি এটাও চান যেন আমরা পৃথিবীর পণ্যদ্রব্য সব মানুষের সাথে সহভাগিতা করি।

পবিত্র বাইবেলে যেহেতু ফসলের সময় দেখা হয় ঈশ্বরের আশীর্বাদের চিহ্ন ও ফল হিসাবে সেহেতু তা হল পূর্ণতার সময়, প্রতিশ্রুতির সময়, আমার নবায়নের সময়, আনন্দের সময়। ঈশ্বর যিনি বৃদ্ধি দিয়েছেন; কৃতজ্ঞতা তার কাছে ফিরে যায়; সেগুলি প্রকাশিত হয় পঞ্চাশত্তমী ফসলের উপাসনিক পর্বের দ্বারা, যে সময়ে প্রথম ফলগুলি নিবেদন করা হয়, বিশেষভাবে শস্যের প্রথম আঁটি। ফসলকর্তনকারী নিজেকে উদারতা প্রকাশ ক'রে অবশ্যই অন্যদের সঙ্গে তার আনন্দ সহভাগিতা করব। আইন নির্দিষ্ট করে দেয় যে, কিছু ফসল দরিদ্র ও ভূমিহীনদের জন্য ফেলে যেতে হবে।

নবান্ন হল আনন্দের একটি উৎসব। কারণ ফসল কাটার সময়ে মানুষ দেখে তার বীজ বপনের ফল, তার কাজের উৎপাদিত বস্তু এবং ভবিষ্যতের নিরাপত্তা। কোন কিছু সৃষ্টি করতে পারলে যেমন হৃদয়ে আনন্দ আসে, তেমনি নতুন ফসলও, উৎপাদিত ফল সংগ্রহ, মানুষকে আনন্দে পূর্ণ করে। আর আনন্দ একজনকে অন্যের সাথে যুক্ত করে। যখন একজন আনন্দ সহভাগিতা করে, তখন তার আনন্দ দ্বিগুণ হয়। আনন্দ করার সময় পরিবার ও সমাজগুলি একত্রে আসে এবং তাদের একতার বন্ধন নতুন ও শক্ত হয়।

নবান্ন হল ধন্যবাদ দেবার ও প্রথম ফলসমূহ উৎসর্গ করার সময়। যখন ফসল আনন্দ আনে, তখন ঈশ্বরের প্রতি প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতায় আনন্দ উপচে পড়ে। ফসল কাটার সময়ে মানুষ প্রকৃতিতে ঈশ্বরের দয়াপূর্ণ ক্ষমতা দেখে আশ্চর্য হয় আর তাই সে স্বীকার করে যে, ফসল শুধু তার শ্রমের উৎপাদিত ফল নয়, কিন্তু সূর্য, মাটি, বৃষ্টি, পানি, শিশির, বাতাস প্রভৃতির মাধ্যমে দত্ত আশীর্বাদের ফল। সেজন্য, নিজেদের ধন্যবাদের এক চিহ্নরূপে, ঈশ্বরের প্রতি প্রথম ফল নিবেদন করে, যেহেতু প্রথম ফলগুলি বিবেচিত হয় একদিকে সবচেয়ে ভাল আর অন্যদিকে ঈশ্বরকে উৎসর্গ করতে সবচেয়ে মূল্যবান ফল হিসেবে।

নবান্ন হল সৃষ্টিসংক্রান্ত উপাসনার একটি উৎসব। ঈশ্বর মানুষকে সৃষ্টি করেছেন তাঁর সাথে ও একে অন্যের সাথে এক হতে, সৃষ্টি ও প্রকৃতির সঙ্গে এক হতে। প্রকৃতির মাধ্যমে ঈশ্বর আমাদের আহার দেন, রক্ষা করেন। ঋতু অনুযায়ী প্রকৃতির মাধ্যমে বারবার নবায়ন দ্বারা ঈশ্বর আমাদের নতুন আশায় উন্নীত করেন। নবান্নের মত সৃষ্টিসংক্রান্ত এ উৎসব আমাদের উপাসনায় যুক্ত হওয়াতে আমাদের উপাসনা বিশ্বের ঐক্যতান দ্বারা সম্পদশালী হয় এবং পালাক্রমে, জগত নিজে আরো বেশী মুক্ত ও রূপান্তরিত হয় খ্রিস্টের দ্বিতীয় আগমনে তাঁর সাথে এক হতে।

চ-সর্বজনীন প্রার্থনা

(একজন বা কয়েকজন উদ্দেশ্যগুলি নিবদেন করতে পারেন। তারা এসব ব্যবহার করতে পারেন, এগুলি নিজেদের উপযোগী করে নিতে পারেন বা নিজেরা নতুন রচনা করতে পারেন। গানে গানে তারা এসবের উত্তর দিতে পারেন।)

যাজক: ঈশ্বরের আশীর্বাদে নতুন ফসল পাবার পর আমরা যখন আমাদের পরিশ্রম সার্থক হয়েছে বলে ঈশ্বরের কাছে কৃতজ্ঞতা জানাতে আসি, আমরা তখন যেন ভুলে না যাই যে, আমাদেরও মণ্ডলীতে দিনে দিনে নিত্য নতুন ফলও ফলাতে হবে: তা হল জীবনে ন্যায়ধর্মের ফসল। সেই কথা ভেবে, আসুন, আমরা এখন ঈশ্বরকে ডাকি:

সকলে: হে প্রভু, আমাদের পরিশ্রম সফল সার্থক কর!

-ঈশ্বর আমাদের যে প্রকৃতি-পরিবেশ, শক্তি, সুযোগ, সময় ও বুদ্ধি দিয়েছেন সেসব ব্যবহার ক'রে আমরা যে-ফসল ঘরে তুলে এনেছি তা দিয়ে আমরা যেন নিজেদের দেহের পুষ্টি ও মনের স্ফূর্তি লাভ করতে পারি এবং পৃথিবীর মানুষের ক্ষুধার অন্ন সংস্থান করতে পারি, - আসুন, আমরা এ উদ্দেশে প্রভুর কাছে প্রার্থনা করি।

সকলে: হে প্রভু, আমাদের পরিশ্রম সফল সার্থক কর!

- যে সমস্ত মানুষ অভাবী, বঞ্চিত, ভূমিহীন, শোষিত, ক্ষুধার্ত, অন্যের বঞ্চনার শিকার, বেকার, যাদের ফসল ভাল হয়নি তারা যেন দয়াময় সৃষ্টিকর্তার আশীর্বাদে ও অনেক মানুষের উদার সহায়তায় তাদের ন্যায্য ভাগটুকু পান, আর তারা যেন অভাব-মুক্ত হয়ে সুস্থ স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে পারেন-আসুন, আমরা এ উদ্দেশে প্রভুর কাছে প্রার্থনা করি।

সকলে: হে প্রভু, আমাদের পরিশ্রম সফল সার্থক কর!

- যারা পৃথিবীর প্রকৃতি ও আবহাওয়া নানাভাবে দূষিত করছেন, তারা যেন তাদের অসৎ পথ থেকে ফিরে আসতে পারেন এবং পৃথিবীকে মানুষের বাসযোগ্য হতে সাহায্য করতে পারেন-আসুন, আমরা এ উদ্দেশে প্রভুর কাছে প্রার্থনা করি।

সকলে: হে প্রভু, আমাদের পরিশ্রম সফল সার্থক কর!

নিজেরা কয়েকটি উদ্দেশে প্রার্থনা বলতে পারেন.....

যাজক: স্বর্গীয় পিতা, তোমার সন্তানদের প্রতি তোমার উদারতা ও দয়ার জন্য আমরা তোমার প্রশংসা করি; যাদের প্রয়োজনীয় খাদ্য নেই তাদের প্রতি দয়া কর; আমাদের হৃদয় এমন ইচ্ছা দিয়ে পূর্ণ কর আমরা যে সর্বদা ভাল করতে পারি যেন তুমি আমাদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছ স্বর্গে গিয়ে আমরা আনন্দের ফল সংগ্রহ করতে পারি। এই প্রার্থনা করি আমাদের প্রভু যিশু খ্রিস্টের নামে।

সকলে: আমেন। (চলবে)

সাধু যোসেফের কারিগরি বিদ্যালয়ে ভর্তি সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

সাধু যোসেফ কারিগরি বিদ্যালয়

৩২, শাহ সাহেব লেন, নারিন্দা, ঢাকা-১১০০

এতদ্বারা সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্যে জানানো যাচ্ছে যে, সাধু যোসেফের কারিগরি বিদ্যালয়ে, আগামী ২০২২ খ্রিস্টবর্ষে ভর্তির কার্যক্রম অতিসত্ত্বরই শুরু হতে যাচ্ছে।

ভর্তি পরীক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় যোগ্যতা ও কাগজপত্র:

১। অষ্টম শ্রেণি পাশ করার পর পরবর্তী শ্রেণিগুলোতে অধ্যয়নরত থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত;

২। খ্রিস্টান শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে বাপ্তিস্মের সার্টিফিকেট, পাল-পুরোহিতের নিকট থেকে চিঠি এবং বিদ্যালয়ের ছাড়পত্র;

৩। জাতীয় পরিচয় পত্রের কপি (যদি থাকে) ফটো কপি

৪। সম্প্রতি তোলা দুই কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি;

৫। ভর্তি পরীক্ষায় লিখিত এবং মৌখিক পরীক্ষা হবে। প্রথমে মৌখিক পরীক্ষা এবং পরে লিখিত পরীক্ষা। লিখিত পরীক্ষা এবং মৌখিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে দুই পর্বে, যথা-

(ক) প্রথম ভর্তি পর্বের তারিখ : ডিসেম্বর ২০ এবং ২১, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ, সোমবার ও মঙ্গলবার।

(খ) দ্বিতীয় ভর্তি পর্বের তারিখ : জানুয়ারী ৬, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ, বুধবার।

(গ) পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ : জানুয়ারী ৮, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ, শনিবার।

অনুগ্রহপূর্বক লক্ষ্য করুন যে বিগত বছর (২০২১) থেকে এ বিদ্যালয়ে চারটি বিষয়ের উপর **(মেশিন, ইলেক্ট্রিক, ওয়েল্ডিং এবং কার্পেন্ট্রি)** কারিগরি শিক্ষা প্রদান করা হচ্ছে, অর্থাৎ মেকানিক্যাল কোর্স হিসেবে কোন বিষয় থাকছে না।

খ্রিস্টান শিক্ষার্থীদের হোস্টেলে থাকা ও খাওয়া বাবদ মাসে ৫০০.০০ টাকা। প্রশিক্ষণের জন্যে প্রতি মাসে শিক্ষার্থীদের জন্য মাসিক বেতন ১ম বর্ষে:১০০.০০ টাকা; ২য় বর্ষে: ১১০.০০ টাকা; ৩য় বর্ষে: ১২০.০০ টাকাযা তাদেরকে এখানে কাজ করেই উপার্জন করতে হবে। প্রতি পরীক্ষার ফি: ৫০.০০ টাকা। তাছাড়া, প্রশিক্ষণার্থীদেরকে এখানে বিভিন্ন উৎপাদনমুখী কাজেও অংশ নিতে হয় বিধায় পরিশ্রম করার মানসিকতাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদেরকেই অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

ভর্তি পরীক্ষায় যারা উত্তীর্ণ হবে তারা উপরোক্ত যে কোন একটি বিষয়ের উপর তিন বছরের প্রশিক্ষণ পাবে, যা ভর্তির পর প্রথম সাময়িক পরীক্ষার ফলাফলের উপর ভিত্তি ক'রে সেকশন নির্বাচন/নির্ধারণ করা হবে।

বাৎসরিক ভর্তি ফি:	প্রথম বারের জন্য	- ৩,০০০.০০ টাকা
	পরবর্তী প্রতি বছরের জন্য	- ১,৫০০.০০ টাকা
	সিকিউরিটি মানি	- ৩,০০০.০০ টাকা (যারা হোস্টেলে থাকবে)
	সিকিউরিটি মানি	- ১,০০০.০০ টাকা (যারা বাইরে থাকবে)

যারা ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবে এবং হোস্টেলে থাকবে তাদেরকে প্রয়োজনীয় ব্যক্তিগত জিনিসপত্র নিয়ে বিদ্যালয়ে কত তারিখে উপস্থিত থাকতে হবে তা পরবর্তীতে জানানো হবে। প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের মধ্যে অবশ্যই থাকতে হবে:

১। মশারিসহ বিছানাপত্র, ব্যক্তিগত কাপড়-চোপড় ইত্যাদি।

২। জানুয়ারি মাসের বেতন, হোস্টেল ফি এবং ভর্তি ফিসহ মোট ৩,০০০.০০ টাকা (প্রথম সাময়িক পরীক্ষার পর মাসিক বেতন কোর্সের মেয়াদ অনুসারে নির্ধারিত হবে)

৩। ক্লাশের বই-খাতার জন্যে আরো অতিরিক্ত কিছু টাকা।

বিস্তারিত তথ্যের জন্য যোগাযোগ করার টেলিফোন নম্বর: (০২)৪৭১১৫৯৯৫: অফিস বা +৮৮০১৭১১-৫২৮২০৯: অফিস বা ই-মেইল নম্বর: Br. Rocky Gosal, CSC: (brorockycsc@gmail.com)

ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিতদের বিশেষভাবে অনুরোধ করা হচ্ছে এ ব্যাপারে বিদ্যালয় অধ্যক্ষের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করতে যেন সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করা যায়।

ব্রাদার যোগেশ জন কর্মকার সিএসসি।

অধ্যক্ষ

মোবাইল : 01732466633

বিজ্ঞ/৩১৭/২১

“৭১-এর পাতা থেকে ”

বীর মুক্তিযোদ্ধা
চার্লস সুবল গমেজ ভূইয়া
গেজেট নং- ২৬৭৩

১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে স্বাধীনতা যুদ্ধ চলাকালীন নবাবগঞ্জ থানার একটি গ্রামে পাকিস্তান স্বৈরাচার সরকারের লেলিয়ে দেয়া সৈনিক নামধারী পশুর চেয়েও অধম, হায়নাদের চেয়েও হিংস্র, বর্বর নরঘাতকের নিষ্ঠুর, নির্মম অত্যাচার নিজ চোখে দেখা বাস্তব ঘটনা। নবাবগঞ্জের উপর কল-কল ছল-ছল কলতানে বয়ে যাওয়া নদীটির নাম ইছামতি। এর উৎপত্তি আমাদের প্রতিবেশি রাষ্ট্র নেপাল, বিশ্বের সর্বোচ্চ পর্বত শৃঙ্গ হিমালয়, সেই হিমালয়ের বরফগলা পানির যে ঢল প্রতিবেশি রাষ্ট্র ভারতের উপর দিয়ে গঙ্গা নদীর নাম ধারণ করে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে প্রমত্তা পদ্মা নদীতে, সেই পদ্মা নদী থেকেই। দোহার থানার কার্তিকপুর দিয়ে গড়িয়ে নেমে এসে ইকরাশী ইমাম নগরের মধ্যদিয়ে নতুন ও পুরাতন বান্দুরা হয়ে এঁকে-বেঁকে ভাটার টানে বয়ে চলে গেছে গোল্লা, গোবিন্দপুর, কলাকোপা, নবাবগঞ্জ, বাগমারা, বক্সনগর, কোমরগঞ্জ, কৈলাইল, মাইলাইল, ভাঙ্গা ভিটা হয়ে বিক্রমপুরের মুন্সিগঞ্জের মরিচার পরে সৈয়দপুরে ধলেশ্বর নদীতে মিশেছে। নবাবগঞ্জের উপর দিয়ে বয়ে চলা এ নদীর পাড়ের একটি গ্রামের নাম হলো বক্সনগর। হিন্দু, মুসলমান, খ্রিস্টানসহ বিভিন্ন ধর্মের এবং কৃষক, জেলে, কামার, কুমার, মুচি, কাঠমিস্ত্রী, স্বর্ণকার, বাঁশ ও বেতের শিল্পী এবং চাকুরিজীবী সব লোক নিয়েই বক্সনগর একটি আদর্শ ও সুন্দর গ্রাম। ইছামতি নদীর মুখ থেকে দুটি নালা ছোট ও বড় বক্সনগরের মধ্যদিয়ে আড়িয়াল খাঁ বিলে মিশে গেছে। বর্ষা মৌসুমে খাল দুটো দিয়ে জোয়ারের পানি খরস্রোতা হয়ে বয়ে চলে। আবার গ্রীষ্মে তা শুকিয়ে গিয়ে পায়ে চলা মেঠো পথের রূপ নেয়। দেশীয় বিভিন্ন ফল-ফলানী ও সবুজ গাছ-গাছালী, বাঁশ-ঝাড়, বেত-ঝোপ ও সবুজ লতাপাতায় ঘেরা একে অপরের সাথে মায়া-মমতায় জড়ানো। পল্লী কবি জসীম উদ্দিনের ভাষায় “মিলে মিশে আছে যেন আত্মীয় হেন।” দুটি মসজিদ, তিনটি পূজা মণ্ডপ ঘর, একটি গির্জা, একটি হাই স্কুল, দুইটি প্রাইমারি স্কুল নিয়েই বক্সনগর গ্রাম। ঈদ, বড়দিন, পূজা-পার্বণ সব উৎসবই আনন্দ মুখর। সবার ঘরে সবার অবাধ যাতায়াত, উঠা-বসা, খানা-পিনা একের বিপদে অন্যের সাহায্য প্রত্যেকের তরে আমরা সকলে। কিন্তু কি যেন হলো ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে পশ্চিমা মাউরা মিলিটারি ঠিক যেন হিংস্র ঈগলের ন্যায় উড়ে এলো। নিরীহ বাংলা মায়ের বড় বড় শহর এবং জেলা শহরের পর গ্রামগুলোকেও ওরা ওদের হিংস্র থাবায় তছনছ করে দিল। আমাদের এই সুন্দর সবুজ শ্যামলী ঘেরা হৃদয়ের বন্ধনে, আত্মার বন্ধনে একে অপরের সাথে মিলেমিশে থাকা সুন্দর আদর্শ গ্রামটিতেও আঘাত হানলো এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি সময়ে। গ্রাম বাংলার বৈশাখের নবান্ন উৎসবের ঠিক পূর্ব মুহূর্তে। নবাবগঞ্জে যেদিন প্রথম মিলিটারি আসে সেদিন ছিল রবিবার। আজও আমি চোখ বন্ধ করে

মনের দৃষ্টিতে দেখতে পারি সে দিনটির নির্জন নিস্তব্ধতা ও এক পল্লী গাঁয়ের হাহাকার। শব্দহীন অপরাধের ভয়াল শূণ্যতার করুণ চিত্র। তখন আমার বয়সই বা কত? বক্সনগর উচ্চ বিদ্যালয়ের ৭ম শ্রেণির ছাত্র। সেদিন যখন জানতে পারলাম মিলিটারি নবাবগঞ্জে আসছে ঠিক তখনই মায়ের অজান্তে চলে গেলাম নদীর পাড়ে বক্সনগর বাস ষ্টেশনে। তখন সমস্ত দোকানপাট বন্ধ করে সবাই তাদের পরিবার-পরিজনের সাথে নিরাপদ আশ্রয় খুঁজছে আর ভাবছে এই বুঝি মিলিটারি এলো। বাস ষ্টেশনের পাশে মণি ঋষি সম্প্রদায়ের বাড়ি-ঘর। ওরা খবর শোনার সাথে সাথেই মূল্যবান জিনিসপত্র নিয়ে গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে দক্ষিণের আড়িয়াল খাঁ বিলের সংলগ্ন বাড়ি গুলোতে আশ্রয় নিয়েছে। আমি বন্ধ চায়ের দোকানের সামনে পাতা একটি বেঞ্চে বসলাম। ষ্টেশন ফাঁকা, তবে একটু দূরে বক্সনগর খালের মুখে দোহার জয়পাড়ার কিছু ঘোড়া চালক ঘোড়া নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আমার কোন ডর ভয় নেই, কারণ আমি খ্রিস্টান এবং আমার গলায় বড় ক্রুশ আছে। আর ওরা খ্রিস্টানদের কিছু বলে না। ওদের প্রধান শত্রু হলো বাংলার হিন্দুরা। ওরা হিন্দুদের নাম দিয়েছে কাফের। ওরা কাফের মারতে এসেছে। কারণ পূর্ব বাংলা এবং তাদের প্রাণপ্রিয় নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে নাকি ইন্দিরা সরকারের কি সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। তাই এরা পূর্ব বাংলার হিন্দুদের খতম করতে এসেছে। সম্ভবতঃ বেলা ৩টা কি সাড়ে ৩টা নাগাদ মিলিটারি বোঝাই তৎকালীন বহুল পরিচিত মোমিন মটর কোম্পানীর পুরোনো মডেলের বাস দেখা গেল। কারণ এই সময় মোমিন কোম্পানীর বাস তাদের নিজস্ব রাস্তা করা লাইনে জিনজিরা থেকে বক্সনগর পর্যন্ত চলতো। মিলিটারির গাড়ি ষ্টেশনের কাছাকাছি চলে এলো। গাড়ির ছাদের উপরে রাইফেল ও অন্যান্য আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত ও পজিশনে বেশ কিছু মিলিটারি ও বাকিরা ভিতরে প্রায় ১০০/১৫০ জন মিলিটারি হবে। তারা কিছু গাড়ি থেকে নেমেই ষ্টেশনের চারপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পজিশন নিল। বাকিরা সবাই নেমে একত্র হলো। আমাকে একজন হাতের ইশারায় কাছে ডাকলো। আমি কাছে আসলে নাম জিজ্ঞেস করলো, বললাম চার্লস গমেজ। গলায় ক্রুশ দেখে বললো ইছাই? আমি বললাম, হ্যাঁ অর্থাৎ খ্রিস্টান। এরপর জানতে চাইলো এসব দোকানপাট বন্ধ কেন? লোকজন কোথায়? আমি বললাম আজ হাটবার সবাই হাটে গেছে। মানে এখানে রবিবার কোমরগঞ্জ ও নবাবগঞ্জ সাপ্তাহিক বড় ধরনের বাজার বসে তাই এসব দোকানপাটের লোকজন ঐ বড় বাজারে গেছে তাদের সাপ্তাহিক মালামাল কিনতে। আমার সাথে কথা বলতে দেখে আশেপাশে অপেক্ষারত শান্তি বাহিনী নামধারী আশেপাশের গ্রামের কিছু মুসলমান মুরুব্বী সাদা পাঞ্জাবী পায়জামা ও গোল সাদা টুপি মাথায় এক পা দু'পা করে সালাম দিয়ে কাছে এসে দাঁড়ায়। এদের সাথে মিলিটারি অফিসাররা কথা বলতে লাগলো। এদের মধ্যে একজনের বাড়ি কাছে, এমন

একজন দোকানদারকে ডেকে এনে দোকান খুলে ডাবের পানি ও চায়ের আপ্যায়নের ব্যবস্থা করলো। স্থানীয় লোকদের কথা বার্তায় পোষাকের বাহার দেখে মিলিটারিরা এদের শান্তি বাহিনীর আদমী বলে চিনতে ভুল করলো না। যা হোক এর অল্প কিছুক্ষণ পরেই মিলিটারির দল ঐ সমস্ত বাহিনীর লোকজনদের সাথে নিয়েই নবাবগঞ্জ থানার পথে পা বাড়ালো। আমি ফিরে গেলাম লোকজনদের বাহব্বা নিয়ে। বিকালে খবর পেলাম পাক মিলিটারি নবাবগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয়ের দু'তলা বিল্ডিং-এ তাদের ক্যাম্প বসিয়েছে। পরদিন ১০/১১টা নাগাদ শুনতে পেলাম আমাদের খ্রিস্টান পাড়ার উত্তরে ও পশ্চিমে যে সব হিন্দু বাড়িঘর রয়েছে তাদের করুণ আর্তনাদ ও চিৎকার, হৈ হুল্লোড়, মিলিটারি আইছে পালাও সবাই পালাও। যে যেখানে যে অবস্থায় ছিলো সে অবস্থাতেই দৌড়। গন্তব্যস্থল গ্রামের দক্ষিণের আড়িয়াল খাঁ বিলের বড় বড় মাছ চাষের ডাঙ্গা বা দিঘীগুলোর পাড় ও ঝোঁপ-ঝাড়। বাড়ি থেকে বের হয়ে রাস্তায় নেমে দেখলাম সবাই দৌড়াচ্ছে। কেউ খালি হাতে, কেউ বা ছেলে- মেয়ে কোলে তুলে নিয়ে, কেউ বা কিছু জিনিসপত্র নিয়ে। এদের একজন বললো, সে দেখেছে ১৫/২০ জনের একটি দল গ্রামে ঢুকছে। আমিও বাড়ির ভিতরে চলে এলাম। মা সবাইকে নিয়ে ঘরের ভিতরে যেতে বললো। আমরা সবাই ঘরের ভিতরে চলে গেলাম। আমাদের উত্তর ভিটার ঘরগুলো এক লাইনে। বাংলো ঘর থেকে রান্না ঘর হয়ে পাকা পায়খানা পর্যন্ত ৭টি ঘর এক লাইনে। এক ঘরের ভিতর দিয়ে সব ঘরের ভিতরে যাওয়া যায়। মাঝখানে একটি ঘর দু'তলা। তখনকার দিনে টপ বারান্দা দিয়ে তৈরি। আমরা সবাই বাংলো ঘরের জানালা বন্ধ করে বেড়া ও জানালার ফাঁকা দিয়ে দেখার চেষ্টা করছিলাম যে, কোন রাস্তা দিয়ে মিলিটারি আসে। কারণ আমাদের বাড়ির পশ্চিম ও উত্তর দিক দিয়ে দু'টি রাস্তাই আমাদের বাড়ি হয়ে গ্রামে ঢুকেছে। যাই হোক বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না। কিছুক্ষণ পর দেখতে পেলাম মিলিটারির দলটি আমাদের বাড়ির পশ্চিম দিকের রাস্তা দিয়ে আসছে। সবার হাতে কাঁধে বন্দুক, রাইফেলসহ আধুনিক সব অস্ত্রপাতি। খুব সাবধানে চারপাশ দেখে নিয়ে ওরা চলছে। ওরা আমাদের বাড়ির পিছনে উত্তরের রাস্তা দিয়ে চকের দিক দিয়ে চলে গেল। এই ঘর ঐ ঘর করে রান্না ঘরে এসে দেখলাম ওরা কোথায় যায়। শেষ পর্যন্ত দেখা গেলো ওরা চকের রাস্তা দিয়ে ফিরে এসে আবারও আমাদের গ্রামের ভিতরে ঢুকে গেল। গতকাল মিলিটারি আসার পর আমরা বাড়িতে ভাই-বোনেরা রাতে রান্না ঘরের মাচার নিচে গর্ত করে আমাদের বাড়ির সমস্ত মূল্যবান জিনিসপত্র যেমন সোনা, রূপা, পিতল, কাসা, কাপড় ও দরকারি কাগজপত্র, দলিলপত্র ইত্যাদি টিনের বাক্সে ভরে সেই গর্তে পুতে রেখে তার উপর শুকনো খরপাতা দিয়ে ঢেকে রাখি এবং বড় ভাইয়ের ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের দেখিয়ে রাখি এবং বলি যদি আমাদের বাড়ি ঘর জ্বালিয়ে দেয় বা আমাদের বড়দের মেরে ফেলে, তবে দিন ভালো হলে তোরা বেঁচে থাকলে এসব তুলে নিস। যাই হোক মিলিটারি গ্রামে ঢোকার ঘন্টা খানেক পর আমাদের গ্রামের বয়স্ক দু'জন লোক আমাদের বাড়িতে এলো বাবার বন্দুক নিতে। বাবা তখন ঢাকায় কর্মরত। উক্ত লোকদের নিকট জানতে পারলাম যে, মিলিটারিরা প্রথমে নবাবগঞ্জের প্রতিটি গ্রাম থেকে যাদের বন্দুক বা আগ্নেয়াস্ত্র আছে সেগুলো সংগ্রহ করছে। ওদের কাছে তালিকা আছে কোন কোন গ্রামে কোন কোন লোকের কাছে অস্ত্র আছে। ওরা সব অস্ত্র জমা নিচ্ছে। আমার বাবার দু'নালা বন্দুকসহ আমাদের গ্রামে ১২টি বন্দুক ছিল। সবগুলোই ওরা নিয়ে গেল। এসব আর কখনও ফেরৎ পাওয়া যায়নি। এর আরও ঘন্টা খানেক পর মিলিটারির ঐ দলটি আমাদের গ্রামের সব বন্দুক নিয়ে আবার আমাদের বাড়ির পেছনের উত্তর পাশ দিয়ে চলে গেল। হঠাৎ দুপুরে শুনতে পেলাম বৃষ্টির মধ্যে বিচ্ছিন্ন কিছু অটোমেটিক গুলির শব্দ। এর ঘন্টা খানেক পর জানতে পারলাম ছোট বক্সনগর নদীর পাড়ের জেলে পাড়ায় পাক হায়েনারা ঢুকে জেলেদের দুটি পাড়ায় বৃষ্টির মধ্যে যাদের বাড়িতে পেয়েছে তাদের ধরে দু'জন দু'জন করে হাত-পা বেঁধে বিষাক্ত কিরিচ দিয়ে ক্ষত করে নিষ্ঠুর ও নির্মমভাবে হত্যা করেছে। আর যাদের ধরতে পারেনি কিন্তু দৌড়ে পালাতে দেখেছে তাদেরই পশু-পাখির ন্যায় গুলি করে মেরেছে। বিকেলে বৃষ্টির মধ্যে ছাতা মাথায় দিয়ে আমার সমবয়সী আরো দু'একজনের সাথে আমি লাশ দেখতে বা কিভাবে মেরেছে তা দেখতে গেলাম। আমাদের স্কুলের পশ্চিম পাশের রাস্তার উপরই পরে আছে আমার খুব পরিচিত লোকজন। আমাদের এক ক্লাস উপরের ক্লাসের ছাত্র ননী গোপালের লাশ। সম্ভবতঃ ও দৌড়ে পালাতে চেষ্টা করেছিল। দূর থেকে ওকে গুলি করে মেরেছে। শীতল মাটিতে পরে যেন মায়ের বুকে পরম শান্তিতে ঘুমিয়ে আছে আমাদের বন্ধু ননী গোপাল। দুঃখ বেদনায় মনটা ভরে গেল। চোখের মণিকোঠা হতে নেত্রনালী হয়ে বেদনার অশ্রুফোঁটা গড়িয়ে পড়ল গণ্ড দেশে। ননী গোপাল আর আমাদের সাথে স্কুলে পরবেনা। আমাদের সাথে আর কথা বলবে না, খেলবে না মাঠে। জামা-কাপড়ে চোখের জল মুছে জেলে পাড়ার গলিতে পা বাড়ালাম। জেলে পাড়ার মাতব্বর মোহন এর বাড়ির পিছন দিক দিয়ে এই গলি জেলে পাড়ায় ঢুকেছে। আর এর মধ্যেই দেখতে পেলাম আরো ১২টি লাশ। হাত-পা বাঁধা অবস্থায় জোড়ায় জোড়ায় পরে আছে। বাংলা মায়ের মাটিকে তারা তাদের বুকের তাজা রক্ত ও বৃষ্টির জল দিয়ে ভিজিয়ে দিয়ে গেল। এই বৃষ্টির মধ্যেই তারা তাদের বাড়ি-ঘর পাহারা দেওয়ার জন্য বাড়ির মধ্যে লুকিয়ে ছিল। তারা হয়তো ভাবতেই পারে নাই যে, এই বৃষ্টির মধ্যে মিলিটারি আসবে এবং তাদের এই রকম নির্মম মৃত্যু ঘটবে। তারপর বক্সনগরের নদীর পাড়ে কাঠের পুল পার হয়ে জেলেদের পশ্চিম পাড়ায় গেলাম। যেখানে এদের ধর্মীয় উপাসনার জন্য কালী মণ্ডপ রয়েছে। কালীমণ্ডপের সামনেও দেখতে পেলাম পাক হায়েনারা ২ জনকে নির্মম ও নিষ্ঠুরভাবে গুলি করে মেরে ফেলে রেখেছে। সম্ভবতঃ এরা দু'জন দৌড়ে বাঁচার তাগিদে নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য মায়ের মন্দিরে যাবার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু তাদের মায়ের চরণ তলে পৌঁছার আগেই হায়েনারা গুলি করে তাদের বুক ঝাঁঝরা করে মায়ের মন্দিরের বাইরেই শুয়ে দিল। পাক হায়েনারা ঢুকলো কালীমন্দিরে। দূর থেকে মন্দিরের ভেতরে মাটির প্রতিমা গুলোকে ওরা ওদের হাতের অস্ত্রপাতি দিয়ে গুলিতে ক্ষত-বিক্ষত করল এবং মন্দিরের ভেতরে ঢুকে রাইফেলের বাট দিয়ে ভেঙ্গে-চুড়ে গুড়িয়ে দিলো। এই ঘটনা এটাই প্রমাণ করে যে, পাক হায়েনারা কত বড় পাষণ্ড, কত বড় পিশাচ ও কত বড় নর ঘাতকের দল। সারা বিশ্বের মানুষ এদেরকে কাফের না বললে কাকে কাফের বলবে? পাক হায়নারা গ্রাম বাংলায় ও দেশের অন্যান্য সবজায়গাগুলোতে এ ধরনের জঘন্যতম কার্যকলাপেই আমার মতো এদেশের শত শত অতি কিশোর, যুবক, বয়স্ক এমনকি অতি বয়স্ক দেশ প্রেমিক বাঙ্গালীর মনে ঘৃণা, প্রতিহিংসা ও প্রতিশোধের আগুন জ্বলে উঠে এবং পাক হায়েনাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে বাংলার মাটি থেকে পশ্চিম পাকিস্তানের মাউরা সরকার ও মাউরা জনগণের সাথে সম্পর্ক ঘুচিয়ে এদেশ থেকে ওদের নাম নিশানা মুছে দেশকে মুক্ত করতে ছোট-বড়, ছেলে-মেয়ে, মা-বোন সবাই যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং দেশের স্বাধীনতা ছিনিয়ে আনে, বিশ্বের বুকে চরম লজ্জা ও অপমানজনকভাবে পাক-সেনাদের বাঙ্গালীদের কাছে আত্মসমর্পনের মধ্যদিয়ে। নয় মাস যুদ্ধের পর সার্থক হলো আমাদের ৩০ লক্ষ শহীদের ও শত সহস্র মা-বোনের ইজ্জতের বিনিময়ে পাওয়া এ স্বাধীনতা। তোমরা যারা এ দেশের জন্য রক্ত দিয়ে গেছো আর যেসব মা-বোনের ইজ্জতের বিনিময়ে স্বাধীন হলো এ দেশ, বিশেষ করে আমরা যারা মুক্তিযোদ্ধা আমরা কখনও ভুলবো না তোমাদের আত্মত্যাগের কথা এবং বাংলার যেসব জনগণ যারা দেশকে ভালোবাসে তারাও ভুলবে না কখনও। চিরদিন চিরকাল স্মরণ করবো আমরা বংশ পরম্পরায়, গাইবো বাংলার গান-- জয় বাংলা, বাংলার জয়॥

এসএসসি পরীক্ষার্থীগণ ভর্তি নিয়ে কি ভাবছে

ডমিনিক দিলু পিরিছ

স্কুল পর্যায়ে জীবনের লক্ষ্য নিয়ে বাংলা ইংরেজী এ দু'ভাষাতেই রচনা মুখস্থ করেছি ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ার হব। আমাদের বেশীরভাগ বাবা-মা অভিভাবকগণও তাই চান। কিন্তু আমরা কি কখনও ছেলে মেয়েদের ইচ্ছার কথা শুনি, আসলে তারা কি পড়তে বা হতে চায়? আমাদের দুর্ভাগ্য যে, পরিবার হতে অথবা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হতে আমাদের কোন কেরিয়ার কাউন্সিলিং ব্যবস্থা নেই। দেশে বর্তমানে কি ধরণের কাজের চাহিদা আছে বা ভবিষ্যতে কি ধরণের কাজের চাহিদা বাড়বে বা কি ধরণের দক্ষকর্মী প্রয়োজন হবে তা আমরা বিবেচনা করি না। কেউ যদি দেশের বাইরে যেতে চায় তাহলে ঐ দেশে বর্তমানে কি ধরণের দক্ষতাসম্পন্ন মানুষ দরকার বা ভবিষ্যতে কি ধরণের দক্ষতাসম্পন্ন মানুষের প্রয়োজন হবে তা বিবেচনায় নেয়া হয় না। যার ফলে দীর্ঘ সময় পড়াশুনা করে সর্বোচ্চ ডিগ্রি নেয়ার পরও চাকুরী বাজারে হতাশা নিয়ে ঘুরতে হয় লক্ষ লক্ষ বেকার যুবকদের।

ইতোমধ্যে ২০২১ খ্রিস্টাব্দের এসএসসি পরীক্ষা শুরু হয়েছে। বর্তমানে করোনার প্রাদুর্ভাবে শিক্ষাজীবন দারুনভাবে ব্যহত হয়েছে। এ ক্ষতি পুষিয়ে নেয়া কোন ভাবেই সম্ভব নয়। কিন্তু হতাশা নিয়ে বসে থাকলে তো চলবে না। আবার সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে ভুল করলে হয়তো হতাশায় ডুবতে হবে। তাই অভিভাবক ও ছাত্র ছাত্রীদের এখনই চিন্তা করে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে হবে। একটু সুদূরপ্রসারী সিদ্ধান্ত নিতে হবে যাতে সামনের জীবনে যে সকল চ্যালেঞ্জ আসবে তা মোকাবেলা করা সহজ হয়। সাধারণ শিক্ষা গ্রহণ করবে বা পেশাগত শিক্ষা তা এ পর্যায়ে ঠিক করতে পারলে ভাল। অনেক অভিভাবক ফোন করে বা আলোচনাকালে জানতে চান তার ছেলে বা মেয়েকে কোথায় ভর্তি করলে ভাল হয়? অনেকে বলে থাকেন সাধারণ পড়াশুনা করে কি করবে, চাকুরীর কোন নিশ্চয়তা নেই। আবার সাধারণ শিক্ষায় যে সময় ও অর্থ খরচ হবে তার চেয়ে সল্প সময়ে কম খরচে কারিগরি শিক্ষা শেষে কর্মসংস্থানের একটা নিশ্চিত ব্যবস্থা হবে। এছাড়া আরেকটি বিষয় অনেকেই বলেন তার ছেলে-মেয়ের ইচ্ছা কারিগরি শিক্ষা বা ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং পড়বে। কিন্তু কোন শ্রেণি সম্পন্ন করে ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে হয় তা সঠিকভাবে জানে না। যার ফলে অনেকে এইচএসসি/ ডিগ্রি পাশ করার পর একাডেমিক শিক্ষাবর্ষ নষ্ট করে ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে আগ্রহ দেখায়।

আমার এ লেখার প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে এসএসসি পাশ করে আমাদের সন্তানেরা পরবর্তী ধাপে যাতে সাধারণ শিক্ষা বা কারিগরি শিক্ষার সঠিক প্রতিষ্ঠান বেছে নিতে পারে। কেউ যেন এইচএসসি বা ডিগ্রি পাশ করে ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে না আসে। কারণ ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে এসএসসি পাশ করলেই হবে। এইচএসসি বা ডিগ্রি পাশ করে ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং পড়া যাবে কিন্তু শুধু শুধু একাডেমিক শিক্ষাবর্ষ নষ্ট হবে। এসএসসি পাশ করার পর সাধারণভাবে আমরা ছেলেমেয়েদের মিশনারী পরিচালিত কলেজে সাধারণ শিক্ষায় ভর্তি করতে চাই। কিন্তু কেউ যদি ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে আগ্রহী হয় তাহলে তার সাধারণ শিক্ষায় ভর্তি না হয়ে কারিগরি শিক্ষায় ভর্তি হতে হবে। আমি অবশ্যই জোর দিব কেউ যদি সরকারী পলিটেকনিক্যালে ভর্তির সুযোগ পায় তাহলে তা গ্রহণ করার। অন্যথায় বাংলাদেশ কাথলিক বিশপ সম্মিলনীর প্রতিষ্ঠান কারিতাস বাংলাদেশের প্রকল্প মিরপুর এগ্রিকালচারাল ওয়ার্কসপ এন্ড ট্রেনিং স্কুল (মট্স) এ ভর্তি হতে আহ্বান জানাচ্ছি। ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দ তারিখে মট্সের যাত্রা শুরু হয়। মট্স এর প্রধান উদ্দেশ্যসমূহ হচ্ছে গ্রামীণ ও পিছিয়ে থাকা যুবক ও যুবমহিলাদের চাহিদা সম্পন্ন কারিগরি শিক্ষায় প্রশিক্ষিত করা। এসএসসি পাশ করার পর মট্স এ প্রধানত নিম্নবর্নিত দুটো কোর্সে ভর্তি হওয়া যায়;

চার বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্স: মট্স ২০০৪ খ্রিস্টাব্দ থেকে কারিগরি শিক্ষাবোর্ড এর অনুমোদন নিয়ে ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্স পরিচালনা শুরু করে। এসএসসি পাশকৃত শিক্ষার্থীরা এই কোর্সে ভর্তি হয়। এই কোর্সের পাঠ্যক্রম এবং একাডেমিক কার্যক্রম কারিগরি শিক্ষা বোর্ড দ্বারা পরিচালিত হয়। দক্ষ সুপারভাইজার এবং মধ্যস্তরের ব্যবস্থাপক তৈরীর লক্ষ্যে এই কোর্সটি পরিচালিত হয়। মট্স এ বর্তমানে অটোমোবাইল, সিভিল, ইলেকট্রিক্যাল, ইলেকট্রনিক্স এবং মেকানিক্যাল টেকনোলজি রয়েছে। মট্স হতে পাশকৃত ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার্থীরা বাংলাদেশের স্বনামধন্য সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত হচ্ছে। এসএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় পাশ করার পর ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং ভর্তি হতে হয়। তবে এইচএসসি পাশ করার পর ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্সে অবশ্যই ভর্তি হওয়া যাবে। এমনকি যে কোন শাখার (বিজ্ঞান, মানবিক বা ব্যবসা শিক্ষা) শিক্ষার্থীগণ ভর্তি হতে পারবে। বর্তমানে যারা এইচএসসি গণিতসহ বিজ্ঞান বিভাগ হতে পাশ করে আসবে তারা সরাসরি ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং এর ২য় বর্ষে ভর্তি হতে পারবে।

তিন বছর মেয়াদি কারিগরি প্রশিক্ষণ কোর্স (এলটিএমসি): ১৬ থেকে ২০ বছরের তরুণদের জন্য কারিতাস সুইজারল্যান্ডের সহযোগিতায় তিন বছর মেয়াদি কারিগরি প্রশিক্ষণ কোর্স ডিজাইন করা হয়েছে। এসএসসি পাশকৃত শিক্ষার্থীরা অটোমোবাইল ও মেশিনিষ্ট দুটি ট্রেডে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে পারে। এই কোর্সের সেশন জানুয়ারি মাস থেকে শুরু হয়। কোর্স সম্পন্নকারী প্রশিক্ষণার্থীরা দেশের ভিতরে কর্মসংস্থানে/ আত্মকর্মসংস্থানে নিয়োজিত হচ্ছে এবং দেশের বাইরে সুনামের সঙ্গে তাদের দক্ষতা প্রদর্শন করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করছে।

উল্লেখিত কোর্স ছাড়াও মট্স এ আরও বিভিন্ন ধরণের প্রশিক্ষণ (ফ্রি কোর্স) চলমান রয়েছে। মট্স ওয়েব সাইট/মট্স ফেসবুক পেজে ভর্তিসহ অন্যান্য সকল তথ্য পাওয়া যাবে। মট্স পরিচলিত কারিগরি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধির পাশাপাশি মূল্যবোধ শিক্ষা দেয়ার কারণে প্রাপ্ত শিক্ষা তাদের আচার-আচরণের ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটিয়ে থাকে। একজন মানুষ যেন সার্বিকভাবে-পূর্ণাঙ্গরূপে মানুষ হিসেবে গড়ে উঠতে পারে আমরা সেদিকে নজর দিয়ে থাকি। আমার বিশ্বাস ও আশা প্রতিটি মানুষ যেন সমাজে পরিবারে করুণা বা দয়ার পাত্র না হয়ে ভালবাসার পাত্র হয়ে নিজের আত্মসম্মান নিয়ে চলতে পারে॥

সেদিনের গল্পকথা

হিউবার্ট অরুণ রোজারিও

আইনের শাসন জনগণের সেবক

মানব সভ্যতা ও গণতান্ত্রিক প্রশাসন বা জনগণের শাসন সবই নির্ধারণ করে আইনের শাসন। মানুষের জন্য হিতকর হচ্ছে আইন সর্বপ্রধান এবং আইন সকলের জন্যই একই ভাবে প্রয়োগ করা হবে। যত বড় ও উচ্চ ধরনের ক্ষমতাশীলই হোক না কেন সকলের জন্যই আইন সমান। গণতন্ত্রের চাবিকাঠিই নির্ভর করে এই আইনের শাসনের উপর। সাধারণ আইন সর্বশ্রেষ্ঠ, কেউ আইন অমান্য করলে আইন অনুযায়ী তার বিচার ও শাস্তি হতে পারে। অন্য কোন ভাবে তার বিচার করা চলবেনা। আইনের প্রয়োগ ব্যতীত বিচার হবে অবিচার।

সাতটি বিষয় বিবেচনায় নিয়ে আইনের শাসনের সূচক করা হয়। প্রথমটি হচ্ছে রাষ্ট্রের ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা, নিয়ন্ত্রণমূলক ক্ষমতার প্রয়োগ। দ্বিতীয়: ফৌজদারি ও দেওয়ানী বিচার পাওয়ার অধিকার সকলের, তৃতীয়: জননিরাপত্তার অধিকার এবং শেষটি সরকারি তথ্য প্রকাশের স্বাধীনতা। কোন দেশে কোন কোন ক্ষেত্রে আইনের শাসন ভঙ্গ হয়েছে কি না তা বিচার বিভাগই সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে। বিচারকদের শপথ বাক্যতে লেখা আছে "আমি বাংলাদেশের সংবিধান ও দেশের আইনের রক্ষক, সবসময় সমর্থন করি ও জনসাধারণের নিরাপত্তা করি। আমি ভীত বা অনুগ্রহ, অনুরাগ বা বিরাগের বশবর্তী হইয়া, সকলের প্রতি আইন অনুযায়ী যথা বিহিত আচরণ করিয়া থাকি।" বিচারকগণ জনগণের সেবক, তাঁদের কর্তব্য আইন অনুসারে বিচার করা, আইনের শাসন সমুন্নত রাখা। বিচারকগণ ও জনগণের কাছে জবাবদিহিতা রয়েছে। সেটাই সম্ভব গণতান্ত্রিক প্রশাসনে। বাংলাদেশের সুপ্রিম কোর্টের বিভিন্ন রায়েও আইনের শাসনের স্বীকৃতি রয়েছে।

ইংল্যান্ডে প্রথম আইনের শাসনের পক্ষে রায় হয়েছে ১২১৫ খ্রিস্টাব্দের ম্যাগনা কার্টার চুক্তিতে। এর আগে রাজা বা রাণীর সিদ্ধান্তই ছিল দেশের আইন, তা মানা না হলে তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হতো। বাংলার রাজার আইন অমান্যকারীকে "শূলে চড়ানো" হতো। ম্যাগনা কাঁটা চুক্তিপত্রে ইংল্যান্ডের প্রতাপশালী একনায়ক রাজা জয়ের কুশাসনকে, জনগণ এবং ধর্মযাজকগণ রাজাকে আইনের শাসনের চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করতে বাধ্য করা হয়। সেখানে আইনের শাসনকে প্রাধান্য দেওয়া হয় এবং কোন ব্যক্তিকে সাজা দেওয়ার পূর্বে তার বিচার ও আত্মপক্ষ সমর্থনের সুপারিশ করা হয়।

জনগণের পক্ষে সর্বশ্রেষ্ঠ প্রয়োগের সংজ্ঞা ও মুক্তির বিধান হিসেবে "Writ of Habeas Corpus Ges" বিধান স্থাপন করা হয়। এটাই সবচেয়ে পুরানো আইনের শাসনের দলিল।

ইতিহাসে দেখাযায় খ্রিস্টপূর্ব ৪৬৯-৩৯৯ অব্দে গ্রীস দেশের দার্শনিকগণ আইনের শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে আলোচনা করেছেন। দার্শনিক সক্রেটিস ও তার ছাত্র প্লেটো। খ্রিস্টপূর্ব ৩৯৯ সক্রেটিস অবাঞ্ছিত বিচার মেনে নিয়ে তার রায় মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়েছিল। পালাবার অনেক রাস্তা খোলা থাকা সত্ত্বেও গ্রীসের সুপ্রীম কোর্টের রায়টি তিনি মাথা পেতে নিয়েছিলেন আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে। মহাজ্ঞানী মৃত্যুর পূর্বে রাজনীতিতে শাসনের তিনটি বিভাগের প্রয়োজনীয়তা মেনে নিয়েও তাদের পৃথক ও স্বীয় কর্তব্যের উপর জোড়ালো বক্তব্য রেখে গেছেন যা বর্তমানে সকল গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রেই পালিত হচ্ছে। তার বিখ্যাত উক্তি "আইনকে তার নিজস্ব গতিতেই চলতে দাও।"

সূত্র: "খররুন হক" আইনের শাসন॥ ✿

২য় মৃত্যুবার্ষিকী

প্রয়াত মার্গারেট কস্তা

জন্ম : ১৭ অক্টোবর, ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দ

মৃত্যু : ২২ নভেম্বর, ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ

মা...

মধুর আমার মায়ের হাসি চাঁদের মুখে ঝরে,
মা- কে মনে পড়ে আমার মা-কে মনে পড়ে।।
তার মায়ায় ভরা সজল দিঠি, সে-কী কভু হারায়,
সে যে জড়িয়ে আছে ছড়িয়ে আছে সন্ধ্যা রাতের তারায়!
সেই যে আমার মা।
বিশ্ব ভুবন মাঝে তার নেইকো তুলনা।

আমাদের মা নেই। চলে গেছে পরপাড়ে আমাদের সমস্ত মায়ার বন্ধন কাটিয়ে। দুটি বছর পার হয়ে গেল মায়ের বিদায়ের। আমাদের মা এখন শুধুই স্মৃতি, স্মৃতির হীরা-চুনি-পান্না। আমাদের কাছে এখন মা মানে হৃদয়ের গভীর আকুলতা নিয়ে স্মৃতি মনে করা।

মায়ের মৃত্যুর পর থেকে মনে হতো নিরাপদ আশ্রয় বলতে আমাদের আর কিছুই নেই। পরে মনে হতে লাগল মা আমাদের কাছ থেকে চির বিদায় নিয়েছে একথা সত্যি, তাই বলে পৃথিবীতে আমরা একেবারে একা নই, অরক্ষিত হয়ে যাইনি। মা আছেন আমাদের চারপাশে অদৃশ্য শক্তি হয়ে। শুধু সশরীরে মাকে দেখতে পাচ্ছিনা আমরা।
আকাশে চাঁদ উঠবে চিরকাল। চিরকাল পূর্ণিমা চাঁদের আলোয় ভাসবে রাত, সাজবে নব সাজে। আমরা সেই রাতের বুকে আমাদের মায়ের অস্তিত্ব খুঁজে পাব চাঁদের হাসিতে। চাঁদ হাসবে, সাথে সাথে আমাদের মায়ের হাসিমাখা মুখটি আমাদের চোখের সামনে ভেসে উঠবে। আমাদের মা আমাদের কাছে স্মৃতি হয়ে গেছে। কিন্তু এমন ঝলঝলে আলো বিধৌত শাশ্বত স্মৃতি ক'টি হতে পারে? তাইতো স্মৃতি হয়ে গিয়েও আমাদের মা আমাদের চারপাশে জীবন্ত।
প্রভু, তুমি আমাদের মায়ের আত্মাকে চিরশান্তি দান কর। তুমি সদয় হয়ে আমাদের প্রার্থনা গ্রাহ্য কর। আমেন।

তোমারই স্নেহের সন্তানেরা
মুক্তা, নীলয়
নন্দা, গুলশান।

বিপ্র/৩১৮/২১

ক্ষমা চাওয়া মহৎ গুণ

সিস্টার সবিতা কস্তা সিআইসি

সাগর এবং সমুদ্র দুই ভাই। যমজ ভাই দেখতে একই রকম তবে স্বভাব চরিত্রে ভিন্ন। একজন চুপ চাপ শান্ত শিষ্ট ও নরম, কম কথা বলে। অন্যজন ঠিক তার উল্টো স্বভাবের। বেশী কথা বলা যেন তার চিরচরিত অভ্যাস। বড়রা যখন কথা বলে তখন তাকে সেখানে যেতেই হবে এবং সুযোগ পেলে প্রত্যেকটি কথার উত্তর জানা না থাকলেও তাকে যেন সব কথার উত্তর দিতেই হবে। এতে বাড়ির অনেকেই বিরক্ত হয়। অবশ্য তাতে তার কিছু এসে যায় না।

লেখা পড়ায়ও সমুদ্র সাগর থেকে এগিয়ে। এ নিয়েও সাগর সমুদ্রকে নানা কটু কথা বলতে ছাড়ে না। সমুদ্রকে কি ভাবে ছোট করা যায়, সকলের সামনে হেয় প্রতিপন্ন করা যায় এ নিয়েই যেন তার আনন্দ। স্কুলেও একই, সব সময় বন্ধুদের সামনে সাগরকে লজ্জা দিতে পেরে সমুদ্র আনন্দ পায়। প্রাইমারী স্কুলের গণ্ডি পেরিয়ে যখন তারা হাই স্কুলে পা রেখেছে তখন সাগর লেখা পড়ায় আগের চেয়ে বেশী মনোযোগী হয়েছে। দেখতে দেখতে ষষ্ঠ শ্রেণির বার্ষিক পরীক্ষা শেষ হয়ে গেলো। পরীক্ষার রেজাল্টও হাতে পেয়ে গেলো দুই ভাই। সমুদ্র ভাবতেও পারেনি সাগর এত ভালো রেজাল্ট করবে। সাগর প্রথম স্থান অধিকার করে সপ্তম শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হয়েছে। স্কুলের শিক্ষকবৃন্দরাও সাগরকে এত ভাল রেজাল্ট করার জন্য অভিনন্দন ও বাহবা জানাচ্ছে। বন্ধুরাও সাগরকে অভিনন্দন জানাচ্ছে। সাগরের রেজাল্ট নিয়ে সমুদ্র জ্বলে পুরে যেন ছাই হয়ে যাচ্ছে। অন্যদিকে শান্ত-শিষ্ট সাগর ভাই সমুদ্রকে পড়াশুনায় কি ভাবে সাহায্য সহযোগিতা করা যায় তা নিয়ে ভাবে এবং সাহায্য করতে এগিয়ে যায় অথচ সমুদ্র সবসময় সাগরের ক্ষতি করার চিন্তা করে। সাগর সাদাসিধে সহজ সরল সব সময় সে ভাইয়ের পাশে থাকতে চায়। ভাইয়ের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়তে চায়। তাই একদিন সাগর সমুদ্রের অতি প্রিয় ও অনেক পছন্দের একটি উপহার দিল। উপহারটি পেয়ে সমুদ্রের মন পরিবর্তন হলো এবং অনেক অনুতপ্ত হলো আর সাগরের কাছে ক্ষমা চাইলো তার কৃতকর্মের জন্য। এই উপহারের মধ্যদিয়েই দুই ভাইয়ের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। তাই ছোট বন্ধুরা এসো আমরা সবাইকে ভালবাসি এবং ক্ষমা করি তবেই আমরা সবার এবং ঈশ্বরের প্রিয় সন্তান হয়ে উঠব॥

কেমন তোমার ছবি এঁকেছি!

বন্য স্বপ্ন

বনবিথির কবি

একটি মৃত্যু একটি সত্যকে শনাক্ত করে
এই সাফল্য বিস্তর মাঠ
মোহ, ভোগ-বিলাসে
শোধনকারী মরণই
মিলিয়ে নিবে জীবনের হিসেব
কোন সীমারেখায় তাকে বাঁধবার নয়।
আমরা মরণাকাঙ্ক্ষী হয়ে
নৈবেদ্য রাখতে পারি
মৃত্যু যখন বন্য স্বপ্ন
তখন কোন মাসটি হওয়া শ্রেয়
জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারি নাকি
নভেম্বর-ডিসেম্বর।

মিথ্যে বাসনা

সপ্তর্ষি

হৃদয় চক্ষু আজি বন্ধ করিয়া
বাহির নয়ন দু'টি দেখেছ মেলিয়া
রং বেরঙের এই বড় দুনিয়ায়
মিথ্যে মরিচীকায় থেকেছ চাহিয়া।

দু'দিনের আবাস এই রং মহলে
কত কিছু নিয়ে ব্যস্ত আজি
শেষ হয়ে যাবে ক্ষণিক পরে
মিথ্যে বাসনা কেন তবে হৃদয়ে।

ধন-সম্পদ, টাকা-পয়সার পাহাড় গড়ে
কে নিয়েছে বলো জীবনের সায়হ্নে
থেকে গেছে সব দেখ এই ধরাধামে
জায়গা হয়েছে সাড়ে তিন হাত মাটিতে।

সম্পদ শুধু যাবে একটি তোমার সাথে
যেমন কর্মফলে ভরেছ জীবনে
সুখের না দুঃখের আবাস পাবে শেষে
গড়েছ তুমি নিজেই এই ত্রিভূবনে।

বলো বন্ধু, বলো আজ যাবার বেলায়
অশ্রু ফেল কেন নয়ন দু'টি ভরিয়া
কেন ছিলে সদা এত মিথ্যে অহংকারে
কেনইবা ছিল তোমার মিথ্যে বাসনায়।

রাঙ্গামাটিয়া খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিমিটেড

রাঙ্গামাটিয়া ধর্মপল্লী, ডাকঘর : রাঙ্গামাটিয়া, উপজেলা: কালীগঞ্জ, জেলা: গাজীপুর।
স্থাপিত : ১লা জানুয়ারি, ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দ, রেজি: নং-৩২৭/১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দ
মোবাইল: ০১৭১৪৩১৪৪১৪/০১৭৩৯৪৯২১১৮, E-Mail: rcccu.ltd@gmail.com

বিশেষ সাধারণ সভা ও নির্বাচন সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা "রাঙ্গামাটিয়া খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিমিটেড" এর সম্মানিত সকল সদস্যদের অবগতির জন্যে জানানো যাচ্ছে যে, বিগত ২৯ অক্টোবর' ২০২১ খ্রিস্টাব্দে তারিখে অনুষ্ঠিত সমিতির ব্যবস্থাপনা পরিষদের ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক আগামী ৩১ ডিসেম্বর' ২০২১ খ্রিস্টাব্দ রোজ শুক্রবার সমিতির নিজস্ব কার্যালয়ে (আগ্নেশ ভবনে) বিশেষ সাধারণ সভা ও নির্বাচন- ২০২১ অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে।

বিশেষ সাধারণ সভা ও নির্বাচনের তারিখ : ৩১ ডিসেম্বর ২০২১ খ্রিস্টাব্দ, রোজ: শুক্রবার
বিশেষ সাধারণ সভা ও নির্বাচনের স্থান : সমিতির নিজস্ব কার্যালয় (আগ্নেশ ভবন)
রাঙ্গামাটিয়া ধর্মপল্লী, উপজেলাঃ কালীগঞ্জ, জেলাঃ গাজীপুর।
বিশেষ সভা ও নির্বাচনের সময় : সকাল ০৮:৩০ মিনিটে হতে বিরতিহীনভাবে বিকাল ০৪:৩০ মিনিট পর্যন্ত।

উক্ত সভায় পাশ বইসহ নির্ধারিত সময়ে উপস্থিত হয়ে বিশেষ সাধারণ সভা ও নির্বাচনকে সার্থক ও সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য সম্মানিত সকল সদস্যদের বিশেষভাবে অনুরোধ করা হচ্ছে।

ধন্যবাদান্তে,

রনেল গমেজ
সেক্রেটারী
রাঙ্গামাটিয়া খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ

সংযুক্তি:
১। ভোটার তালিকা ০১ পৃষ্ঠা হতে ৩০ পৃষ্ঠা পর্যন্ত।
সদয় অবগতির জন্য প্রদান করা হল:
২। মিঃ/মিসেস . . . . সদস্য নং . . . . আরসিসিসিইউলিঃ।
৩। উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা, কালীগঞ্জ, গাজীপুর।
৪। জেলা সমবায় কর্মকর্তা, গাজীপুর, বাংলাদেশ।
৫। সমিতির নোটিশ বোর্ড

বিপ্র/৩৩১/২১

তুমিলিয়া খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ

TCCCUL
REGD. NO. 26/1984

স্থাপিত: ১৯৬৪ খ্রিঃ, রেজি নং-২৬/১৯৮৪ খ্রিঃ
সাধু যোহন বাপ্তিস্ত ভবন, মাদার তেরেজা সরণী, তুমিলিয়া ধর্মপল্লী, পোঃ অঃ কালীগঞ্জ, উপজেলা: কালীগঞ্জ, জেলা: গাজীপুর।

সেক্রেটারি ২০২১-২২ (৩৮) তারিখ: ১৬/১১/২০২১ খ্রিস্টাব্দ

৫৫ তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

(১ জুলাই ২০২০ খ্রিস্টাব্দ হতে ৩০ জুন ২০২১ খ্রিস্টাব্দ)
স্থান: সাধু মাইকেল পালকীয় মিলনায়তন, তুমিলিয়া মিশন, কালীগঞ্জ, গাজীপুর।
তারিখ: ১৭ ডিসেম্বর ২০২১ খ্রিস্টাব্দ, রোজ শুক্রবার, সময়: সকাল ১০:০১ মিনিট।

এতদ্বারা তুমিলিয়া খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ-এর সম্মানিত সকল সদস্য-সদস্যা ও সংশ্লিষ্ট সকলের সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, **আগামী ১৭ ডিসেম্বর ২০২১ খ্রিস্টাব্দ, রোজ শুক্রবার সকাল ১০:০১ মিনিটে সাধু মাইকেল পালকীয় মিলনায়তন, তুমিলিয়া মিশন, কালীগঞ্জ, গাজীপুর**-এ অত্র ক্রেডিটের ৫৫ তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে।
উক্ত সভায় যথাসময়ে উপস্থিত থেকে সক্রিয় অংশগ্রহণ ও সহযোগিতার মাধ্যমে ৫৫তম বার্ষিক সাধারণ সভাকে সফল ও স্বার্থক করে তোলার জন্য সম্মানিত সদস্য-সদস্যাদের বিশেষভাবে অনুরোধ করা হচ্ছে।

ধন্যবাদান্তে,

রিংকু লরেন্স গমেজ
সেক্রেটারি, ব্যবস্থাপনা কমিটি
তুমিলিয়া খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ
তারিখ: ১৬/১১/২০২১ খ্রিস্টাব্দ

বিশেষ দ্রষ্টব্য : (ক) করোনা ভারাইস সংক্রমণ রোধে স্বাস্থ্যবিধি মেনে ও সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে অত্র সাধারণ সভায় অংশ গ্রহণ করার জন্য বিনীত অনুরোধ করছি। মুখে অবশ্যই মাস্ক পরিধান করবেন।
(খ) সমবায় সমিতি (সংশোধন) আইন ২০১৩-এর ৩৭ ধারা মোতাবেক কোন সদস্য-সদস্যা ক্রেডিট ইউনিয়নে শেয়ার ও ঋণ খেলাপী হলে তা পরিশোধ না করা পর্যন্ত উক্ত সদস্য-সদস্যা সাধারণ সভায় তার অধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন না।
(গ) উল্লেখিত দিনে সকাল ৮:৩০ মিনিট হতে সকাল ১০টার মধ্যে রেজিষ্ট্রেশন পূর্বক উপস্থিত থাকার জন্য সম্মানিত সদস্য-সদস্যাদের নিকট সবিনয় অনুরোধ করছি। উক্ত সময়ের মধ্যে যাঁরা রেজিষ্ট্রেশন করবেন, কেবল মাত্র তাঁদের নাম কোরাম পূর্তি বিশেষ লটারীতে অন্তর্ভূক্ত হবে। কোরাম পূর্তি লটারীতে আকর্ষনীয় পুরস্কার প্রদান করা হবে।
অনুলিপিঃ (১) জেলা সমবায় অফিসার, গাজীপুর, (২) উপজেলা সমবায় অফিসার, কালীগঞ্জ, গাজীপুর, (৩) তুমিলিয়া খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ-এর সকল সদস্য-সদস্যা।

বিপ্র/৩৩২/২১

সিলেটে ধর্মপ্রদেশের শায়েস্তাগঞ্জ উপধর্মপল্লীর সাধু ফ্রান্সিস জেভিয়ার মিশনের নব নির্মিত ভবনের আশীর্বাদ ও শুভ উদ্বোধন

লুটমন এডমন্ড পড়ুনা □ গত ৫ নভেম্বর, ২০২১ খ্রিস্টাব্দে সিলেট ধর্মপ্রদেশের শ্রীমঙ্গল ধর্মপল্লীর উপধর্মপল্লী শায়েস্তাগঞ্জ সাধু ফ্রান্সিস জেভিয়ার কাথলিক মিশনে প্রতিবন্ধী শিশুদের নব নির্মিত ভবন আশীর্বাদ ও শুভ উদ্বোধন করেন আর্চবিশপ বিজয় এন ডি'ক্রুজ ওএমআই, বিশপ শরৎ ফ্রান্সিস গমেজ। বিশেষ অতিথি ছিলেন ফাদার গাব্রিয়েল কোড়াইয়া, ফাদার নিকোলাস বাড়ৈ সিএসসি, ব্রাদার রুবেল রাফায়েল নকরেক এমএমএস কারিতাস কেন্দ্রিয় অফিসের অর্থ ও প্রশাসনিক পরিচালক যোয়াকিম গমেজ। কারিতাস সিলেট, আঞ্চলিক পরিচালক বনিফাস খংলা। অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ফাদার, ব্রাদার, সিস্টার, প্রকল্প ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যবৃন্দ, বাক-শ্রবণ ও দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী, শিশুদের অভিভাবক, রংবাবালাং (গ্রামের ধর্মীয় প্রধান) মাতব্বর এবং ধর্মপল্লীর খ্রিস্টভক্তসহ মোট ২০০ জন অংশগ্রহণকারী উপস্থিত ছিলেন।

গৃহ আশীর্বাদ, ফিতা কেটে গৃহে প্রবেশ এবং পবিত্র জল সিঞ্চনের মধ্যদিয়ে নব নির্মিত ভবনের আশীর্বাদ ও শুভ উদ্বোধন করা হয়। এরপর স্বাগত নৃত্যের মাধ্যমে সবাইকে গৃহে প্রবেশ করানো হয়েছে। প্রতিবন্ধী শিশুদের উন্নয়ন কেন্দ্রের গোড়ার ইতিহাস তুলে ধরেন ফাদার গাব্রিয়েল কোড়াইয়া। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জীবন বাস্তবতা তুলে ধরেন বিশপ শরৎ ফ্রান্সিস গমেজ।

বক্তব্যের শুরুতে প্রধান অতিথি এই ভবন নির্মাণে আর্থিক ভাবে সহায়তা দানকারী বন্ধুদের ধন্যবাদ দেশী ও বিদেশী বন্ধুগণকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন প্রতিবন্ধী শিশুদের বিষয়ে। তিনি বলেন, প্রতিবন্ধীদের হৃদয়টা অনেক পবিত্র। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা আমাদের জীবনের আদর্শ হতে পারে। তাদের জীবন আদর্শ দেখে আমাদের জীবনকে পরিবর্তন করতে পারি।" উদ্বোধনী অনুষ্ঠানকে সাফল্যমণ্ডিত করতে শায়েস্তাগঞ্জ সেন্টারের প্রতিবন্ধী শিশুরা একক ও দলীয় সঙ্গীত পরিবেশন করেন। তেলিয়াপাড়া চা বাগান, সাতছড়ি চা বাগান, নাসিনাবাদ চা বাগান, হাতিমারা চা বাগান এবং বৈরাগী খাসিয়া পুঞ্জির যুবক যুবতীগণ নিজস্ব কৃষ্টি ও সংস্কৃতির আলোকে বিভিন্ন নৃত্য পরিবেশন করেন। অতপর মধ্যাহ্নভোজের মধ্যদিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে॥

পীরগাছা ধর্মপল্লীতে মারীয়া সেনা সংঘের বার্ষিক সেমিনার-২০২১

নয়ন যোসেফ গমেজ সিএসসি □ গত ২২ অক্টোবর, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ রোজ শুক্রবার, "পরিবারে শান্তির উৎস জপমালা রাণী মা মারীয়া" এই মূলসুরকে কেন্দ্র করে ময়মনসিংহ ধর্মপ্রদেশের পীরগাছা সাধু পৌলের ধর্মপল্লীতে অনুষ্ঠিত হয় মারীয়া সেনা সংঘের বার্ষিক সেমিনার। পবিত্র আরাধ্য সাক্রামেন্তের আরাধনার মধ্যদিয়ে সেমিনার আরম্ভ হয়। সেমিনারের মূলসুরের উপর সহভাগিতা করেন সেমিনারীয়ান নয়ন যোসেফ গমেজ সিএসসি। সহভাগিতার পর পবিত্র খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন পীরগাছা ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিত ফাদার লরেন্স রিবেরু সিএসসি। খ্রিস্টযাগের উপদেশে তিনি বলেন, 'মা মারীয়া আমাদেরকে ভালবাসেন। তিনি সর্বদা আমাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকেন। তিনি আমাদের হয়ে প্রভু যিশুর কাছে অনুনয় প্রার্থনা করেন।' খ্রিস্টযাগ শেষে দুপুরের প্রীতিভোজের মধ্যদিয়ে দিনটির কার্যক্রম সমাপ্ত হয়। উক্ত সেমিনারে পীরগাছা ধর্মপল্লীর ফাদারগণ, সিস্টারগণ, একজন ডিকন ও সেমিনারীয়ান এবং কুমারী মারীয়া সেনাসংঘের ১২০ জন সদস্যা উপস্থিত ছিলেন॥

ঢাকা শহরের খ্রিস্টান যুবক-যুবতীদের মুজিব শতবর্ষ ও স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উদ্‌যাপন

নিজস্ব সংবাদদাতা □ ২৩ অক্টোবর ২০২১ খ্রিস্টাব্দ রোজ শনিবার বিকাল ৩ টায় তেজগাঁও চার্চ কমিউনিটি সেন্টারে ঢাকা শহর অঞ্চলের ৪৫০ জন খ্রিস্টান যুবক-যুবতীদের সমাবেশে মুজিব শতবর্ষ ও স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উদ্‌যাপন করা হয়েছে। ঢাকা আঞ্চলিক পালকীয় পরিষদের আয়োজনে এ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতে জাতীয় সংগীত পরিবেশন, সহস্রাব্দের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন স্বাধীনতার আলোর পথ চলার শপথ নিয়ে প্রদীপ প্রজ্বলন, কেক কাটা, বক্তব্যমালা ও নৃত্য-গানের মধ্যদিয়ে সাজানো ছিল অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মাননীয় মন্ত্রী আ.ক.ম. মোজাম্মেল হক, এম.পি এবং আরো উপস্থিত ছিলেন মাননীয় সংসদ সদস্য এডভোকেট গ্লোরিয়া ঝর্ণা সরকার এম.পি। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ঢাকার আর্চবিশপ বিজয় এন ডি ক্রুজ ওএমআই। অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কয়েকজন বীর মুক্তিযোদ্ধা।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন তেজগাঁও ধর্মপল্লীর পালক পুরোহিত ফাদার সুব্রত বি গমেজ।

প্রধান অতিথি মাননীয় মুক্তি বিষয়ক মন্ত্রী আ.ক.ম. মোজাম্মেল হক, এম.পি স্বাধীনতা যুদ্ধের পটভূমিতে তুলে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অবদানের কথা তুলে ধরেন। একইসাথে যুবক-যুবতীদের আহ্বান রাখেন মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বেড়ে উঠতে, ধর্মপ্রাণ হতে কিন্তু ধর্মান্ধতা গ্রহণ না করতে।

বিশেষ অতিথি মাননীয় সংসদ সদস্য এডভোকেট গ্লোরিয়া ঝর্ণা সরকার বলেন, দেশ ও জাতি গঠনে বাংলাদেশের ক্ষুদ্র খ্রিস্টান সমাজের অনেক বড় অবদান রয়েছে। ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধে খ্রিস্টান যুবকেরা ঝাঁপিয়ে পড়ে দেশকে শত্রু মুক্ত করতে যে সাহসিকতা দেখিয়েছে তা বর্তমান সময়ের জন্য আরো বেশি প্রয়োজন। আর্চবিশপ বিজয় এন ডি ক্রুজ বলেন, বাংলাদেশের ক্ষুদ্র

খ্রিস্টান সমাজে প্রায় ২০০০ জন মুক্তিযোদ্ধা আছেন এবং একজনও রাজাকার নেই। এটি খ্রিস্টান সমাজের জন্য অত্যন্ত গৌরবের। আমাদের শিক্ষা, চিকিৎসা ও সমাজসেবামূলক কাজ দিয়ে আমরা জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে দেশের সকল মানুষকে সেবা করে যাচ্ছি। দেশসেবায় খ্রিস্টানগণ এগিয়ে আসবেন এবং সুযোগ পাবেন বলে তিনি মনে করেন।

অনুষ্ঠানের শেষাংশে ছিল দেশাত্মবোধক গান ও নৃত্যের মনোমুগ্ধকর পরিবেশনা। যা যুবক-মিরপুর, মোহাম্মদপুর, তেজগাঁও, ভাটারা ও লক্ষ্মীবাজার ধর্মপল্লী থেকে মোট ৪৫০ জন যুবক-যুবতী উপস্থিত ছিল॥

নাগরী ধর্মপল্লীতে হস্তার্পণ সংস্কার প্রদান

রিগ্যান পিউস কস্তা □ সাধু নিকোলাসের ধর্মপল্লী নাগরীতে বিগত ৩১ অক্টোবর ২০২১ খ্রিস্টবর্ষ রোজ রবিবার ১০৫ জন ছেলে-মেয়েকে হস্তার্পণ সংস্কার প্রদান করা হয়। এই দিনে ০৩ জন যাজক, কয়েকজন সিস্টার ও বিপুল সংখ্যক খ্রিস্টভক্তদের উপস্থিতে হস্তার্পণ সংস্কার প্রদান করেন ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের আর্চবিশপ বিজয় এন ডি'ক্রুজ ওএমআই। সহভাগিতায় বলেন, 'হস্তার্পণ সংস্কারের মধ্যদিয়ে আমরা পবিত্র আত্মার মানুষ হয়ে উঠি। পবিত্র আত্মা আমাদের সুন্দর বিবেক দান করেন। পবিত্র আত্মা অন্তরে একটি চিহ্ন এঁকে দেন। এই সংস্কারের মধ্যদিয়ে আমরা যিশুর সৈনিক হয়ে উঠি। খ্রিস্টযাগ শেষে ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিত ফাদার জয়ন্ত গমেজ সুষ্ঠভাবে পবিত্রতার সহিত অংশগ্রহণ করার জন্য প্রত্যেককে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান॥

সাগরদী ধ্যানাশ্রমে পরিবার বিষয়ক সেমিনার

সিস্টার বিনু পালমা এলএইচসি □ "যে পরিবার একত্রে প্রার্থনা করে, সেই পরিবার একত্রে বাস করে" মূলভাবকে কেন্দ্র করে গত ২৮-২৯ অক্টোবর, ২০২১ খ্রিস্টবর্ষে হলিক্রশ ফ্যামিলি মিনিস্ট্রিজ বাংলাদেশ বরিশাল কাথ লিক ডাইওসিস এর আয়োজনে সাগরদী ধ্যানাশ্রমে পরিবার বিষয়ক সেমিনার করা হয়। ২৮ অক্টোবর বিকাল ৩:৩০ মিনিটে উদ্বোধনী ও পরিচয় পর্ব বিকাল ৪:৪৫ মিনিটে ফাদার ডেভিড ঘরামী "বিবাহ, পরিবার এবং পারিবারিক আধ্যাত্মিকতা" বিষয়ে অংশগ্রহণকারীর অভিজ্ঞতা সহভাগিতা রাখেন ৫:৪৫ মিনিটে সিস্টার বিনু "জপমালা প্রর্থনার গুরুত্ব, ফলাফল, পরিবারে এ প্রার্থনার মাধ্যমে সংক্ষিপ্ত মঙ্গলসমাচার ধ্যান বিষয়ে সহভাগিতা রাখেন। সিস্টার হানিমা ত্রিপুরা এলএইচসি-র পরিচালনায় শোভাযাত্রা করে মা-মারীয়ার মূর্তি সহ জপমালা প্রার্থনা করা হয়। তারপর খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন ফাদার ডেভিড ঘরামী। ২৯ অক্টোবর ১ম অধিবেশনে "যে পরিবার একত্রে প্রার্থনা করে, সেই পরিবার একত্রে বাস করে" উক্ত বিষয়ে উপস্থাপনা করেন ফাদার অসীম গনসালভেস সিএসসি। ২য় অধিবেশনে "পারিবারিক জীবনের চ্যালেঞ্জ সমূহ" বিষয়ে উপস্থাপন করেন ফাদার ডেভিড ঘরামী। সেমিনারে বরিশাল ক্যাথিড্রাল, পাদ্রিশিবপুর, মাটিভাঙ্গা ধর্মপল্লী থেকে মোট ৫৬ জন অংশগ্রহণকারী উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া সর্বমোট অংশগ্রহণকারী ছিল ৬৫ জন।

দুইদিন সেমিনারের মূল্যায়ন, ধন্যবাদ জ্ঞাপন এবং হলিক্রশ ফ্যামিলি মিনিস্ট্রিজ এর পক্ষ থেকে সিস্টর বিনু অংশগ্রহণকারীদের আগামী বছরের ক্যালেন্ডার উপহার প্রদান করে সেমিনার শেষ করেন॥

জাফলং ধর্মপল্লীর প্রতিপালকের পর্ব উদ্‌যাপন

তন্ময় কস্তা □ গত ১৭ অক্টোবর, রোজ রবিবার ২০২১ খ্রিস্টাব্দ জাফলং ধর্মপল্লীর প্রতিপালক সাধু প্যাট্রিকের পর্ব মহা-সমারোহে পালন করা হয়। আধ্যাত্মিক প্রস্তুতিস্বরূপ তিন দিন বিশেষ প্রার্থনা করা হয়। সকাল ১১ টায়। পর্বীয় খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের যুব সমন্বয়কারী ফাদার নয়ন লরেন্স গোছাল। তিনি তার সহভাগিতায় বলেন, সাধু প্যাট্রিক একনিষ্ঠ বাণী প্রচারক ছিলেন, তাই আমরাও যেন খ্রিস্টের বাণী অন্যদের মাঝে প্রচার করতে পারি। ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিত ফাদার রনাল্ড গাব্রিয়েল কস্তা খ্রিস্টযাগ উৎসর্গকারী ফাদার নয়ন লরেন্স নয়ন গোছাল এবং সকল খ্রিস্টভক্তদের সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ ও সাহায্য সহযোগিতার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান। উল্লেখ্য যে, এ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ২ জন ফাদার, ১ জন ব্রাদার, ১ জন সেমিনারীয়ান ও ৮০ জন খ্রিস্টভক্ত॥

গৌরনদী ধর্মপল্লীতে অক্টোবর মাসের সমাপনী

মিসেস নয়ন রায় □ সারা মাসব্যাপী জপমালা প্রার্থনা করার পর ৩০ অক্টোবর শনিবার ২০২১ খ্রিস্টাব্দ যিশুর পবিত্র হৃদয়ের গির্জা, গৌরনদীতে সকাল ৮:৩০ মিনিট থেকে বিকাল ৩ টা পর্যন্ত নির্জনতা, অনুধ্যান, পাপস্বীকার, জপমালা প্রার্থনা এবং খ্রিস্টযাগ উৎসর্গের মাধ্যমে অক্টোবর মাসের সমাপনী অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে ১৬টি গ্রাম থেকে ২৫০ জন মা, কয়েকজন পিতা, ছেলে-মেয়েরা, সিস্টারগণ, ডিকন ও ফাদারগণ উপস্থিত ছিলেন। শুরুতে উদ্বোধনী প্রার্থনা করেন পতিহার গ্রামের মায়েরা, স্বাগতিক বক্তব্য দেন পালপুরোহিত ফাদার জেরম রিংকু গোমেজ। নির্জন

ধ্যানের কনফারেন্সে ফাদার অনল টেরেন্স ডি'কস্তা সিএসসি মা-মারীয়ার গুণাবলী, বিভিন্ন দর্শনদান ও জপমালা প্রার্থনার শক্তি সম্পর্কে উপস্থাপন করেন, এরপর সিস্টার বিনু পালমা এলএইচসি পুনর্মিলন সাক্রামেন্তের অনুধ্যান দেন। পাপস্বীকার ও জপমালা প্রার্থনার পর খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন ফাদার জেরম রিংকু গোমেজ এবং ফাদার অনল টেরেন্স ডি'কস্তা সিএসসি। অনুষ্ঠান সাফল্যমণ্ডিত করার দায়িত্বে ছিলেন ডিকন সৈকত লরেন্স বিশ্বাস, সিস্টারগণ এবং মা মারীয়া সেনা সংঘের মায়েরা। অনুষ্ঠানের শেষে সবাইকে হলিক্রস ফ্যামিলি মিনিস্ট্রিজ-এর পক্ষ থেকে ২০২২ খ্রিস্টবর্ষের ক্যালেন্ডার প্রদান করা হয়॥

কারিতাস ঢাকা অঞ্চলের উদ্যোগে নবাবগঞ্জ উপজেলায় কৃষি-মৎস-পশুসম্পদ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ

হিরণ গমেজ □ কারিতাস ঢাকা অঞ্চলের আইএফএস-আইসিটি প্রকল্পের উদ্যোগে নবাবগঞ্জ উপজেলার বক্সনগর ইউনিয়ন পরিষদ হলরুমে বিগত ২৫ অক্টোবর, ২০২১ খ্রিস্টাব্দে কৃষি-মৎস-পশুসম্পত্তি ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে উপস্থিত ছিলেন বক্সনগর ইউনিয়ন পরিষদের সম্মানিত চেয়ারম্যান বীর মুক্তিযোদ্ধা মো: ওয়াদুদ মিয়া, কৃষি অফিসার ফয়সাল মোহাম্মদ আলী, প্রাণীসম্পদ অফিসার ডা: মো: জাকির হোসেন, মৎস অফিসার মিস্ প্রিয়াংকা সাহা, কারিতাস কেন্দ্রীয় অফিসের কর্মসূচি কর্মকর্তা ফনিন্দ্র সাংমা, ঢাকা অঞ্চলের আঞ্চলিক ফোকাল পার্সন জুয়েল পি রিবেরু, মাঠ কর্মকর্তা মো: আব্দুল খালেক সহ প্রকল্পের উপকারভোগী ৪৫ জন বসতবাড়ীতে সারা বছর ব্যাপী শাকসবজি, ফলমূল উৎপাদন: স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও অর্থনীতিতে অবদান, সব্জিবীজ উৎপাদন, সংরক্ষণের গুরুত্ব, ভাল বীজ চেনা ও সংরক্ষণের উপায় বিষয়ে আলোচনা করেন। উপজেলা প্রাণীসম্পদ অফিসার গবাদিপশু ও পাখির বাসস্থান, স্বাস্থ্য ও পরিবেশ ব্যবস্থাপনা, পারিবারিক পর্যায়ে ডিম ও মাংস উৎপাদনকারী মুরগী, হাঁস, কোয়েল পাখি ও কবুতর পালন পদ্ধতি বিষয়ে আলোচনা করেন। এরপর উপজেলা মৎস অফিসার সমন্বিত মৎস চাষ: প্রযুক্তি ও ব্যবস্থাপনা, মাছের রোগবালাই, প্রতিরোধ ও প্রতিকার বিষয়ে আলোচনা করেন। প্রতিটি বিষয়ের আলোচনার পরে মুক্ত আলোচনার জন্য সময় দেয়া হয় এ সময়ে অংশগ্রহণকারীগণ তাদের বিভিন্ন প্রশ্ন করেন এবং অফিসারগণ উত্তর প্রদান করেন। পরিশেষে কারিতাস কেন্দ্রীয় অফিসের কর্মসূচি কর্মকর্তা ফনিন্দ্র সাংমা সকলকে সক্রিয়ভাবে প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন এবং প্রশিক্ষণের সমাপ্তি ঘোষণা করেন॥

কারিতাস বাংলাদেশ সিলেট অঞ্চলের প্রতিবন্ধী শিশু উন্নয়ন কেন্দ্রের অভিভাবকদের ষান্মাসিক সভা ও পরিকল্পনা

লুটমন এডমন্ড পড়ুনা □ কারিতাস সিলেট আঞ্চলিক অফিসের উদ্যোগে প্রতিবন্ধী শিশুদের উন্নয়ন কেন্দ্র (ডিসিসিডি) সমতা প্রকল্পের আর্থিক সহায়তায় গত ২০ অক্টোবর ২০২১, খ্রিস্টাব্দ শায়েস্তাগঞ্জ উপজেলার সুদিয়াখোলা গ্রামের সাধু ফ্রান্সিস জেভিয়ার কাথলিক মিশনে প্রতিবন্ধী শিশু উন্নয়ন কেন্দ্রের অভিভাবকদের ষান্মাসিক সভা ও পরিকল্পনা সকাল ১০টায় অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভায় কেন্দ্রের শিশুদের অভিভাবক, শায়েস্তাগঞ্জ উপজেলার সুদিয়াখোলা গ্রামের সাধু ফ্রান্সিস জেভিয়ার কাথলিক মিশনের পাল পুরোহিত, শ্রীমঙ্গল ধর্মপল্লীর পালপুরোহিত, প্রকিউরেটর, কারিতাস এসডব্লিউভিসি কেন্দ্রীয় অফিসের কর্মসূচি কর্মকর্তা এবং "স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও সমাজ কল্যাণমূলক সেবায় প্রবীণ, প্রতিবন্ধী ও মাদকাসক্ত ব্যক্তিদের অধিকতর অভিগম্যতা উন্নয়ন সাধন প্রকল্পের (এসডিডিবি) জুনিয়র কর্মসূচি কর্মকর্তা, সমতা প্রকল্পের কর্মীবৃন্দ এবং কেন্দ্রের শিশুসহ মোট ৬০ জন অংশগ্রহণকারী উপস্থিত ছিলেন।

সভার শুরুতে সর্বজনীন প্রার্থনা এবং অনুষ্ঠানের বক্তব্যসমূহ ইশারা ভাষায় উপস্থাপন করেন কেন্দ্রের ইশারা ভাষার রিসোর্স শিক্ষক গহরচান্দ নায়েক। এরপর পরিচিতি পর্ব এবং স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন পাল পুরোহিত ফাদার বিপ্লব কুজুর। সমতা প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য তুলে ধরেন বিনয় লুক রডিক্স, কর্মসূচি কর্মকর্তা, এরপর সমতা প্রকল্পের কর্মীগণ তাদের ভূমিকা ও কাজের ধরন সহভাগিতা করেন। প্রকল্পের কার্যক্রমের অগ্রগতি উপস্থাপন করেন কেন্দ্রের ইশারা ভাষার রিসোর্স শিক্ষক। সরকারী বিশেষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিশু ভর্তি বিষয়ে অভিভাবকদের করণীয় বিষয় তুলে ধরেন "স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও সমাজ কল্যাণমূলক সেবায় প্রবীণ, প্রতিবন্ধী ও মাদকাসক্ত ব্যক্তিদের অধিকতর অভিগম্যতা উন্নয়ন সাধন প্রকল্পের (এসডিডিবি) জুনিয়র কর্মসূচি কর্মকর্তা লুটমন এডমন্ড পড়ুনা। এর পর প্রতিবন্ধী শিশুদের শিক্ষা ও উন্নয়নে অভিভাবকদের মধ্যে মতামত ব্যক্ত করেন মোছা: খোদেজা বেগম অভিমান্য কুর্মি, শ্রীবচ্ছ তাঁতী, ধীরেন চাষা এবং মো: এডুল মিয়া।

প্রকিউরেটর ফাদার সরোজ কস্তা, ওএমআই বলেন- আর্চবিশপ বিজয় এন ডি'ক্রুজের স্বপ্ন সিলেটে প্রতিবন্ধী শিশু ও প্রবীণ ব্যক্তিদের জন্য একটি স্থায়ী ভবন নির্মাণ করা। সেবার কাজে সন্তানদের এগিয়ে নেওয়ার দায়িত্ব প্রথমত অভিভাবক, তারপর শিক্ষক এবং স্থানীয় পাড়া প্রতিবেশীসহ সকলের দায়িত্ব।'

অতপর উপস্থিত অতিথিবৃন্দ, কেন্দ্রের শিশু ও অভিভাবকদের ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে অভিভাবকদের ষান্মাসিক সভা ও পরিকল্পনার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়॥

আবশ্যক

জরুরি ভিত্তিতে অমনি মিউজিক ও অমনি বুক্স বিক্রয় কেন্দ্রের জন্য বিক্রয় প্রতিনিধি আবশ্যক। আগ্রহী প্রার্থীগণ দ্রুত সময়ের মধ্যে নিম্নোক্ত ই-মেইল এ জীবনবৃত্তান্ত ও প্রয়োজনীয় কাগজপত্র প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

যোগাযোগ

অমনি

Email : hr.admin@enemomni.com

বিজ্ঞ/৩২১/২১

দি খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ, ঢাকা
THE CHRISTIAN CO-OPERATIVE CREDIT UNION LTD., DHAKA
(স্থাপিত ঃ ১৯৫৫ খ্রিঃ রেজিঃ নং-৪২/১৯৫৮/ Estd. 1955, Regd. No. 42/1958)

সূত্র:সিসিসিইউএল/প্রেসিডেন্ট/সেক্রেটারি/২০২১/০১/৭৫৯ তারিখ: ০৮ নভেম্বর, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ

৬১তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

(১ জুলাই ২০ ২০ খ্রিস্টাব্দ হতে ৩০ জুন, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত)

তারিখ : ০৩ ডিসেম্বর ২০২১ খ্রিস্টাব্দ, রোজ শুক্রবার
সময় : সকাল ১০ টা
স্থান : বটমলী হোম বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, তেজকুনীপাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫।

এতদ্বারা দি খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ, ঢাকা-এর সম্মানিত সদস্যদের অবগতির জন্যে জানানো যাচ্ছে যে, **আগামী ০৩ ডিসেম্বর ২০২১ খ্রিস্টাব্দ, শুক্রবার, সকাল ১০ টায়** বটমলী হোম বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে অত্র সমিতির **৬১তম বার্ষিক সাধারণ সভা (স্বাস্থ্যবিধি মেনে)** অনুষ্ঠিত হবে। রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রম সকাল ৮টা হতে শুরু হবে।

উক্ত বার্ষিক সাধারণ সভায় নিজ নিজ পরিচয়পত্র এবং বার্ষিক সাধারণ সভার প্রতিবেদনসহ **স্বাস্থ্যবিধি মেনে** যথা সময়ে উপস্থিত থাকার জন্যে সকল সদস্যকে বিনীতভাবে অনুরোধ জানানো যাচ্ছে।

<u>সাধারণ সভার কর্মসূচি:</u>		সময়
০১।	(ক) উপস্থিতি গণনা	১৫ মিনিট
	(খ) আসন গ্রহণ	
	(গ) জাতীয়, সমবায় ও সমিতির পতাকা উত্তোলন (জাতীয় ও সমবায় সংগীত পরিবেশন)	
	(ঘ) পবিত্র বাইবেল থেকে পাঠ ও প্রার্থনা	
	(ঙ) কার্যবিবরণী রক্ষক নিয়োগ	
০২।	মৃত সদস্যদের আত্মার কল্যাণার্থে প্রার্থনা ও নিরবতা পালন	১০ মিনিট
০৩।	প্রেসিডেন্টের স্বাগত ভাষণ	১৫ মিনিট
০৪।	অতিথিদের বক্তব্য	৫০ মিনিট
০৫।	৬০তম বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণী পাঠ ও অনুমোদন	২০ মিনিট
০৬।	ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক বার্ষিক কার্যক্রম প্রতিবেদন পেশ ও অনুমোদন	২০ মিনিট
০৭।	বার্ষিক হিসাব বিবরণী পেশ ও অনুমোদন	৩০ মিনিট
০৮।	(ক) নিরীক্ষা প্রতিবেদন পর্যালোচনা ও অনুমোদন	১০ মিনিট
	(খ) প্রস্তাবিত আয় বণ্টন হিসাব উপস্থাপন ও লভ্যাংশ ঘোষণা	১০ মিনিট
০৯।	প্রস্তাবিত বাজেট পর্যালোচনা ও অনুমোদন	২০ মিনিট
১০।	ক্রেডিট কমিটির প্রতিবেদন পেশ ও অনুমোদন	১৫ মিনিট
১১।	সুপারভাইজরি কমিটির প্রতিবেদন পেশ ও অনুমোদন	১৫ মিনিট
১২।	নতুন প্রস্তাবনা পেশ ও অনুমোদন	১০ মিনিট
১৩।	উপ-আইন সংশোধনী পেশ ও অনুমোদন	১০ মিনিট
১৪।	বিবিধ	৩০ মিনিট
১৫।	ধন্যবাদ জ্ঞাপন ও সমাপ্তি ঘোষণা	১০ মিনিট

উল্লিখিত দিনে সকাল ৮টা হতে ১০টার মধ্যে উপস্থিত হয়ে হাজিরা খাতায় স্বাক্ষর করে সাধারণ সভা সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে সম্পাদন করতে সম্মানিত সকল সদস্যকে বিনীতভাবে অনুরোধ জানাচ্ছি।

সমবায়ী শুভেচ্ছান্তে-

পংকজ গিলবার্ট কস্তা
প্রেসিডেন্ট
দি সিসিসিইউলি: ঢাকা।
তারিখ: ০৮-১১-২০২১ খ্রিস্টাব্দ

ইগ্নাসিওস হেমন্ত কোড়াইয়া
সেক্রেটারি
দি সিসিসিইউ লি: ঢাকা

বিশেষ দ্রষ্টব্য:

(ক) সমবায় সমিতি আইন-২০০১ (সংশোধনী-২০১৩)-এর ধারা ৩৭ মোতাবেক কোনো সদস্য সমিতিতে শেয়ার, ঋণ ও অন্যান্য কোনো প্রকার খেলাপি হলে তা পরিশোধ না করা পর্যন্ত উক্ত সদস্য সাধারণ সভায় তার অধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন না।

(খ) পরিচয়পত্র/ছবিসহ পাশ বই ব্যতীত কোনো সদস্যকে রেজিস্ট্রেশন/খাদ্য কুপন সরবরাহ করা হবে না।

(গ) সকাল ৮ টা থেকে ১০ টার মধ্যে যারা নাম রেজিস্ট্রেশন করবেন তাদের নামই কেবল কোরাম পূর্তি লটারিতে অন্তর্ভুক্ত হবে। কোরাম পূর্তি লটারিতে আকর্ষণীয় পুরস্কার প্রদান করা হবে।

(ঘ) ৩০ নভেম্বর, ২০২১ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে প্রধান কার্যালয় থেকে পরিচয়পত্র সংগ্রহ করা যাবে।

অনুলিপি :
১। যুগ্ম নিবন্ধক, বিভাগীয় সমবায় কার্যালয়, ঢাকা বিভাগ, ঢাকা।
২। জেলা সমবায় কর্মকর্তা, ঢাকা জেলা, ঢাকা।
৩। মেট্রোপলিটন থানা সমবায় কর্মকর্তা, তেজগাঁও, ঢাকা।

বিপ্র/৩২৭/২১

মঠবাড়ী ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি লিঃ
গ্রামঃ মঠবাড়ী, পোঃঅঃ উলুখোলা, কালীগঞ্জ, গাজীপুর।
ফোন ঃ ০১৭৪১১৪০৭৫০, মেইল-mkbssltd@gmail.com

Mothbari Khudra Beboshaye Samabaya Somity Ltd.
Vill.: Mothbari, P.O. : Ulukhola, P.S.: Kaligonj, Dist.: Gazipur
Mobile : 01741140750, E-mail-mkbssltd@gmail.com

সূত্র নং: মক্ষুব্যসসলি/ট্রেজারার/২৯/২০২১-২০২২ তারিখঃ ১৫ নভেম্বর, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

মঠবাড়ী ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি লিঃ এর জন্য নিম্ন লিখিত পদসমূহে নিয়োগের জন্য যোগ্য প্রার্থীদের নিকট থেকে আবেদন/দরখাস্ত আহ্বান করা যাচ্ছে-

ক্রমিক নং	পদের নাম	পদের সংখ্যা	বেতন	শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা
০১	হিসাব রক্ষক	০১	পে-স্কেল অনুসারে	অনুমোদিত কলেজ/বিশ্ববিদ্যালয় থেকে হিসাব বিজ্ঞানে স্নাতক সনদপ্রাপ্ত হতে হবে। সমমর্যাদা পদে কমপক্ষে ০২ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
০২	বিক্রয়কর্মী	০১	পে-স্কেল অনুসারে	এইচ,এস,সি সনদপ্রাপ্ত হতে হবে। সমমর্যাদা পদে কমপক্ষে ০২ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
০৩	জীম ট্রেইনার	০১	পে-স্কেল অনুসারে	সংশ্লিষ্ট কাজের উপর দক্ষতা থাকতে হবে। সমমর্যাদা পদে কমপক্ষে ০২ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

শর্তাবলী:

১। আবেদনকারী কোন পদের জন্য আবেদন করছেন তা উল্লেখ করে একটি আবেদপত্র-সহ, পূর্ণ জীবনবৃত্তান্ত, শিক্ষাগত যোগ্যতা সনদের ফটোকপি, অভিজ্ঞতা সনদের ফটোকপি, জাতীয় পরিচয়পত্রের ফটোকপি, ০২ কপি পাসপোর্ট সাইজের রঙ্গিন ছবি আগামী ২২ নভেম্বর ২০২১ খ্রিস্টাব্দ বিকাল ০৫:০০ টার মধ্যে অত্র সমিতির ম্যানেজার, মানব সম্পদ বিভাগ- এর নিকট জমা দিতে হবে।

২। আবেদনের ঠিকানা-
প্রতি,
ট্রেজারার
মঠবাড়ী ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি লিঃ
মঠবাড়ী, উলুখোলা, কালীগঞ্জ, গাজীপুর।

৩। ব্যক্তিগত যোগাযোগ প্রার্থীর অযোগ্যতা বলে বিবেচিত হবে।

৪। ত্রুটিযুক্ত আবেদন বাতিল বলে গণ্য হবে।

৫। এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি কোনরূপ কারণ দর্শানো ব্যতিত পরিবর্তন, স্থগিত বা বাতিল করার পূর্ণ অধিকার কর্তৃপক্ষ সংরক্ষণ করে।

ধন্যবাদান্তে,

রিচার্ড ফ্রান্সিস রোজারিও
ট্রেজারার, মঠবাড়ী ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি লিঃ

মঠবাড়ী ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি লিঃ
গ্রামঃ মঠবাড়ী, পোঃঅঃ উলুখোলা, কালীগঞ্জ, গাজীপুর।
ফোন ঃ ০১৭৪১১৪০৭৫০, মেইল-mkbssltd@gmail.com

Mothbari Khudra Beboshaye Samabaya Somity Ltd.
Vill.: Mothbari, P.O. : Ulukhola, P.S.: Kaligonj, Dist.: Gazipur
Mobile : 01741140750, E-mail-mkbssltd@gmail.com

সূত্র নং- মক্ষুব্যসসলি/সেক্রেটারী/২৩/২০২১-২০২২ তারিখঃ ১৪ নভেম্বর, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ

মঠবাড়ী ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি লিঃ

মঠবাড়ী, উলুখোলা, কালীগঞ্জ, গাজীপুর
নিবন্ধন নম্বর ঃ ২০৫১, তারিখঃ ১২-০৬-২০১২ খ্রিস্টাব্দ
"আমাদের অর্থ আমরা করবো ব্যবহার; হবে সোনালী সমৃদ্ধ ভবিষ্যতের হাতিয়ার"

১০ম বার্ষিক সাধারণ সভা
"বিজ্ঞপ্তি"

এতদ্বারা মঠবাড়ী ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি লিমিটেড এর সম্মানিত সদস্য, কর্মকর্তা ও কর্মীদের সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে, সমিতির ১০ম বার্ষিক সাধারণ সভা আগামী ১৭ ডিসেম্বর, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ রোজ শুক্রবার, সকাল ১০:৩০ মিনিটে "মঠবাড়ী পালকীয় সেবা কেন্দ্র হলরুমে" অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। আর্থিক বছরের কার্যক্রম, হিসাব ও বিভিন্ন প্রতিবেদন সম্পর্কে আপনার মূল্যবান মতামত, পরামর্শ ও যাবতীয় প্রশ্নাদি আগামী ১০ ডিসেম্বর, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ বিকাল ০৫:০০ টার মধ্যে প্রতিবেদনে সংযুক্ত কাগজে লিখিত আকারে সমিতির কার্যালয়ের মতামত বাক্সে, পোস্টে বা সমিতির নির্দিষ্ট ই-মেইলে (mkbssltd@gmail.com) প্রেরণ করার জন্য বিনীত ভাবে অনুরোধ জানাচ্ছি। আপনাদের সমুদয় প্রশ্নের উত্তর বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থাপন করা হবে। উক্ত বার্ষিক সাধারণ সভায় প্রতিবেদনসহ যথা সময়ে উপস্থিত থেকে বার্ষিক সাধারণ সভাকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য সম্মানিত সদস্যদের বিনীত ভাবে অনুরোধ জানাচ্ছি।

বি. দ্রঃ প্রতিবেদনে প্রশ্নের জন্য যে নির্দিষ্ট পৃষ্ঠা রয়েছে, এর বাইরে অন্য কোন কাগজে প্রশ্ন লিখিতভাবে জমা দিলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না।

পলাশ হিউবার্ট গমেজ
জেনারেল সেক্রেটারী
মঠবাড়ী ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি লিমিটেড

অনুলিপি:
১. সমিতির নোটিশ বোর্ড।
২. গির্জার নোটিশ বোর্ড।
৩. সমিতির সকল সদস্য।
৪. সাপ্তাহিক প্রতিবেশী।
৫. জেলা সমবায় কর্মকর্তা, গাজীপুর।
৬. উপজেলা সমবায় কমকর্তা, কালীগঞ্জ, গাজীপুর।

বিপ্র/৩৩০/২১

Lutheran Health Care Bangladesh (LHCB)

WE ARE HIRING NOW!!!

OPEN POSITIONS

Executive Director

Job Context: Manage LHCB health, education & development programs, leading role in strategic planning, program planning, reports writing & projects monitoring.

Qualifications:

- Minimum MBBS with MPH/ Post Graduate in Social Science/Economics/MBA in development studies. Applicants who completed MPH will get preference.
- Age 40 to 55 years. Age may be considered for the highly qualified candidate.
- Minimum 15 years practical experience in any NGOs/INGOs in a senior/management position.
- Experienced in project rolling out, project management, partnership management, financial management, fund flow, investment opportunities. etc.
- Experienced in manages and resolves conflicts and disagreements in a constructive manner.

Job Location: Patuakhali (Dumki)

Salary: Salary and benefits will be provided as per organizational policy. Attractive package might be offered to an extra qualified candidate.

Medical Officer

Job Context: Medical Officers are senior physicians who manage all aspects related to patient care within their departments. They oversee daily operations, serve as clinical advisors, and investigate any problems that may arise.

RESIDENTIAL MEDICAL OFFICER (GYNAE & OBS.)

Qualifications:

- MBBS Degree with BMDC Registration, PGD/Diploma in Gynae and Obstetrician.
- Min. 3 years of clinical experience in the direct delivery of primary care including cases with obstetric complications and caring with newborn.
- Training/certified course in ultrasonography
- Age minimum 35 years and only females are allowed to apply.

Job Location: Patuakhali (Dumki)

Salary: 1-1.5 lac and other benefits will be provided as per organizational policy.

MEDICAL OFFICER (ANESTHESIOLOGIST)

Qualifications:

- MBBS Degree with BMDC Registration, PGD/Diploma in Anesthesia.
- Min. 3 years of clinical experience
- Both males & females are allowed to apply.

Job Location: Patuakhali (Dumki)

Salary: Salary and benefits will be provided as per organizational policy. Attractive package might be offered to an extra qualified candidate.

Staff Nurse

Job Context: A staff nurse is a registered nurse to provide medical and nursing care to patients in the hospital from initial patient assessment to patient's recovery.

Qualifications:

- Diploma/BSc./MSc. in nursing with Valid Registration from Bangladesh Nursing and Midwife Council (BNMC) (Registered Nurse & Registered Midwife).
- Minimum 2-years working experience and Supervisory or management experience will get preference.
- Age 25 to 30 years and only females are allowed to apply.

Job Location: Patuakhali (Dumki)

Salary: Salary and benefits will be provided as per organizational policy. Attractive package might be offered to an extra qualified candidate.

HR & Admin

Job Context: This position will act as the first port of call to employees and external partners for all HR related queries and also ensure the legality in terms of licensing and documenting.

Qualifications:

- Masters in any discipline. Having PGD-HRM Degree will get preference.
- At least 5 year(s) of working experience and experience in working in hospital will get preference.
- Conversant with local laws (hospital, diagnostic, labor, environmental, land, etc.).
- Age 40 to 55 years

Job Location: Patuakhali (Dumki)

Salary: Salary and benefits will be provided as per organizational policy. Attractive package might be offered to an extra qualified candidate.

APPLY NOW!!!

e-mail: helen64rema@gmail.com & info@lhcb.org.bd. Mention position applied as subject of email with cover letter explaining your suitability and relevancy for the position. Only shortlisted candidates will be called for interview. LHCB reserves the right to accept or reject any application without assigning any reason whatsoever. **Application Deadline: 20 Dec 2021**

বিপ্র/৩২৮/২১

বিবাহের সুবর্ণ জয়ন্তী

আমি তোমাকে অনন্তকাল প্রেম করি,
তোমার যত্ন নেব, তোমাকে সম্মান করব এবং
প্রতিদিন তোমাকে দেখাবো যে আমি তোমাকে
তারার মতো উচ্চ করে রেখেছি।"
-স্টিভ মারাবোলি

বিবাহিত জীবনে ৫০টি বছর খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। দাম্পত্য জীবনে সুবর্ণ জয়ন্তী ঈশ্বরের আশীর্বাদকেই নির্দেশ করে।

গত ৯ অক্টোবর ২০২১ খ্রিস্টাব্দ রোজ শনিবার সেন্ট খ্রীষ্টিনা চার্চে/গির্জায় বিকেল ৫টা ৩০মিনিটে ফাদার ডেভিড গমেজ সুবর্ণ জয়ন্তীর খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন। গির্জায় সকল আত্মীয়-স্বজন ও পরিবারবর্গ সকলে উপস্থিত ছিলেন। তাই এই সুবর্ণ জয়ন্তীতে আপনাদের সকলের কাছে প্রার্থনা, আশীর্বাদ, সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করছি।

ধন্যবাদন্তে

মিঃ ব্রেইজ কুইয়া
স্ত্রীঃ ডলি কুইয়া

মেয়ে ও জামাতা: জেইন ও রণজিৎ, জেকলিন ও ববি
ছেলে ও বৌমা: জুলিয়ান ও রিমা, জনি ও লুসি
ছেলে: জোবেন ও জেফরী
নাতী ও নাতনীগণ: ৬ জন নাতী ও ২ জন নাতনী
ঠিকানা: ৬৫/বি, মনিপুরীপাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫

ফ্ল্যাট বুকিং চলছে

আমরা অভিজ্ঞ স্থপতি দ্বারা আধুনিক মানসম্পন্ন ও রুচিশীল ভবন নির্মাণ করে থাকি। নিরিবিলি, মনোরম ও খোলামেলা পরিবেশে ঢাকা শহরের বিভিন্ন প্রাণকেন্দ্রে আকর্ষণীয় মূল্যে ফ্ল্যাট বুকিং চলছে।

ফ্ল্যাটের বৈশিষ্ট্যসমূহ

৩টি বেড, ড্রয়িং, ডাইনিং, ফ্যামিলি লিভিং, ৪টি বাথ-কাম-টয়লেট, ৪টি বারান্দা ও রান্নঘর। লিফ্ট, জেনারেটর ও কার পার্কিং সুবিধা আছে।

ফ্ল্যাটের আয়তন

- মনিপুরীপাড়া: ৭০০ (রেডি ফ্ল্যাট), ১৩৪৩, ১৩৫৮, ১৯৮৮ বর্গফুট
- তেজকুনিপাড়া: ১৩৫৮ বর্গফুট
- রাজাবাজার : ১০১৫ বর্গফুট
- মিরপুর, সেনপাড়া পর্বতা ঃ ১৪৫০ বর্গফুট (রেডি ফ্ল্যাট) ।

SREEJA
A.R. BUILDERS LIMITED

THE DREAM OF LIFE
SREEJA A.R. BUILDERS LIMITED
62/A, Monipuripara (1st Floor), Tejgaon, Dhaka-1215
Phone :+88-02-9117489, +88-01310095012, +88-01310095018

Find us at sarbuilders2010/ : sarbuildersltd@gmail.com : www.sreejaarbuildersltd.com +88-01310095012, +88-01310095018

বিজ্ঞ/৩০৭/২০২১

BOOK POST

জাতীয় সমবায় পুরস্কার ২০২০ গ্রহণ করছে অত্র সমিতির সম্মানিত চেয়ারম্যান মি. সুরেন রিচার্ড গমেজ

স্বর্ণপদক

সনদপত্র

জাতীয় সমবায় পুরস্কার ২০২০ প্রাপ্তিতে মঠবাড়ী ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি লিঃ এ পক্ষ থেকে সবাইকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা, ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা। এই অর্জন মঠবাড়ী ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি লিঃ এর সকল সম্মানিত সদস্য, কর্মকর্তা, কর্মী ও সকল শুভাকাঙ্ক্ষীদের সম্মিলিত অর্জন।

মঠবাড়ী ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি লিঃ

মঠবাড়ী, উলুখোলা, কালীগঞ্জ, গাজীপুর॥
নিবন্ধন নম্বর : ২০৫১, তারিখ: ১২-০৬-২০১২ খ্রিস্টাব্দ॥
যোগাযোগ: ০১৭৪১১৪০৭৫০, ০১৩১৯৯১০৩৩৮, ই-মেইল: mkbssltd@gmail.com

বিজ্ঞ/৩০৫/২০২১

Edited & Published by **Fr. Bulbul Augustine Rebeiro,** Christian Communications Centre, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Bangladesh, Phone : (880-2) 47113885, Printed at Jerry Printing, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Phone : 47113885, E-Mail : **wklypratibeshi@gmail.com,** Web: weekly.pratibeshi.org